নিমাই-সন্ন্যাস

গীতাভিনয়।

ভগবদ্গুণসংযোগাদেতদ্দ্রষ্টব্যমুত্তমৈঃ।
যথা তুলস্যাঃ সংযোগাৎ কৌপাস্তঃ সেব্যতে সতা॥

৺মতিলাল রায় প্রণীত।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট (কলিকাতা),
বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা;
২নং গোয়াবাগান ষ্ট্রীট্, "ভিক্টোরিয়া প্রেসে"
শ্রীনগেন্দ্রনাথ কোঙার দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৯ সাল।

PUBLISHED BY GURUDAS CHATTERJEE,

201, CORNWALLIS STREET.

Printed by N. N. Kongar,

The Victoria Press, 2, Goabagan Street.

CALCUTTA.

উৎসর্গপত্র।

সকল-সদ্‌গুণ-ভূষণ-মণ্ডিত

শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজেন্দ্রকুমার রায়

বেলেটি ভূম্যধিকারী মহাশয় অশেষ বিনয়ালয়েষু।

মহাশয়!

আপনি বান্ধব-প্রণেতা, আপনার হৃদয়ের ধন বান্ধবকে সকলের নয়ন-পথে পাঠাইয়াছেন, সে বান্ধবের সহিত যুক্ত হইয়া সকলেই আনন্দ লাভ করে। যাহার বান্ধবের সহিত আলাপ করিয়া চিত্তে আনন্দের উদয় হয়, সে ব্যক্তি যে কেমন, ইহা জানিতে ও তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে কাহার ইচ্ছা না হয়? সেই জন্য নিমাই-সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত। যে ব্রজেন্দ্রকুমার বলিয়া পাগল, দেখি ব্রজেন্দ্রকুমার তাহাকে স্থান দেন কি না।

আপনার স্নেহাভিলাষী

শ্রীমতিলাল রায়।
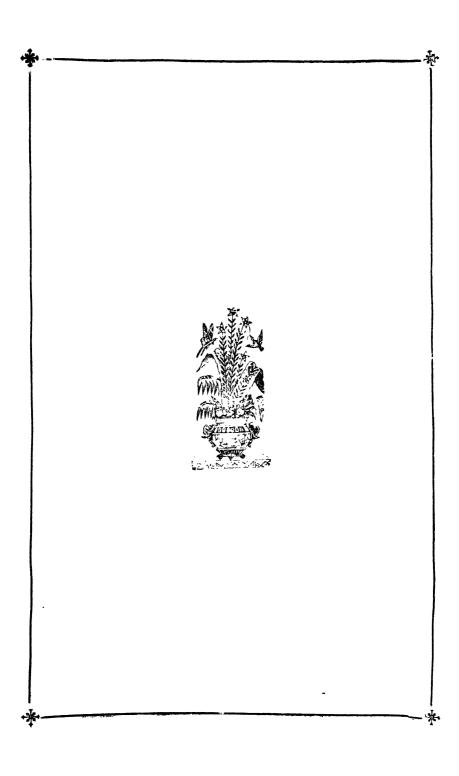
বিজ্ঞাপন।

প্রায় চারি বৎসর গত হইল এই নিমাই-সন্ন্যাস গীতাভিনয় রচনা করিয়াছি, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মুদ্রাঙ্কিত করি নাই, অধুনা বন্ধুগণের অনু-রোধে ইহা পুস্তকাকারে মুদ্রাঙ্কিত করিলাম। যদিও আমার রচনা সম্বন্ধে মধুরতা মাত্রই নাই, তথাপি চৈতন্য-চরিত্র অতি পবিত্র বলিয়াই সমাজে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি। ঔষধ সেবনে কষ্ট হইলেও তাহা ব্যাধিনাশক; আমার রচনাও তদ্রূপ নীরস ও কটু, কিন্তু ভরসা করি মহাত্মা পাঠকগণ এ অসুখ সহ্য করিয়াও চৈতন্যের লীলার বৃত্তান্ত পাঠে পরমাহ্লাদিত হইবেন। এই সাহসে সাহসিক হইয়া সমাজে এই নিমাই-সন্ন্যাস গীতাভিনয় গ্রন্থখানি প্রচারিত করিলাম।

আমি যখন কুচবেহারে মহারাজার শুভ বিবাহ উপলক্ষে গিয়াছিলাম, সেই সময়ে বৈষ্ণব-কুল-চূড়ামণি, ব্রাহ্মসমাজ-গুরু মহাত্মা ৺ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় আমার রচনা শ্রবণে বোধ হয় কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়া-ছিলেন। তিনিই কৃপাসহকারে আমাকে উপদেশ দেন যে, তুমি চৈতন্য-চরিত্র কিছু বর্ণনা কর। আমি তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া এই নিমাইসন্ন্যাস গীতাভিনয় প্রস্তুত করি। পরে তাঁহার কমলকুটীরে ইহার অভিনয় হইয়াছিল, তচ্ছ্রবণে তিনি আমার প্রতি অতিশয় স্নেহবান্ হইয়াছিলেন, ও নিয়ত আমার প্রতি তাঁহার সকরুণ দৃষ্টি ছিল।

চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য চন্দ্রোদয় নাটক, ও মহাত্মা বৈষ্ণবগণের উপদেশ অবলম্বন করিয়া এই নিমাইসন্ন্যাস রচনা করিয়াছি। এই গ্রন্থ পাঠে পাঠকগণের চিত্তে যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণেও সন্তোষের উদয় হয়, তাহা হইলেই কৃতার্থ হইব ও শ্রম সফল জ্ঞান করিব। এইক্ষণে কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি, এই নিমাই-সন্ন্যাস গ্রন্থখানি মুদ্রাঙ্কন বিষয়ে আমার পরম বন্ধু নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি, কোন কোন দিন আপন কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বেতনের ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও, এ বিষয়ে যত্ন করিয়াছিলেন। বিধু বাবুর যত্নাতিশয় দর্শনে আমি তাঁহার নিকট যার পর নাই বাধ্য হইয়াছি। আমার দ্বারা এ ঋণ পরিশোধ হইবার নয়। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি বিধু বাবুকে সর্ব্বদা নিরাপদে রাখুন্।

শ্রীমতিলাল রায়

দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

গত সংস্করণের পুস্তকে অত্যধিক ভ্রমপ্রমাদ ছিল বলিয়া আমি নিতান্ত লজ্জিত ছিলাম। বর্ত্তমান সংস্করণে তৎসমস্ত পরিহার করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্ন করা হইয়াছে। ইতি—

শ্রীমতিলাল রায়।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষগণ

নিমাই — নবদ্বীপের ৺জগন্নাথ মিশ্রের পুত্র, অপর নাম গৌরাঙ্গ।

নিত্যানন্দ … … গৌরাঙ্গের সহচর, অনন্ত দেব।

অদ্বৈত … … শান্তিপুর নিবাসী, মহাদেব।

শ্রীবাস
শ্রীধর
ব্রহ্মানন্দ
শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য
গদাধর
জগদীশ
মুকুন্দ
মুরারি গুপ্ত
… গৌরাঙ্গের সহচর বৈষ্ণবগণ।

কেশব ভারতী … … গৌরাঙ্গের সন্ন্যাস-গুরু।

জগাই
মাধাই
… … মাতাল দস্যুদ্বয়।

হরিদাস … … বৈষ্ণব, যবনকুলোদ্ভব।

বিরাগ, ক্রোধ, পাপ, তাপ, নাপিত, হর, হরি, বালকগণ, নাবিক ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

শচীমাতা … … নিমাইয়ের মাতা।

বিষ্ণুপ্রিয়া … … ঐ স্ত্রী।

তরঙ্গলতা
প্রভালতা
ঠাকুরুণ
… … নবদ্বীপ-বাসিনী।

বিজরী
মঞ্জরী
… … কাটোয়া-বাসিনী।

ভক্তি, নাবিক-পত্নী ইত্যাদি।

নিমাইসন্ন্যাস।

গীতাভিনয়।

প্রথম অঙ্ক।

বৈদ্যনাথের নিকট কানন।

গীত।

মধুর কৃষ্ণলীলা ভবে সমাধা করি।
হ'লেন নবদ্বীপে গৌর-রূপে অবতারী॥
যিনি হন জগতের আধার,
তিনি রূপ ভেবে শ্রীরাধার ;—
কি ভাব আমরি!
ধরেন রাধার শ্রী, শ্রীরাধার শ্রীহরি॥

(বিরাগের প্রবেশ)

বিরাগ। হা কৃষ্ণ! হা চৈতন্যচন্দ্র! হা মীনকূর্ম্মাদি দশরূপধারিন্ নারায়ণ! তুমি কোথায়? কাল কলির ভয়ে তুমিও কি অন্তর্হিত! নিস্তারকারিন্! দাসকে স্থান দেও, কলির জ্বালায় বড় জ্ব'ল্‌ছি, তিলমাত্র স্থান নাই যে, এ হতভাগ্য বিরাগ সেইখানে দাঁড়িয়ে ক্ষণকালের জন্য সুস্থ হয়; যেখানে যাই, সেইখানেই দুরাত্মা কলির অধিকার। পাপাশয় না ক'র্‌লে কি! গ্রাম্য দেবতাগণকে তাড়ালে, সাধুগণকে স্থানভ্রষ্ট ক'রে জীবের দর্শনপথের অন্তরে রাখ্‌লে! পতিতপাবনী

সুরধুনীকেও জড়সড় করিয়েছে, শুন্‌ছি তিনিও কিছুদিন পরে অন্তঃসলিলারূপে গমন ক'র্‌বেন। পাপাত্মার কি ক্ষমতা! কোন কোন পুরুষকে এরূপ দুরাচারী ক'রেছে যে, পত্নীকে মাথায় ক'রে মাতাকে প্রহার ক'র্‌ছে; কোন কোন মাতাকেও এমন কুপ্রবৃত্তি দিয়েছে যে, শিশু সন্তানের মায়া পরিত্যাগ ক'রে পর পুরুষকে ভজনা ক'র্‌ছে। আমি দেখ্‌ছি, পাণ্ডব-কুলরত্ন পরীক্ষিৎ কলিকে শাসন ক'রে ব'লেছিলেন যে, তোমার বাসস্থান বেশ্যালয়, অক্ষক্রীড়ার স্থান, শুণ্ডিকালয়, যেখানে কলহ, মিথ্যা কথা, সেই সকল স্থানে হবে; কিন্তু কলির প্রভাবে সকল স্থানই সেইরূপ হ'য়ে উঠেছে। প্রায় সকলেই স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে পরধর্ম্মাবলম্বী; যদি কেহ সন্ধ্যা কি গায়ত্রী দশবার জপ ক'র্‌লে, অমনি একজন তাকে ব্যঙ্গ ক'রে ব'ল্লে, ভণ্ড বেটার কাণ্ড দেখ! কেহ যদি হরিগুণ গান ক'র্‌লে, একজন ব'ল্লেন, বৈরাগী বেটাদের জ্বালায় কাণ ঝালা পালা হ'লো; কেহ ধ্যানস্থ হ'য়ে ঈশ্বরকে চিন্তা ক'র্‌ছে দেখে জনৈক কলির প্রিয়পাত্র ব'ল্লেন, কি সাধু! হয় ত কার ধন হরণ ক'র্‌বো, কার গলায় ছুরী দেব, অমুক বেটা মরুক, ওর বিষয়টী আমার হস্তগত হউক, এই ভাব্‌ছেন! কার্য্যে উৎসাহ না দিয়া ব্যঙ্গ ক'র্‌লেই কর্ম্মীর নিরুৎসাহ হয়, কাজে কাজেই সকলে সৎপথ বর্জ্জিত হ'লো। হে দীননাথ হরি! তবে আমার উপায় কি হবে, আমি কোথায় যাব? পূর্ব্বে যাঁকে যাঁকে আশ্রয় ক'রেছি, তাঁরা তোমার অভয় চরণে স্থান পেয়েছেন; আবার আমাকে পরাশ্রয় ক'র্‌তে হ'য়েছে; কিন্তু এখন যে এ বিরাগকে আর কেহ স্থান দেয় না, এখন আর ত সেরূপ বৈরাগী নাই; যার কাছে যাই, সে ক্ষণেক মাত্র আমাকে স্থান দিতেই কাতর। কেহ যদি স্থান দিতেও চায়, তার বন্ধু বান্ধবেরা এসে, যে কোন রূপে হউক আমাকে দূর কর্‌বার চেষ্টা করে। হায়! আমার সে অটল বাসস্থান শুকদেব, নারদাদি মহাত্মারাই বা কোথায় গেলেন? কৈ তেমন বৈরাগী ত আর দেখ্‌তে পাইনে।

গীত।

কই তেমন বৈরাগী, কৃষ্ণ প্রেমানুরাগী,
হরিনাম সুধাভাগী,—
বলে হরি হরি-পদ লাগি হরিবাসরে জাগি।
বিশ্ব মাঝে পাপ বই পুণ্য, দৃশ্য আর কই হয় অন্য,
ভীষ্ম আদি দেবশূন্য, নিঃস্ব ভারত নাস্তিক পূর্ণ,
শিষ্য হন গুরুত্যাগী, মতি তায় বিষম দাগী॥

বিরাগ। হায়! দ্বারকাধাম হ'তে গুণধাম রামকৃষ্ণ যখন অন্তর্ধান ক'র্‌লেন, দুরাচারী কলি তখনি সমস্ত অধিকার ক'র্‌লে। দুষ্টের শাসনে আমার পিতা ধর্ম্ম, মাতা দয়া, ভ্রাতা শম দম, বন্ধু সত্য শৌচ, ভগ্নী শান্তি ক্ষান্তি, জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভক্তি, সকলেই আমাকে পরিত্যাগ ক'রে দেশান্তরী হ'য়েছেন, কি পাপমতি কলিই তাদের নাশ ক'রেছে, কি হ'লো, কেমন ক'রে জান্‌বো। অন্বেষণ ক'র্‌তেও ত ক্রটী করি নাই; ব্রাহ্মণগৃহে গেলাম, ভাব্‌লাম আমার বন্ধুবর্গ এইখানেই আছেন, দেখ্‌লাম আর সে কালের মত ব্রাহ্মণ নাই, যজ্ঞসূত্র আছে মাত্র, কিন্তু তাদের যোগ্য সূত্র সে নয়, এক্ষণে সে দ্বিজগণের গল-দেশে, অন্যরূপ সূত্রই উপযুক্ত; আর ত্রি-সন্ধ্যা করা নাই, গায়ত্রী জপ নাই, মল-মূত্র ত্যাগের পর শৌচ-কার্য্য নাই, দান-গ্রহণে বিচার রহিত, তাম্র তুলসী গঙ্গা-জল স্পর্শ ক'রেও মিথ্যা কথা ব'ল্‌তে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নন। এরূপ কদাচারী ব্রাহ্মণ-নিকটে কি শমদমাদি বাস করেন? সেখানে হতাশ্বাস হ'য়ে অন্য স্থানে অন্বেষণার্থ গমন ক'চ্ছি, পথিমধ্যে এক সরোবরেব প্রস্তর-নির্ম্মিত সোপানে উপস্থিত হ'য়ে দেখ্‌লাম, একটী সন্ন্যাসী নয়ন মুদিত ক'রে আছেন, বোধ হ'লো যেন সেই নিত্য-নিরঞ্জন নিখিল-ভয়-ভঞ্জন পরম-কারুণিক পরমেশ্বরকেই ভাবনা ক'র্‌ছেন; দেখে আমার আনন্দ রাখ্‌বার

স্থান থাক্‌লো না। এইখানে নিশ্চয়ই আমার পরিবারবর্গের সমাচার পাব ব'লে, মনের আনন্দে অপেক্ষা ক'রে আছি, হঠাৎ তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হ'লো, ভাব্‌লাম এ আবার কি রঙ্গ, যার অঙ্গ স্পন্দন রহিত, তার এ ভাব হ'লো কেন! পরে দেখি, একটি রমণী জল গ্রহণার্থ সরোবরে আগমন ক'র্‌ছে, তার পদাভরণের ধ্বনিতে তাঁর ধ্যান ভঙ্গ হ'য়েছে। যতক্ষণ সে যুবতী সরোবরে ছিল, ততক্ষণ কোথায় বা তাঁর ধ্যান, কোথায় বা জ্ঞান, একেবারে নিমেষ শূন্য লোচনে তার প্রতি দৃষ্টি-পাত! সে সময়ে তাঁকে দেখ্‌লে, তিনি কুম্ভকারের দ্বারা মৃত্তিকায় গঠিত ব্যতীত ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ ব'লে কেহ বুঝিতে পার্‌তেন না। সেই হাব-ভাবময়ী লাবণ্যবতী মন্থর-গতিতে যখন জল-গ্রহণ ক'রে যায়, তখনি তার গতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বদনটি ফির্‌তে লাগ্‌লো, অদর্শনের পর, একটি প্রমত্ত হস্তীর ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে আবার ধ্যানে ব'স্‌লেন। আমি তাঁর ভণ্ডামি দেখে ভাব্‌লাম, না—আর কলির অধিকার ছাড়া স্থান নাই, আমার সুহৃদ্‌গণও আর ধরা-ধামে নাই। তবে আমিই আর থাকি কেন? বুঝ্‌লাম আমার প্রতি বিধাতার বড় ক্রোধ; যখন নারদাদি ঋষিকে সৃষ্টি ক'র্‌লেন, তাঁরা কেহই সংসারাশ্রম ক'রলেন না, বিরাগকে ল'য়ে ঊর্দ্ধরেতা হ'লেন; পরে যত সৃষ্টি করেন, নারদের উপদেশে কেহ আর সংসারী হয় না, এই সব দেখে যাতে আমার আধিপত্য যায়, সেই চেষ্টাই অধিক হ'লো। পরে প্রকৃতির দ্বারা সৃষ্ট জীবকে মায়ায় বদ্ধ ক'রে সৃষ্টি বৃদ্ধি ক'র্‌তে লাগ্‌লেন; তাতেও যা হ'ক্ বয়োধিক হ'লেই আশ্র-মানুসারে আমাকে আশ্রয় দিত। প্রথমে গার্হস্থ্য, পরে বানপ্রস্থ, তৎ-পরে সন্ন্যাসাশ্রম ক'রে আমাকে আশ্রয় দিত। এইরূপে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর গেল, কাল কলিতে কি একেবারে আমার দর্প চূর্ণ হ'লো! দর্পহারিন্! আপনার কাছে আমি কি দর্প ক'রেছি যে, এত নির্দ্দয়? যে আমাকে আশ্রয় করে, সেই আপনার শ্রীচরণ লাভ ক'রে বৈকুণ্ঠে বাস করে ব'লেই কি বিরক্ত হ'য়েছেন? ভক্তের জন্য আপ-

নাকে কষ্ট পেতে হয়, সেই জন্যই কি আমার প্রতি এত ক্রোধ? দীননাথ! বিরাগ-স্থানদাতা বৈরাগিগণ ত শেষে কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগী হ'য়েই আপনাকে বাধ্য করে, তবে আর বিরাগের দোষ কি? আমার ইচ্ছা, বৈরাগীর সঙ্গে আপনার শ্রীচরণ লাভ করি; কিন্তু বিরাগের এমন দুরদৃষ্ট, আপনার কৃপা-লাভের পূর্ব্বেই বৈরাগী হরি-প্রেমানুরাগী হ'য়ে প'ড়ে আমাকে ত্যাগ করে, আমাকে আবার পরাশ্রয় ল'তে হয়। যদি বলেন, আমি পথ দেখিয়ে দিই;—তা আমি একা পথ-প্রদর্শক কিরূপে? কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগ প্রথমেও আছেন, পরেও আছেন। কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগ না হ'লে ত কারও দেহে বিরাগ স্থান পায় না। বৈরাগিগণ যেমন আমাকে শেষকালে ত্যাগ করেন, তেমনি আমারও ইচ্ছা, যদি আবার কখন অবতার গ্রহণ ক'রে ভূতলে অবতীর্ণ হও, কি হ'য়ে থাক, তা হ'লে তোমাকেই আশ্রয় ক'রে দেখ্‌বো, তুমি আবার কার প্রেমানুরাগী হ'য়ে বিরাগকে ত্যাগ কর। হরি হে! দাসের এই বাসনাটি পূর্ণ ক'র্ত্তে হবে।

গীত।

এবার বাসনা পূরাও আমার বাঞ্ছা-কল্প-তরু হরি।
এবার যে দেহ ধরিবে সেই দেহ আশ্রয় করি॥
বিরাগ যারে করে ধারণ, সেই ত পায় হরির চরণ,
এইবার দেখিব হরি কার চরণ করেন শরণ;—
হরিকে হরি বলায়ে কাঁদাব অষ্ট প্রহরি॥

বিরাগ! আমি প্রার্থনা ক'র্‌লেই কি ভগবান্ শুন্‌বেন? কখনই নয়; তা হ'লে আর মুনি-ঋষিগণ অনিদ্রায় অনাহারে হরিবোল হরিবোল ব'লে কেঁদে ম'র্‌তেন না। এখনি যেন সে মধুর হরিনাম আর শুন্‌তে পাইনে, সত্য-ত্রেতায় ত ক্ষণকালের জন্যও হরিনাম গ্রহণে কেহ বিরত হ'ত না। তাদেরি যখন সহজে কৃপা করেন নাই, তখন আমি

অকৃতি পামর, আমার বাসনা পূর্ণ হবে কেন? তবে এক কথা—পামর ব'লেই কতক সাহস হ'চ্ছে যে, শীঘ্রই সেই শ্রীহরির শ্রীচরণ-যুগলে স্থান পাব; কেননা দুর্বৃত্তি রত্নাকর স্বপ্নেও একবার ভগবানকে ভাবেনি, দয়াল প্রভু তাকে কৃপা ক'রলেন। অজামিল মৃত্যুকালে আপন পুত্র নারায়ণকে স্মরণ ক'রেছিল, হরি তাকে অভয়পদ দান ক'রলেন। আমি কেন পাব না? অবশ্যই পাব। হরিনামের মহিমা কি একেবারেই লোপ হবে? কলির আধিপত্য হ'য়েছে ব'লে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব লোপ হ'য়েছে বটে, তাই ব'লে কি হরিনাম ডুব্‌বে? কখনই না। আজও ত সূর্য্যের বীর্য্য আছে, চন্দ্র ত সুধাদানে কাতর হন নাই, হরিনাম ক'র্‌লেই যে চিত্তের একটু প্রফুল্লতা জন্মে, তা ত যায় নাই। দেখি হরিই কি করেন। পাপাত্মা কলিকে শাস্তি দিতে পারি কি না দেখি, আমারও প্রতিজ্ঞা, কলির দর্প চূর্ণ ক'র্ব্বোই ক'র্ব।

(কলির দূত ক্রোধের প্রবেশ)

ক্রোধ। কে রে! কোন্ দুষ্ট, কোন্ পাপিষ্ঠ, রাজার অনিষ্ট প্রার্থনা ক'র্‌ছে? এমন বীর্য্যশালী কে যে, রাজ্যমধ্যে থেকে পূজ্যপাদ শ্রীশ্রী মহারাজ কলিদেবের দর্প চূর্ণ ক'র্‌তে সাহসিক হয়? নাগ-পুরে বাস ক'রে ভেকের নাগ-নাশে বাসনা! রাজবিদ্রোহী হ'লে দণ্ড কি, তা কি সে জানে না? রাজবিদ্রোহী হওয়া দূরে থাক্, রাজবিদ্রোহাচরণের কথা যে বলে, তার প্রতি কি বিধি, তা কি সে শোনে নাই? কই সে পাপমতি কোথায় গেল, দর্শন মাত্রেই তার মুণ্ডপাত ক'র্‌বো। মহাদেবের দর্শন মাত্রেই যেমন মদন ভস্ম হ'য়েছিল, আমার দর্শন মাত্রেই সে পাপাত্মাকে তদ্রূপ গতি লাভ ক'র্‌তে হবে। এত বড় স্পর্দ্ধা, প্রজা হ'য়ে রাজার অহিতাকাঙ্ক্ষা! পিপীলিকা পক্ষ দ্বারা পবনের গতিরোধ ক'র্‌বে! তার কি প্রাণের আশঙ্কা নাই? (বিরাগের প্রতি দৃষ্টি) ঐ যে শুষ্ক মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এই কি সেই দুরাচার? তা ও ব্যতীত এখানে আর কে আছে; এই বটে। (বিরাগের প্রতি)

রে দুরাচারী, কপট সাধু-বেশধারী পামর! তুই কি মহারাজ কলির দর্প চূর্ণ ক'র্‌তে অগ্রসর হ'য়েছিস্? তোর কি দেহের প্রতি মমতা নাই? কিসে এত সহস হ'লো? এখনি তোর নিধন সাধন ক'র্ব্বো। রাজার প্রতি অত্যাচার-বাসনা!

বিরাগ। ভাই! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, এত উগ্র-ভাবে না ব'লে, নম্রভাবে ব'ল্লে কি কথা বলা হয় না? ক্ষুধার সময় তাড়াতাড়ি ভক্ষণ ক'রে উদর পূর্ণ না ক'রে ধীরে ধীরে ভোজনই ত ভাল; তাড়াতাড়িতেই ক্ষুধা নষ্ট হয়, আর সুস্থভাবে কি হয় না? বরং ধীরে ধীরে ভোজনই প্রসিদ্ধ। আমাকে ধ্বংস ক'র্‌তে ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, ক'র্‌তে পার; কিন্তু আমাকে ধ্বংস কর্‌বার অগ্রেই যে আপনার বল, বিক্রম, বুদ্ধি, ধৈর্য্যকে ধ্বংস ক'রে ক্লান্ত হ'চ্ছো। আমি মনোদুঃখে ভ্রমণ ক'চ্ছি। তুমি কে, এই বিজন স্থানে একাকী ভ্রমণ ক'চ্ছো? আমাকে নষ্ট কর্‌বার পূর্ব্বে যদি তোমার পরিচয় দেও, তা হ'লে বড় আনন্দিত হই।

ক্রোধ। কি! আমার পরিচয় তুই জানিস্‌নে? আমাকে না চেনে এমন লোক কে আছে? দেহী মাত্রই আমার শাসনাধীন। আমার নাম ক্রোধ, এখন আমি কলি রাজার দূত। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর যুগত্রয় গত হ'য়েছে, তখনও আমার অধিকার ছিল, এখনও আছে। এখন কলির রাজ্য, বেশ ভেবে দেখ্‌লে আমাদেরি রাজ্য, আমরা যা ক'র্‌বো রাজার তাই গ্রাহ্য। আমরা যে ছয়জন কামক্রোধাদি কলিদেবের দাস আছি, আমাদের অসাধ্য কিছুই নাই। কলিরাজের পাত্রও আমরা, মিত্রও আমরা, রক্ষকও আমরা। আমাদের প্রতি তাঁর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, আমরাও তেমনি তাঁর নেমকের চাকর। আমরা যাঁর চাকর, তাঁকে শাসন করে, এমন বীর কে ভূমণ্ডলে স্থান পেয়েছে? মানবের কথা দূরে থাক, দেব-দানব পর্য্যন্ত আমাদের অধীন। আমরা ভিন্ন স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে আর কার অধিকার? আমাদের ছয় জনার হাত ছাড়া হবে এমন কে আছে? তুই ভাব্‌ছিস্, এখানে এসে একা একা ব'কৃছি,

কেহ শুনতে পাবে না। এদিকে আমরা যে সর্ব্বব্যাপী, দেহী মাত্রেরই নিকটে আছি, পথ পেলেই দেহে প্রবেশ ক'র্‌তে ছাড়িনে। রে দুষ্ট! তোকে দেখে আমি আর স্থির হ'তে পাচ্ছিনে। হস্ত ক্রমেই চঞ্চল ও প্রসারিত হ'চ্ছে, কোষস্থিত অসির শোণিত-পিপাসা বৃদ্ধি হ'চ্ছে। শীঘ্র তোর পরিচয় দে! কে তুই?

বিরাগ। আর আমার পরিচয় নিয়ে তোমার কাজ কি? আমাকে যদি তোমার অপরাধী ব'লেই বোধ হ'য়ে থাকে, যা ইচ্ছা তাই কর। রজনী-যোগে গৃহস্থগণ দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হ'লে শত্রুকে নাশ ক'র্ত্তেই চেষ্টা করে; বিনাশের সুযোগ পেলে গৃহস্থ কি পরিচয় গ্রহণ ক'রে সে শত্রুকে নষ্ট করে? অপরিচিত আর পরিচিত শত্রু বধের কি কোন তারতম্য আছে? থাকে ত বল, পরিচয় দিচ্ছি।

ক্রোধ। নাই? তারতম্য নাই! অবশ্য আছে। এমন অনেক অপরিচিত শত্রু আছে যে, গোপনভাবে এসে স্বকার্য্য সাধন করে। পুর্ব্বে তার পরিচয় পেয়ে চিন্তে পার্‌লে কোন উপকার নাই? অবশ্য আছে। তাকে ধ্বংস ক'র্‌লে কি মনে কোন সন্দেহ থাকে? গৃহীতে যদি গৃহমধ্যে কোন ছিদ্র দেখে, সেই ছিদ্র-পথ রোধ ক'র্‌লেই ত সন্দেহ যায়। কিন্তু যদি তাতে সর্পের পরিচয় পায়, সেই সর্প ধারণ ক'রে নষ্ট ক'র্‌লে কি অধিক আনন্দ লাভ হয় না? তা হয়? শীঘ্র তোর পরিচয় দে, তোকে ধরাশায়ী ক'রে, পরে আমাদের সেই সসাগরা ধরার অধিপতি কলিরাজকে ব'ল্‌বো, মহারাজ! আপনার অমুক শত্রুকে নষ্ট ক'রেছি!

বিরাগ। ওহে ক্রোধ মহাশয়! আমার নাম বিরাগ, আর কি পরিচয় দেব, পার তো বুঝে নেও।

ক্রোধ। কি! তুই আমাদের চিরশত্রু বিরাগ? পাপাত্ম! এখনও জীবিত আছিস্? আমি ভেবেছিলাম, মহারাজ তোদের ধ্বংস ক'রেছেন। কলির অধিকার মধ্যে এখনও তোদের স্থান? কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! দুষ্ট! তুই চিরকালই আমাকে হত ক'র্‌তে চেষ্টা ক'রেছিস্, আজ দেখ্‌বো কার কত বলবীর্য্য, আর কার হস্তে কার পতন হয়। পেয়েছি পেয়েছি,

অনেক দিনের পর ভ্রষ্টাচার বিরাগকে পেয়েছি। আমার যা একটু শঙ্কা ছিল, আজ তা গেল। আয় দুরাচার! এই মুষ্ট্যাঘাতে তোর নিধন সাধন ক'র্‌বো। জগতের সকলেই জেনেছে, বলেও সকলে, বিরাগ এলেই রাগ নষ্ট হয়; আজ তারাই দেখুক, রাগ হ'তে বিরাগ নষ্ট হয় কি না।

গীত।

সময় পেয়ে বার বার ক'রেছিস্ বড় জ্বালাতন।
এই মুষ্ট্যাঘাতে তোর এখনি হবে রে পতন॥
জানে লোকে দেখে চোখে জলে নেবে আগুন,
কিন্তু আবার বাজের আগুন জলে জ্বলে দ্বিগুণ,
সবলের কাছে কি রে, খাটে রে দুর্ব্বলের গুণ,
এখন তোরে রাখুক দেখি, শুক সনক সনাতন॥

বিরাগ। হে গোবিন্দ! গোপাল! গোপীনাথ! এ আবার তোমার কেমন ইচ্ছা! সত্য সত্যই কি ক্রোধ কর্ত্তৃক বিরাগ নষ্ট হবে? তা হবারি সম্ভব। আমি জানি চিরকাল কারু জয় রাখ না, অন্যে পরে কা কথা, তুমিই বামনরূপে বলিকে ছলনা ক'রে তার সর্ব্বস্ব গ্রহণ, পরে বন্ধন ক'র্‌লে, আবার তারই দ্বারে বদ্ধ হ'লে। রামাবতারে রাবণ বধ ক'রে জগতে যশ বিস্তার ক'র্‌লে, আবার লবকুশের কাছে পরাস্ত হ'লে। যখন আপনা আপনিই জয় পরাজয় স্বীকার ক'রেছ, তখন অন্যে পরে কা কথা। বুঝ্‌লাম সত্য ত্রেতা দ্বাপরাদিতে আমার জয় হ'য়েছে, এখন ক্রোধেরই জয়। হরি হে! নইলে ক্রোধ কর্ত্তৃক আমাকে বিনষ্ট হ'তে হবে কেন? তোমার নাম যেখানে হয়, সেখানে ক্রোধের আগমন, এই দুঃখেই ম'লেম। কলি তোমার নামের মাহাত্ম্য পর্য্যন্ত নষ্ট ক'রেছে!

ক্রোধ। ওরে ও পামরাধম বিরাগ! আর তোর নিস্তার নাই। যে সত্য ত্রেতায় তোর বিশেষ আধিপত্য ছিল, সে সময়েও আমি বলবীর্য্য প্রকাশ ক'রেছি। শুম্ভ দ্বারা শম্ভুদারা তারাকে দুর্ব্বাক্য ব'লিয়েছি, রাবণ কর্ত্তৃক সীতাহরণ, ও বিভীষণকে পদাঘাত, যম কর্ত্তৃক ছায়াকে পদাঘাত, অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক পঞ্চপাণ্ডবের পঞ্চপুত্রকে ছেদন ক'রিয়েছি; এখন তো যা মনে ক'র্‌ছি তাই ক'র্‌ছি, পুত্র দ্বারা পিতা মাতাকে প্রহার, শিষ্য দ্বারা গুরুকে কটুবাক্য প্রয়োগ, শূদ্রের দ্বারা ব্রাহ্মণের অপমান, ভার্য্যার দ্বারা পতিকে পদাঘাত, এসব তো কথায় কথায় করাচ্ছি; পরস্পর বিবাদ ঘটিয়ে যবনের দ্বারা একজনের পরিবারের সতীত্ব নষ্ট, আর একজনের পরিবারকে চামার দ্বারা নষ্ট করাচ্ছি, আমার অসাধ্য আর কি আছে? আগে তোর কাছে যেতে আমার বোধ হ'তো যেন অগ্নিকুণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে আছি, যত নিকটবর্ত্তী হ'তেম, ততই যেন পুড়ে ম'লেম বোধ হ'তো; এখন ঐ তুই, এই আমি, কৈ সে তাপ আর নাই। এখন আমার এমন বোধ হ'চ্ছে, আমাকেই তোর অগ্নিকুণ্ড ব'লে বোধ হ'চ্ছে, এখনও যে কেন দগ্ধ হ'চ্ছিস্‌নে সেই আশ্চর্য্য! আর দেরি নাই, আমার শৌর্য্য-বীর্য্যরূপ হুতাশনে ভস্মই হ, আর মুষ্ট্যাঘাতে ধুলিই হ, দুয়ের একখান করি দেখ্। মনের সাধে শাক্ত বামাচারিগণ যেমন জয় মা তারা ব'লে ছাগের গলদেশে অসির আঘাত করে, আমি তেমনি জয় মহারাজ কলির জয় ব'লে তোকে বধ ক'র্‌বো। আয় দুরাত্মা! শক্তি থাকে যুদ্ধ দে, নয় বাঘের মুখে ঘোড়ায় যেমন গলা বাড়িয়ে দেয়, তেমনি আমার অস্ত্রের কাছে শির সঁপে দে।

বিরাগ। আমাকে আর আয় আয় ব'ল্‌ছো কেন? বধ কর্‌বার ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, আমি উপস্থিত, কার্য্য সমাধা কর। আমি এক্ষণে অস্ত্রহীন, যে অস্ত্র ছিল—ব্যবহার নাই, কাজে কাজেই তাতে মলা ধ'রেছে, ধার নাই।

ক্রোধ। নিরস্ত্র ব'লেই নিরস্ত হ'লি কেন? এখন তোর সেই হরিকে ডাক্‌না, সে রক্ষা করুক্। ব'ল্‌তিস্ নয় যে, সে সকল স্থানেই আছে? এখন কোথায় গেল, ডাক্, ক্রোধের দর্প দেখে যাক্।

বিরাগ। কি পাপাশয়! তুই এমন কথা বলিস্? আমার দয়ার জলধি হরি কোথাও নাই? তিনি জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সকল স্থানেই সমভাবে বিরাজ ক'র্‌ছেন, তাঁকে ডাক্‌লে, তিনি কি আমাকে এ বিপদে রক্ষা ক'র্‌বেন না? (নয়ন মুদিত করিয়া করযোড়ে) হে দয়াময় হরি! তবে কি ক্রোধের হাতে নিশ্চয়ই আমার প্রাণ যাবে? শুনেছি বিপৎকালে তোমার মধুসূদন নাম স্মরণ ক'রলে সে সকল বিপদ হ'তে নিস্তার পায়। আমার আর অন্য কিছু সম্বল নাই, কেবল নামমাত্র ভরসা। দেখো তোমার মধুসূদন নামে যেন কলঙ্ক না হয়,—শ্রীমধুসূদন, শ্রীমধুসূদন!

ক্রোধ। (ভাবভঙ্গী প্রকাশে স্বগত) একি? হঠাৎ আগুনের ঝলসা মত লেগে গাটা জ্ব'লে যাচ্ছে কেন? বিরাগের এখনও কি সে তেজ আছে? না আর ত থাকা যায় না, পুড়ে ম'লেম যে! (গাত্রে থাবা দেওয়া) আরে ম'লো! (পুনঃ অগ্নিনির্ব্বাণের ভাব প্রকাশ) আরে গেল, আগুন দেখিনে অথচ পুড়ে যাচ্ছে, (লম্ফ দেওয়া) আউ, ও বাবা! ও বাবা পুড়ে গেল—পুড়ে গেল! (কম্প) হ-ই-ই প'ল্লেম প'ল্লেম (পতন)।

বিরাগ। জয় হরির জয়! জয় মৃত্যুঞ্জয়ারাধ্য জগদীশের জয়! জয় দুর্জ্জয় রিপু-কুল-নিসূদনের জয়! কে বলে হরিনামের মাহাত্ম্য নাই? ব্রহ্মার বাক্য কি মিথ্যা হবে? শিববাক্য কি স্বপ্নের কথা হবে? বল রসনে! হরি বল, আর ভয় কি, পাপই আসুক, তাপই আসুক, দ্বেষ, ক্লেশ, কাম, ক্রোধ, কলি—যেই আসুক, হরিনাম-রূপ অমোঘাস্ত্রেই সকলেরই পতন হবে। চিত্ত! ভয় নাই, শত্রুর জয় নাই, আমার বন্ধু বান্ধবাদি সকলেই জীবিত আছেন সন্দেহ নাই। কালে তাঁহাদের সঙ্গে তোমার দেখা হবেই হবে, অন্বেষণ কর; কখনই বিফল-মনোরথ হবে না। সেই দীন-দয়াল প্রভু যেমন আমাকে এ দায় হ'তে উদ্ধার ক'র্‌লেন, তেমনি আমার সেই জীবন-দোসর শম, দম, সত্য, শৌচাদিকেও স্থান দিয়েছেন। এই ত ক্রোধের পতন হ'লো। পৃথিবী যদিও কলির

জন্য পাপ-ভারাক্রান্তা হ'য়েছেন, তথাপি কি তিনি সাধুকে স্থান দিতে কাতর? পতিতপাবনী-গঙ্গা-নীর কলিতে মলযুক্ত হ'য়েছেন বটে, তা ব'লে কি তিনি পাপ ধ্বংস ক'ত্তে অক্ষম? তা কখনই নয়। হরি বল, হরি বলাও, পার ত দুর্বৃত্তকেও হরি বলাও, আবার সেই সুখ, সেই সত্যের সুখ পাবে। পাষণ্ড দলন ক'র্‌তে হরি বই আর কেউ নাই। আহা! এখন যদি আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু-বান্ধবাদি সেই দয়া, ধর্ম্ম, শম, দম, শান্তি, ক্ষান্তি, ভক্তি, সত্য, শৌচাদির সঙ্গে দেখা হ'তো, তা হ'লে সকলে মিলে হরিগুণ গান ক'রে মনের আনন্দে নৃত্য ক'র্‌তেম। তাঁরা কোথায়? আমি যেমন একাকী স্থানে স্থানে ভ্রমণ ক'চ্ছি, তাঁরাও বোধ হয় এইরূপ নিরাশ্রয়ে একা একা স্থানে স্থানে ভ্রমণ ক'চ্ছেন। কলির আদেশে কি তাঁরা দুর্বৃত্ত দূত কর্ত্তৃক যাতনা পাচ্ছেন, আর কেঁদে কেঁদে হরিবোল হরিবোল ব'ল্‌ছেন? হরি হে! আর কি তাঁদের সঙ্গে আমার দেখা হবে না? কাকে কোথায় কি ভাবে রেখেছ বল? যদি তাঁরা নষ্ট না হ'য়ে থাকেন, তবে এ হতভাগ্য বিরাগকেও সেই পথের পথিক কর।

আকাশবাণী।

নষ্ট হয় নাই, আছে! আছে!! আছে!!!

বিরাগ। ও কি, কে ব'ল্লে "নষ্ট হয় নাই, আছে আছে আছে"? হরি! কাকে দিয়ে বলাচ্ছ "নষ্ট হয় নাই, আছে আছে"? যদি কৃপা ক'রে এ সমাচার দিলে, কৃপাময়! তাঁরা কোথায় আছেন বল, অনেক দিনের পর তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে নয়ন মনকে সুস্থ করি।

আকাশবাণী।

হরিসঙ্গে নবদ্বীপে।

কি! হরিসঙ্গে? কেবল তাঁরা নন—হরি সঙ্গে! ধন্য তাঁরা! প্রভুর নিকটে থাক্‌বো, আর দাসের ভয় কি? যাই তবে নবদ্বীপে যাই, আকাশবাণী কখন মিথ্যা হবে না। শুনেছি, গৌড়রাজ্য-মধ্যে

ভাগীরথীর কূলবর্ত্তী সেই শ্রীধাম নবদ্বীপ। যাই দেখিগে, এবারই বা ভগবান্ কি ভাবে লীলা খেলা ক'র্‌ছেন। পদ! সচল হও, চল নবদ্বীপে চল। মন! আর ব্যাকুল কেন, চল অকূল ভবার্ণবের কাণ্ডারীকে দেখিগে, তাঁর খেয়া বন্ধ নাই, পার হবে ত নবদ্বীপে চল। নয়ন! আর অশ্রু-বারি বিসর্জ্জন কেন? নবদ্বীপে যাবার পথ দেখ, কলির অধিকার জন্য সব অন্ধকার, কেবল নবদ্বীপ মাঝে নবদীপ জ্ব'ল্‌ছে, সেইখানেই সব দেখ্‌তে পাবে। এক্ষণে আকাশবাণীর উপদেশরূপ পথ লক্ষ্য ক'রে চল, আর অন্ধবৎ থাক্‌তে হবে না। মন! আর বিলম্ব কেন? তুমি একা অগ্রসর হও, আমি একাগ্রচিত্তের সঙ্গে নবদ্বীপে যাই। মন রে! তোমার সঙ্গী আমি, আমার সঙ্গী তুমি, আর যদি নির্ব্বিঘ্নে নবদ্বীপে যেতে পার, আর একটী সঙ্গী পাবে।

গীত।

রঙ্গে চল মন নবদ্বীপ ধামে।
হেরিতে গৌরচন্দ্র গুণধামে॥
বিফল অন্যালাপ, কেবল প্রলাপ, মজ মন হরিনামে।
বল জয় গৌরাঙ্গ, সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গ, ঘুচিবে আতঙ্ক রে,
সদা করিবে সুসঙ্গ, প্রেম-তরঙ্গ মাঝারে ভাসিবি রে,
জুড়াইবে অঙ্গ, ঘুচিল বৈরঙ্গ, মতি জয়ী কলির সংগ্রামে॥

বিরাগ। শ্রীহরি, শ্রীহরি, শ্রীহরি, চৈতন্য দেব! হে বাসুদেব! হে দেবদেব! বিরাগের বাসনা পূর্ণ কর, যেন শ্রীধাম নবদ্বীপে যেতে পথে কোন ব্যাঘাত না হয়। হে ভাগবতগণ হে হরিভক্ত বৈষ্ণবগণ! এ দাস আপনাদের শ্রীচরণ বন্দনা ক'রে প্রার্থনা ক'র্‌ছে, যেন নিরাপদে নবদ্বীপ গিয়ে তোমাদের নবদ্বীপ চাঁদের পদে স্থান পায়। লোকে বলে সম্বল ছাড়া পথ চ'ল্‌বে না. তা বিরাগের আর সম্বলের সম্ভাবনা কি? সম্বল কি ছিল না, বেশ ছিল; বিরাগ যাকে আশ্রয় ক'রেছিল,

সেই বৈরাগীর চরণ স্মরণ; এখন ত আশ্রয়ের স্থান নাই, তবে হরি-কৃপা যদি সম্বল হয়। তা যখন আকাশবাণী হ'য়েছে, তখন তাঁর কৃপা না হবে কেন? সর্ব্ববৈষ্ণবগণের চরণে প্রণাম ক'রে আমি নবদ্বীপে চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

(দ্রুতবেগে পাপের প্রবেশ)

পাপ। কৈ কৈ, কোন্ দিকে গেল? এখনি যে কার কথা শুন্‌ছিলাম, কোথা গেল? আমি জানি ক্রোধ মহাশয় এই দিকে এসেছেন। তাঁর ত কোন সন্ধান পাচ্চিনে, কোথায় গেলেন? তিনি ত লুকিয়ে থাক্‌বার লোক নন; পলাণ্ডু যেমন উদরস্থ হ'লেও লুকিয়ে থাক্‌বার নন, লোককূপ হ'তে গন্ধ বিস্তার দ্বারা প্রকাশ পান, শুষ্ক মৎস্য যেমন বস্ত্রের দ্বারা আবদ্ধ ক'রে লয়ে গেলেও গন্ধে চারিদিক আমোদিত করে, তেমনি ক্রোধ মহাশয় কারু দেহমধ্যে থাক্‌লেও হাবভাব দ্বারাও প্রকাশ পান। (মৃত্তিকার দিকে দৃষ্টি) এ কি—এ কি! ভূতলে পতিত কে? আমাদের মহারাজের প্রধান সেনাপতি সেই ক্রোধ মহাশয়ই নন্? তিনিই ত বটে! এ ভাব কেন? এ কি নিদ্রিত না কি? না—ইনি ত কখন ঘুমান্ না; এক জায়গায় না এক জায়গায় শাসন ক'চ্ছেন। তবে কি মৃত দেহ, তাই ত বোধ হ'চ্ছে। হায় হায় কি সর্ব্বনাশ! বোধ হ'চ্ছে বেশী ক্ষণ এ ভাব হয় নি, এখনও অঙ্গের লাবণ্য সম্পূর্ণ আছে। হায়! যদি আর একটু আগে আস্‌তেম, তা হ'লে বোধ হয় এত দূর হ'ত না। ক্রোধ গেলে কলিরাজ আর কার বলে ধরাকে শাসন ক'র্ব্বেন? সর্ব্বনাশ হ'লো দেখ্‌ছি। ক্রোধ না থাক্‌লে এ হতভাগ্য পাপেরই বা গতি কি হবে? ক্রোধ হ'তে যত পাপের সুখোদয় হয়, তত মোহ মদাদি হ'তে নয়। হায়! রাজার গতিই বা কি, আমার গতিই বা কি! এ সর্ব্বনাশ কে ক'র্‌লে?

(দ্রুতবেগে তাপের প্রবেশ।

তাপ। কি হে পাপ! সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ ব'লছো কেন? হ'য়েছে কি? আমি আর স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পাল্লেম না, তাই এসেছি। "হায় হায়" "উহু উহু" নামে আমার দাসগণ আমাকে ব'ল্লে, পাপ মহাশয় রোদন ক'র্‌ছেন, আমি তাই এলেম।

পাপ। সখে তাপ! তোমার অধিকারস্থই হ'তে হলো। আমাদের আশ্রয়দাতা ক্রোধ মহাশয় বোধ হয় লীলা সম্বরণ ক'রেছেন; এই দেখ তাঁর সোণার অঙ্গ ধূলায় ধূসরিত।

তাপ। (হাস্য) হা হা—হা—কি ভ্রম! ক্রোধের কি পতন আছে? হয় ত নিদ্রা, নয় কারু সঙ্গে যুদ্ধ ক'র্‌তে গিয়েছিলেন, অস্ত্র সহ্য ক'র্‌তে পারেন নি, অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়েছেন। চিরকাল হেরে হেরেই আস্‌ছেন, এখন আমাদের মহারাজ কলির একটু সোহাগের পাত্র হ'য়েছেন ব'লেই যা করুন। তার ও জন্য ভাবনা কেন? তুমি ধ'রে তুল্লেই উঠ্‌বেন। তোমার স্পর্শে রাগ, দ্বেষ, ক্লেশ, রোগ, শোক, দুঃখ, যে বল, সকলেই ত চেতন প্রাপ্ত হন। বলি বায়ুর আবার অগ্নি নিস্তেজের জন্য দুঃখ! কি আশ্চর্য্য!

পাপ। ভাই তাপ! ভাল স্মরণ করিয়ে দিয়েছো, আমি সব ভুলে গিয়েছিলাম; তাই তুলি। (ক্রোধকে ধরিয়া) হে পলক-প্রলয়কারিন্! জ্ঞান-ধ্বংসিন্ দেব ক্রোধ! ধরায় প'ড়ে কেন? আপনা অভাবে যে সকল ছিন্ন ভিন্ন, গা তুলুন, কারামুক্ত দস্যু যেমন গৃহে আগমন ক'রেই আবার দস্যু-কার্য্যে রত হয়, আপনিও তেমনি মোহ ত্যাগ ক'রে উঠেই ধরাশাসন ক'র্‌তে প্রবৃত্ত হ'ন, উঠন।

গীত।

উঠ হে দেব ক্রোধ! রাখ পাপের অনুরোধ।
তোমা বিনে কলিরাজ, কি সুখে করে বিরাজ,
সাজ হে সাজ সাজ, ঘটাতে বিরোধ॥

ক্রোধ। (চেতন প্রাপ্ত) কৈ সে দুরাত্মা কোথায় গেল? (পাপ তাপকে দেখিয়া) কে পাপ এসেছো? কে তাপ এসেছো? উত্তম হ'য়েছে, আমরা তিন জনে একত্র হ'লে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনজনকে মানিনে, তিন লোক ত সামান্য। এ সময়ে পাষণ্ড বিরাগ কোথায় গেল? বোধ হ'চ্চে তোমাদের আগমন দেখেই পালিয়েছে; চল চল শীঘ্র চল, সে দুষ্ট যেখানে গিয়েছে, সেইখানে চল, তারে ধ্বংস না ক'রে আর ক্ষান্ত হওয়া উচিত নয়, সে রাজদ্রোহী, রাজদ্রোহী। ওহে পাপ! ওহে তাপ! যদি তোমাদের সুখ স্বচ্ছন্দে থাক্‌তে ইচ্ছা হয়, তবে ক্রোধের সঙ্গে এস।

তাপ। (করতালি দিয়া) ঠিক কথা, ঠিক কথা, ঠিক কথা; সেই বিরাগ বেটা এসেছিল বটে, তাই ত বলি, তা নইলে এমন হয় কেমন ক'রে। ও—বিরাগ এসেছিল, তা ভাই! তার কাছে তোমার জারি জুরি খাট্‌বে না, পাপেরও প্রতাপ খাট্‌বে না, আমি ত সে দিকে ঘেঁস্‌তেই পারবো না, আমাদের দ্বারা সে জব্দ হওয়া কঠিন। তার কাছে গেলে একা তুমি কেন, সকলকেই শিঙ্গে হাতড়াতে হবে। এক কর্ম্ম কর, আর যাতে সে এদেশ পানে আস্‌তে না পায়, তারি উপায় কর, দিল্লি কি লক্ষ্ণৌ—ওসব দেশে আর তাকে গুঁড়িগাত ক'র্ত্তে হবে না,—যবন রাজার অধিকার। এখন এই বেঁদা ফোঁড়া বেঁদা ফোঁড়া কতকগুলো জায়গা আছে, সেই গুলো অধিকার ক'র্‌তে পার্‌লেই হয়। কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, তা এ সব জায়গাও প্রায় জয় ক'রে তোলা হ'ল, কিছু বাকি; বিরাগ বেটা এই সব জায়গাতেই লুকিয়ে থাকে, সেই লুকোন স্থান গুলো অধিকার ক'র্ত্তে পার্‌লে হয়। একবার এঁটে ব'স্‌লে আর সে ব্যাটা কিছু ক'র্‌তে পার্‌বে না, নইলে চিল প'ড়্‌লে কুটো না নিয়ে উঠ্‌বে না।

পাপ। বেশ ব'লেছো, তারি চেষ্টা করা যাক্‌গে, আর আমাদের মহারাজকে বলিগে যে, মহারাজ! আপনার আধিপত্য হয়নি, আপনার চিরশত্রু বিরাগ এখনও দেশে দেশে ভ্রমণ ক'র্‌ছে, যাতে শাসন হয় করুন।

নতুবা নিস্তার নাই। জলে কুমীর এসেছে জান্‌লে, কেউ যেমন সাহস ক'রে জলে নেমে স্নান ক'র্‌তে পারে না, আপনার দূতগণও তেমনি বিরাগ এসেছে শুন্‌লে, আর কেউ সহসা রাজ্য-শাসনে বহির্গত হ'তে পার্‌বে না। ঠিক এম্‌নি ক'রে বলিগে চল।
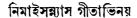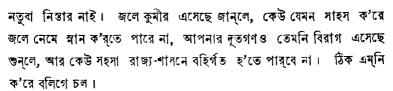
তাপ। চল, তিনি কাশীতে ভূমিকম্প করিয়ে এখন তার বাহিরে অবস্থিতি কচ্ছেন, আর কাশীর পথ রোধ করবার উদ্যোগে আছেন, যেন আর সাধু মাত্রেই কাশীতে না যেতে পারে। সেখানেই চল।

পাপ। ক্রোধ! চল চল। আর রাজাকে ব'ল্‌বো, বুড়ন গ্রামের করিম-বক্সের ছেলে যবন-ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রে ফুলে গাঁয়ের নদীর ধারে ব'সে পরধর্ম্ম অবলম্বন ক'রেছে; সে বেটার নাম মুখে আনা যায় না, তাকে যেরূপে হ'ক জব্দ ক'র্‌তে হবে, চল।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

—০০—

নবদ্বীপ বিদ্যাবাগীশের বাটীর অঙ্গন।

(তরঙ্গলতার প্রবেশ)

তরঙ্গ। যাই, শিগ্‌গির একটা ডুব দিয়ে আসি, দাসী মাগীরও আবার ব্যাম হয়েছে, বাসী কাজ গুলোও সব সাব্‌তে হ'লো। উঠেছি কি এখন? সুখ কত, শুক তারার আগেও উঠেছি, ঘর নিকোন, উঠোন ঝাঁট দেওয়া, বাসন মাজা, মাজা কট্‌ কট্‌ ক'চ্ছে। এমনি পোড়া কপাল ক'রে এসেছি, একদণ্ড যদি নিশ্চিন্তি হ'য়ে বস্‌তে পাই! করিই বা কার জন্যে? একটা যদি কোলপোঁছা কিছু হ'তো, তা হ'লেও নয় মনকে বুঝ্‌তাম, বুলে "আমার আমার যত্ন কর, চিনির বলদ ব'য়ে

মর,” আমার হ’য়েছে তাই। একটু যদি ব’স্‌লাম, অমনি দশ জনায় দশ কথা ব’ল্লেন, সুখ সজ্জি হ’য়েছে, বড় মানুষের মেয়ে, ওর ভাতার দশটা দাসী রেখে দেক, কথা গুলো শুন্‌লে পার তলা হ’তে মাথা পর্য্যন্ত রি রি ক’রে যেন লঙ্কামরীচের মত জ্বলে; যদি বেশী কাজ করি, না বসি, অমনি কেউ ঠাট্টা ক’ল্লেন, বাঁজা মাগীদের খুব মাগা শক্ত হয়। দুটো গা’ল সয়, দুটো মা’র সয়, কিন্তু বাঁজা ব’ল্লে যেন পাঁজার আগুনের মত বুকের ভেতর জ্বলে, তা জ্বল্লেই বা কি ক’র্‌বো, নিবো-বার ত যো নাই, পোড়া কপালে বিধি তার যো মেরে রেখেছে। বিধির বা দোষ দেব কি, পোড়া কপালে দেশেরও বিধি যে দিন দিন ফির্‌ছে। আগে যা ছিল, বেশ ছিল; শুনেছি অম্বিকা অম্বালিকার ছেলে হ’লো না, মৎস্যগন্ধা ব্যাসদেবকে ডাকিয়ে অম্বিকা অম্বালিকার বংশ রক্ষা ক’র্‌লেন। কুন্তীর ছেলে হ’লো না, তার স্বামীই তাকে ব’ল্লে পর দ্বারা সন্তান উৎপাদন কর। আর আমাদের গুণপুরুষেরা, একটু যদি ঘোমটা খুলে দাঁড়ালাম, কি কারু পানে চাইলাম, অমনি কাট্‌তে আসেন, নয় মার্‌তে আসেন। ঐ যে কি বলে “ভাত দেবার ভাতার নন, কিল মার্‌বার গোঁসাই।” নিজের ক্ষমতা ত কত, ব’ল্‌তে গেলে কান্নাও আসে, হাসিও পায়। ছেলে হ’লো না, ব’ল্লেই বলেন ওষুধ খাও, কবচ পর, এ দিগে যে কবচ নিতে আশ্বিরির কবচ নেওয়া চ্ছে তা দেখ্‌ছেন না। বলে কার্ত্তিক পূজো কর, পোড়া কপাল কার্ত্তিক পূজোর, বলে “যদি কামড়ায় সাপে, কি ক’র্‌বে রোজার বাপে।” ঘরের কার্ত্তিক নস্যিটেপা, পরের কার্ত্তিক ক’র্‌বেন কি? যদি পাণ্ডু রাজার মত কথা হ’তো, জান্‌তাম ছেলে হ’তো কি না। আগে তাতে তাদের জাতও যায়নি, ধর্ম্মও যায়নি, কলঙ্কও হয়নি; এখন আমাদের কিছু হ’লে ত কত ঢেউ উঠ্‌তে থাকে; কেন আগেকার তাদের চেয়ে কি এখন লোক বুদ্ধিমান্ বেশী? তখন যত ধর্ম্ম ছিল, এখন কি তার এক কণা আছে? আগে যত সভ্য ছিল, এখন কি কাউকে তেমন দেখ্‌তে পাওয়া যায়? আগে বনেতে পোণে পোণে মুনি ঋষি ছিলেন,

এখন একটি আছে? শুনেছি আগে ঘরে ঘরে সতী, অথচ তারা পর পুরুষ দ্বারা বংশ রক্ষা ক'রেছে। এখন সতা কি আছে? ঐ যে মুসলমানেরা বলে "হেঁদুর দেবতীর ওপরে চ্যাকন চাকন, ভ্যাতরে ল্যাল্লাই খ্যাড়" ঠিক কথাই ত; এখন পুরুষদের টিকি নাড়ারও মুখে আগুন, কপালে ফোঁটার মুখেও আগুন, মাগীদের ঘোম্‌টা দেওয়ারও মুখে ছাই, সতীত্ব ফলানরও মুখে ছাই। বলে "বিষহারা ঢোঁড়া, গরবানি মুলুকযোড়া" দেখে শুনে গা জ্ব'লে যায়, ইচ্ছা হয় এদেশ ছেড়ে আর এক দেশে যাই, পোড়াকপালে দেশে সবাই কাজের ধুকড়ি, কথার চুবড়ি। যাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই বলেন আমি হ্যানো পারি, ত্যানো পারি, কিন্তু কিছুই না, কাজে কাজেই সকল গুমোর গেল। বলে "ভেতর ভেতর সকল ফাঁক্, তিজড়ের বিয়ের বড় জাঁক," আমাদের দেশের তাই।

গীত।

এ পোড়া দেশের কপালে আগুন,
নাই কোন গুণ দ্বিগুণ জ্বালা।
শুনি অন্য দেশে, আপন বশে, বেড়ায় যত কুলবালা ॥
পরাধীনা হ'য়ে থাকে চিরকাল,
অকালকুষ্মাণ্ড পণ্ডিতগুলো কাল,
মনের সাধে ক'রছে নাকাল,
কোথা যাই, ভাবি তাই,
কি সকাল কি বিকাল,
সাধে কি অবলা-কুলে, মাথায় বয় কলঙ্কের ডালা ॥

(স্নানের বেশে প্রভালতার প্রবেশ)

প্রভা। তরঙ্গ! কি ক’চ্ছিস্ লো, নাইতে যাবিনে?

তরঙ্গ। কে প্রভালতা! আয় ভাই আয়। এই নাইতে যাব যাব ক’চ্ছি, একলা কেমন ক’রে যাব তাই ভাবছি, তা তুই এসেছিস্ বেশ হ’য়েছে. চল্। (চক্ষের জল মার্জ্জন)।

প্রভা। হাঁ ভাই, চোক্ মুছ্‌লি যে? চোক্ ছুটো রাঙ্গাও হয়েছে দেখ্‌ছি, হেঁলা, কাঁন্ধিলি নাকি? কেন কাঁন্ধিলি ভাই?

তরঙ্গ। আমার কান্নার কথা সুদুস কেন ভাই, শুদু ঘরকন্নার জ্বালা হয় ত ভাবি, গরিবের ঘরে প’ড়েছি ক’র্ব্বো কি। এ যে চারিদিকে জ্ব’লে পুড়ে ম’র্‌ছি ভাই। বাপ মায় যে আমার তরঙ্গলতা নাম রেখেছেন, ঠিক তাই হ’য়েছে, তরঙ্গে কেবল কূল ভাঙ্গে বই আর গ’ড়্‌তে পারে না, আমি ত ভাই কুল ভেঙ্গেই চ’ল্লেম।

প্রভা। কেন? তোর বাপ ত কুলীনেই তোকে দিয়েছে, তবে কুল ভা’ঙ্গ্‌ল কেমন ক’রে?

তরঙ্গ। সে কুল নয় প্রভা, সে কুল নয়; সে কুল থাকুক্ আর যাক্, তাতে ত আমার বড় দুঃখ!

প্রভা। তা ভাই! আর যে জ্বালা ব’ল্‌ছিস্, তাতে বেরিয়ে গিয়ে কুলে কালি দেওয়া উচিত নয়। কর্ব্বি কি ভাই, ব্যামর দোষে হ’য়েছে, চিরকাল ত ছিল না।

তরঙ্গ। দূর্ পোড়ার মুখি! আমি বলি কি, তুই বুঝিস্ কি? বলি, যদি ছেলে না হ’লো তবে কুল ভাঙ্গ্‌লো না? কুলে থাক্‌বে কে?

প্রভা। ও—এই কথা, এরি জন্যে কান্না! তা বয়েস ত আর ব’য়ে যায় নি, ওষুধ খা, ছেলে হবে বৈ কি।

তরঙ্গ। প্রভালতা! শুধু তুই কেন, সবাই বলে ওষুধ খা। শুধু ওষুধ খেলে কি হবে, ওষুধের অনুপান কই?

প্রভা। অনুপান আবার ছাই, জল দিয়ে খাবি।

তরঙ্গ। জল যদি না মেলে।

প্রভা। জল যদি না মেলে! অবাক্ ক'র্‌লি মেনে, ঘরে জল না থাক্‌লেও পুকুর ত আর শুকিয়ে যাবে না।

তরঙ্গ। ওলো! এ পোড়া কপালী সমুদ্রের কাছে গেলে সমুদ্র শুকোয় তা পুকুর।

প্রভা। কে জানে ভাই, তোর কথার ভাব ভঙ্গি বুঝ্‌তে পারিনে।

তরঙ্গ। আর কত খুলে ব'ল্‌বো, তুই যেমন নেকী!

প্রভা। তা ভাই, তুই যা ব'লছিস্, তাতে আর কিছু হয় না। তর্ক-বাগীশের ভরসা ছাড়্, ওঁর যে ব্যারাম হ'য়েছে, তাতে আর ছেলে হবার ভরসা নাই।

তরঙ্গ। হ্যাঁলা! তাতে যদি ভরসা না থাকে, এ পোড়া দেশের বাঁজা মাগীদের উপায় কি?

প্রভা। শুনেছি দশরথ রাজার ছেলে হ'লো না, পরে যজ্ঞ করিয়ে পায়েস উঠ্‌লো, তাই খেয়ে কৌশল্যে, সুমিত্রে, কৈকেয়ীর ছেলে হ'লো। সে ছেলে আবার যেমন তেমন ছেলে নয়, তিনি বৈকুণ্ঠ-নাথ নারায়ণ। আমাদের এখন-কার বামুন পণ্ডিতরে কি আর তেমন যাগ যজ্ঞ ক'র্ত্তে পারে?

তরঙ্গ। হ্যাঁ পারেন! পারেন কেবল খেতে, শুতে আর বোঁদলা নস্যি নিতে; আর একটী কাজ বেশ পারেন, এ পোড়াকপালে মাগী-গুলোর দফা সার্‌তে। শুনেছি আগে আগে সব মেয়ে মানুষ লেখা পড়া শিখ্‌তো, যেখানে সেখানে যেতে আস্তে পার্ত্তো, সবাকার সঙ্গে কথা কইতো, ভাতার বাড়ী নেই, অথচ ছেলে হ'তো। আর এখন একটু কিছু হ'লেই ও কুলটা, ওর হাতে খাওয়া হবে না। প্রভালতা! ব'ল্‌বো কি, অধঃপেতেরা আপনাদের বেশ ক'রে নিয়েছে, আর মাগীদের বেলায় কুমোরের মাটি ক'রেছে।

প্রভা। কি ব'ল্লি, কুমোরের মাটি কি ভাই, বুঝ্‌তে পাল্লেম না।

তরঙ্গ। এ আর বুঝ্‌তে পাল্লিনে? কুমোরেরা যেমন মাটি এনে দু পা দিয়ে ছানে, এঁরাও তেমনি মাগীদের রাত দিন খোঁচান। কুমোরে মাটিকে চাকে বসিয়ে আপনার পয়সার যোগাড় করে, এঁরাও তেমনি মাগীদের

সংসার-চাকে রাত দিন ঘুরিয়ে আপনার কাজ সারেন। কুমোরে মাটিতে যা গড়ায়, তাই আগুনে পোড়ায়; এঁরাও তেমনি শাসন-আগুনে মাগীদের পোড়ান। কুমোরে পোনে পোড়ায়, এঁরাও এক পণ ক'রেছেন যে, মাগীদের জব্দ ক'র্ব্বো, সেই পণে পোড়ান। কুমোরে যদি দেখ্‌লে পোড়াতে কোনটা ফেটে কি চ'টে গেছে, হয় সেটা বিলিয়ে দেয়, নয় ভেঙ্গে ফেলে; এঁরাও যদি দেখেন, সেই পণে কেউ ফাট্‌লো কি চট্‌লো, হয় খুন করেন, নয় গলায় হাত দিয়ে বের ক'রে দেন।

প্রভা। ও ভাই তরঙ্গলতা! যা ব'ল্‌লি তাই ঠিক। এদেশের মেয়ে-দের বড় লাঞ্ছনা, কেউ মায়া দয়া করে না। দেশের সকল মেয়েই ব'ল্‌ছিস্ কেন? কেবল বামুন, কায়েত, বদ্দি, নবশাক—এদেরি মেয়েদের কপাল পুড়েছে, নইলে আর সবাই ত যা মনে ক'র্‌ছে তাই ক'র্‌ছে। হাড়ী, ডোম, বাগ্‌দী, বাইতি—এ সব জা'তের মেয়েরা পতি থাক্‌তে পতি ক'র্‌ছে, মোলে ত কথাই নাই। ওলো! আমাদের জা'তে পুরুষ হ'য়েছেন গাইয়ের দুধ, আর আমরা হ'য়েছি ভাজা খুদ। দুদ যেমন যে জা'তে এসে দেকনা কেন, অশুদ্ধ হয় না, সকলেই খায়, পুরুষ তেমনি যা করুক না কেন, বেড়াতে যাক্, দুদিন ঘরে না আসুক, অন্যদেশে থাক্, কোন মেয়ে মানুষের সঙ্গে হাসুক, হাত কাড়াকাড়ি করুক, কিছুতেই তাদের পাপ নাই, দোষ নাই, জা'তও যায় না। আর আমরা ভাজা খুদ, একটী পাতা প'ল্লো, জল প'ল্লো, অন্য জা'তে ছুঁলে, নষ্ট হ'লো। আস্ত চাল্ ভাজা হ'লেও নয় নষ্ট হ'লো ব'লে লোকের একটু কষ্ট হয়, এ ভাজা খুদ কি না, আগেই বলে নষ্ট হ'য়েছে নষ্ট হ'য়েছে ফেলে দে, খুদ বই ত নয়। মেয়ে মানুষ তেমনি, কারু সঙ্গে কথা কইলে, কি হাস্‌লে, কি একা বাইরে গেলে, ঘোমটা খুলে দাঁড়ালে, অমনি লোকে ব'ল্লেন ও নষ্ট, অমনি সঙ্গে সঙ্গে ত্যাগ; আমাদের সকলেরি কপাল পোড়া লো, শুদু তোর ত নয়। কি ক'র্‌বি ভাই, এখন তর্কবাগীশকে পরামর্শ দে, বদ্দি দেখাক, যদি রোগটা সারে, তবুও বংশ থা'ক্‌বার আশা হয়।

তরঙ্গ। (ঈষৎ হাস্যে) ওলো! তোরাই বরং তর্কবাগীশকে পরামর্শ দে যে, আমাকে বদ্দি দেখাক, এখন বদ্দির গুণে যদি বংশ থাকে। তর্কবাগীশ ভাল হ'লেই বা ফল কি, চিরকাল নিমন্ত্রণ রাখ্‌তেই যাবে।

প্রভা। ওলো! পতি ছাড়া আর বদ্দি পাবি কোথা, এ রোগ কেউ চিন্তেও পার্‌বে না, ওষুধও খাট্‌বে না।

গীত।

এ রোগে ওষুদ দিতে বদ্দি প্রাণপতি বিনে।
কে আর আছে বল খুঁজে কাউকে পাবিনে॥
শুনেছি বদ্দির ঘরে, খলেতে ওষুদ করে,
খলের ওষুদ খেলে পরে, শেষে প্রাণে বাঁচ্‌বিনে॥

তরঙ্গ। প্রভালতা! আকার ইঙ্গিতে তুই আমাকে ধর্ম্ম শিখুচ্ছিস্, আমি কি ধর্ম্ম জানিনে? দেখ্‌লাম যারা ধর্ম্ম কর্ম্ম করে, তাহাদের কপাল পোড়ে; যারা ধর্ম্মের মুখে ছাই দিয়ে যা খুসি তাই ক'রছে, তাদের সুখ সজ্জি কত; চোকের উপর ঘুর্‌ছে, তবু দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে? কালে কালে সব উল্‌টে যাচ্ছে, বুঝ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে? মানুষের ধর্ম্মকথা দূরে থাক্‌, জিনিসের ধর্ম্মই কৈ থাক্‌ছে? আগে কেউ ইল্‌সে মাছ ভাজ্‌লে পাড়াশুদ্ধ লোকে গন্ধ পেতো, এখন বাড়ীর লোকেই টের পায় না। কেউ লুচি ভাজ্‌লে কতদূর তার গন্ধ যেত, এখন যে ভাজে সে গন্ধ পায় কি না সন্দেহ। ভাজা কলায়ের ডাল রাঁধ্‌লে গন্ধে দিক্ আমোদ ক'র্‌তো, এখন তার কি ধর্ম্ম আছে? ইসরমূলের গন্ধে সাপ পালাত, এখন তার গোড়ায় সাপ জড়িয়ে থাকে। আগে বামুনের মুখ দিয়ে আগুন বেরুত, এখন লোকে বামুনের মুখে আগুন দিচ্ছে। কার ধর্ম্ম আছে যে, তাই আমাকে রাখ্‌তে ব'ল্‌ছিস্। অধিক ব'ল্‌বো কি, যেখানে গোহত্যে হ'চ্ছে, এখন তারই নাম ধর্ম্মতলা!

প্রভা। ও ভাই! ধর্ম্মতলা মানে ধর্ম্মের স্থান নয়, তলা মানে ডোবা, ডুব্‌লেই লোকে বলে না তলিয়ে গেল; তাই লোকে সেই জায়গা দেখেই বলে ধর্ম্ম তলা, কি না ধর্ম্ম ডুবে যা। এসব পাপেও এখন ধর্ম্ম আছে, তাই লোকে দুঃখ ক'রে বলে ধর্ম্মতলা। তা যে যাই করুক ভাই, ধর্ম্ম ছাড়া কর্ম্ম করা ভাল নয়; কিছু না হয়, ভগবান্‌কে ডাক্, অবশ্য কুল পাবি! তোর নাম তরঙ্গলতা কি না, তাই অকূলকে ভাল বাসিস্, তরঙ্গ লো! কূলের ভেতর থাক্‌লে তরঙ্গের যত জোর, তত অকূলে নয়। ভগবান্‌কে ডাক্, কুল পাবিই পাবি। সকল বস্তুর সকল ধর্ম্ম যাক্, হরিনামের ধর্ম্ম যাবে না।

তরঙ্গ। হরিনাম ক'ত্তে সদাই ইচ্ছে হয়, কিন্তু কাল রাত্রে বড় নাকাল।

প্রভা। হ্যাঁলা সে কি, কাল রাত্রে কি হ'য়েছিল? তর্কবাগীশ আমাদের বাড়ী গিয়ে কি রাগারাগির কথা ব'ল্‌ছিল বটে, এবার যদি দেখ্‌তে পাই, তবে নিমাই পণ্ডিতকে কাট্‌বো। হ্যাঁলা তারি কোন কথা নাকি?

তরঙ্গ। প্রভা লো! সে কথা আর কি ব'ল্‌বো? গেল রাত্রে আমাদের মিন্সে খেয়ে দেয়ে শুলো, আমি পাণ দিয়ে খেতে গেলাম, ও প'ড়ে প'ড়ে গুণ গুণ ক'রে গান ক'র্‌ছে। আমি ঘরদোর সেরে স্থ'রে এসে আমার মাথা খেতে তাকে ব'ল্লাম, কি গান ক'চ্ছো? সে একটী শ্যামা-বিষয় ব'ল্লে, আমি তাই শুনে ব'ল্লেম, নিমাই যে গান ক'রে গিয়েছে, নিজেও কেঁদেছে, পরকেও কাঁদিয়েছে, এমন গান কখন শুনিনি।

প্রভা। তা শুনে কি ব'ল্লে?

তরঙ্গ। সে ব'ল্লে, কি গান ক'রেছে বল দেখি।

প্রভা। শেষটা ঝুমুর আরম্ভ হ'লো বুঝি, গাইতে শুরু ক'ল্লি?

তরঙ্গ। মরণ আর কি! আমি ব'ল্লাম, আমি কি গান শিখ্‌তে পারি। গানের কথাটা কি "যাদবায় নম" ভাল মনে নাই, আর দুই

হাত তুলে কেবল বলে হরি বল হরি বল। নিমাই ঐ 'হরি বল হরি বল' এমনি মিষ্টি ক'রে ব'ল্লে যে, তাই শুনে লোকে কেঁদে আকুল ; অন্যের কথা ব'ল্‌বো কি, আমিও কেঁদেছি।

প্রভা। সত্যি কেঁদেছিলি? কে জানে ভাই, তোর চোক বুঝি ঝাঁজ্‌রা, আমরা সাত দিন সাত রাত ও কথা শুনেও কাঁদিনে। যাক্‌, তার পর তর্কবাগীশ তর্ক ক'র্‌লেন না ?

তরঙ্গ। তর্ক আর কি ক'র্‌বেন, ভড়ড় ভড়ড় ক'রে নাক ডাক্‌তে লাগ্‌লো। ভাই! ব'ল্লে না পেত্তয় যাবি, যেই (চারি দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে) ওমা, কেউ আবার শুন্‌বে না কি? শত্রু ত পাপ পায়।

প্রভা। (আস্তে আস্তে) হ্যাঁলা! তার পর কি হ'লো ?

তরঙ্গ। (আস্তে আস্তে) ও ভাই! কোথা থেকে সেই নিমাই ঘরের ভেতর উপস্থিত হ'য়ে আমাকে ব'ল্‌ছে কি, বল বল আবার বল। বড় মিষ্টি লাগ্‌ছে আবার বল।

প্রভা। ওমা কি হবে! ঘরের দোর দিস্‌নি? মিন্‌সেকে জাগাতে পাল্লিনি?

তরঙ্গ। পোড়া কপালের কথা ব'ল্‌বো কি, ঘরের কপাট দিয়েছিলাম বই কি, কপাট যেমন আঁটা তাই আছে। তাকে কত ডাক্‌লেম, কিছুতেই ঘুম ভাঙ্গ্‌লো না, যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম এসে চাপ্‌লো। আমি শ্যামাপূজোর পাঁটার মত কেঁপে মরি, নিমাই যেন পাগলের মত!

প্রভা। ওমা! তোর কথা শুনে আমার যে বুক কাঁপ্‌ছে! ধন্নি তোর বুকের পাটা যে, তাই দেখে ঘরের ভিতর ছিলি, তার পর কি ক'র্‌লি ?

তরঙ্গ। ক'র্‌বো কি? তাকে ব'ল্লেম, তুমি কি নিমাই পণ্ডিত? সে ব'ল্লে, আমি তোমার দাসানুদাস।

প্রভা। এ ত পীরিতের কথা! তার পর তুই তার দাসী হ'লি নাকি ?

তরঙ্গ। পোড়া কপালের দশা! আমি নিমাইকে ব'ল্লেম, বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও! সে ব'ল্লে, আর একবার সেই কথাটী বল, তোমার মুখে শুন্তে বড় মিষ্টি লাগে।

প্রভা। কথাটা কি, সেই হরি বলা, সে যে হরি বোল, হরি হরি বোল ক'রেই মরে!

তরঙ্গ। হ্যাঁলো হাঁ, আমি কি করি, ব'ল্লেম হরি বল হরি বল। ভয়ে কি বেরোয়, কতক বেরুলো, কতক বেরুলো না। নিমাই বলে বড় মিষ্টি, বড় মিষ্টি! ওমা তার পর বুড়ো দেড়ে মিন্‌সে, যার নাম অদ্বৈতাচার্য্য, সে সুদ্ধ এসে দাঁড়ালো। আমি পোড়ার মুখোকে কত ঠ্যালা ঠেলি ক'ল্লেম, কিছুতেই জাগ্‌লো না; চুলের টিকি ধ'রে টানাটানি ক'ল্লেম, আরও যেন বেশী ক'রে নাক ডাকাতে লাগ্‌লো। ওমা! এমন ডাকাতে ঘুমও কখন দেখি নি! আর সে দুটোয় বলে, বল বল হরি বল। আমি যেই আবার হরি ব'লেছি, অমনি দুটোয় হাত তুলে নাচ্‌তে লাগ্‌লো; নাচ্‌তে নাচ্‌তে সে বুড়োর কাপড় খুলে প'ড়ে গেল, একেবারে উলঙ্গ। কি ঘেন্না, কি ঘেন্না! ঘরে দপ দপ ক'রে প্রদীপ জ্ব'ল্‌ছে, লজ্জা নেই, সরম নেই, ধেই ধেই ক'রে নাচ্‌তে লাগ্‌লো!

প্রভা। হ্যাঁলা কি ব'ল্লি, তোর সুমুখে, সেই রাত্রে, ন্যাঙ্গ্‌টো হ'য়ে! ওমা কি হবে কি হবে! খুব নাচাতে শিখেছিস্ ত! তার পর ন্যাঙ্গ্‌টো হ'যে কি ক'ল্লে? এখন কেবল একটা কথা শুন্‌তে বাকি। বল্ ভাই, শুনতে যেন প্রাণটা ধড়ফড় ক'চ্ছে।

তরঙ্গ। তা ভাই, অন্য কিছু দৌরাত্ম্যি ক'ল্লে না। আমি মিন্‌সেকে ডাকি, ন্যাঙ্গ্‌টা বুড়ো বলে, ওতে যোগমায়া! মা তুমি হরি বল, মা তুমি হরি বল, মা তোমার মুখে হরিকথা শুন্‌তে বড় মিষ্টি, মা তোমার মুখে হরি-কথা শুন্‌তে স্বয়ং হরি এসেছেন, মা এমন দিন আর পাবে না, লোকে শত জন্ম ডেকে হরির দর্শন পায় না, তুমি একবার হরি ব'ল্‌তে না ব'ল্‌তে সেই বৈকুণ্ঠের হরি এসে ব'ল্‌ছেন, তোমার দাসানুদাস। ওমা ভাগ্যবতি! বল হরি বল, আর এই দুরাত্মা অদ্বৈতকে পদধূলি দেও—ব'লে আমার পায়ের ধুলো নিতে আসে!

প্রভা। ওমা—ওমা কি হবে! পায়ের ধূলো দিলি না কি?

তরঙ্গ। তা কি দিই? যেই আমাকে মা ব'লে ডাকুলে, আমার ভয় টয়

সব গেল, তখন বোধ হ'লো আমার ঘর নয়, সে যেন কি একটা আশ্চর্য্য জায়গা। অমনি তার হাত ধ'রে ব'ল্লেম, বাবা! আর কেন আমাকে পাপে ডুবাও, তুমি বামুনের ছেলে, বয়েসে বড়, আমি তোমার কন্যার মত, আমার পায়ের ধূলো কি নিতে আছে? বরং তোমার পায়ের ধূলো দেও যে, আমি ধন্য হই। অদ্বৈত ব'ল্লে, মাগো! তোমার পদরজ পায় কে? যে কোটী কোটী জন্ম হরিসাধন ক'রেছে, সেই যদি তোমার পদরজ প্রাপ্তির পাত্র হয়। মা আর একবার হরি বল। আমি ব'ল্লেম, বাবা রাত্রিকাল, আমি কুলবধূ, তোমরা ঘরের ভেতর কথা ক'চ্ছো, যদি আমার স্বামী কি প্রতিবাসীরে শোনে, তা হ'লে আমার কলঙ্ক রাখ্‌বার স্থান হবে না। যদি বল হরিনামে কি কারু কলঙ্ক হয়, বাপ! ভেবে দেখ দেখি, হরি ভজনা ক'রেও ত রাধিকাকে কলঙ্কিনী হ'তে হ'য়েছিল। তোমরা বাড়ী যাও।

প্রভা। ভাই! তুই মানুষ ন'স্, দেবতা। তোর এখনকার কথা শুনে আমার বোধ হ'চ্ছে, সংসারধর্ম্ম সব মিথ্যে, কেবল তোর সঙ্গে থাকাই সুখ। তার পর তাঁরা কি ক'র্‌লেন?

তরঙ্গ। তার পর নিমাই সেই রাধা-নাম শুনে আরও কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। অদ্বৈত আমাকে ব'ল্লেন, মা আপনি কলঙ্কের জন্য চিন্তা ক'র্‌বেন না, সব যোগমায়ায় নিদ্রিত, ভয় কি মা, সামান্য ভয়ের জন্য কাতর হ'চ্ছো, সর্ব্বভয়-নিবারণ হরি যে তোমার ঘরে! মা, তোমার ভয় হ'চ্ছে ব'ল্‌ছো, আমি দেখ্‌ছি তোমাকে যে দেখ্‌বে, তার পর্য্যন্ত যমভয় যাবে। মা! ভয় ক'রো না, আমরা চ'ল্লেম। মা! তুমি আমাদের দিনান্তেও এক একবার হরিনাম শুনিও। আমি দিব্বি ক'রে যখন হরিনাম শুনাব ব'ল্লেম, তার পর তারা চ'লে গেল। দেখি ঘরের যেমন খিল আঁটা তেমনিই আছে, আমি যেন স্বপন দেখে উঠ্‌লাম! আমি ত ভাই তাঁদের কাছে দিব্বি ক'রেছি, রোজ রোজ হরিনাম ক'র্‌বো। ও ভাই (অঙ্গুলি দ্বারা দর্শন) ঐ দেখ্, রাস্তায় বুঝি আবার তারা আস্‌ছে।

প্রভা। কইলো কই! এবার এলে আর ডরাব না, কি করে দেখ্‌তে হবে।

তরঙ্গ। ওলো তারাই ত বটে! দাঁড়াল, আর এদিকে আস্‌ছে না।

প্রভা। কইলো, আমি ত দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

তরঙ্গ। দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে? তবে বোধ হ'চ্ছে হরি না ব'ল্লে ওদের দেখ্‌তে পাওয়া যায় না, তুই হরি হরি বল্‌ দেখি।

প্রভা। আচ্ছা ভাই, তাই বলি, হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল। (হরহরির রূপ দর্শন)। ওলো! ওত অদ্বৈত নিমাই নয়, পটে যে হরহরির রূপ দেখেছি—তাই!

তরঙ্গ। ওলো! ওরা আগে নিতাই অদ্বৈতই ছিল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে এমন হ'লো। তা ভাই, ওরা দুটী কখনই মানুষ নয়, লীলা খেলা ক'র্ত্তে নদেয় এসেছে। আহা! কি অপরূপ!

গীত।

সখি একি অপরূপ দেখি আঁখিতে।
যেতে চায় ঐ পায় প্রাণ-পাখীতে;—
হরহরি হরি বুলি ডাকিতে শিখিতে॥
ঐ কি সেই মুরারি, বৃন্দাবনের বংশীধারী,
রাধা নামে সাধা ছিল যার বাঁশরী,
যে শিব পাগল হরিনামে, সেই কি ঐ কৃষ্ণের বামে,
মতি চায় ও রূপ হৃদে রাখিতে দেখিতে॥

প্রভা। ওলো তরঙ্গলতে! যে রূপ দেখ্‌লাম, বোধ হয় আর ভব-সাগরের তরঙ্গ নিতে হবে না। শুনেছি, ঐ দ্বিভুজ মুরলীধরই নাকি ভবসাগর পার কর্‌বার নাবিক। আমার আর ইচ্ছে হ'চ্চে না যে, এ রূপ ছেড়ে ঘরে যাই আহা! এই জন্যেই ব্রজগোপীগণ কুললাজ ছেড়েছিল।

তরঙ্গ। প্রভালতে! ঐ চাঁদের প্রভা ল'তে সকলেরই বাসনা। তুইও নাইতে যাচ্চিস্‌, আমিও যাব যাব ক'র্‌ছিলাম, তা আর গঙ্গা নেয়ে কাজ কি, গঙ্গা যেখান হ'তে জন্মেছে, সেইখানেই গিয়ে ডুব দিইগে চল্‌।

প্রভা। ভাই! শুনেছি, গঙ্গা ঐ কৃষ্ণের পা হ'তে হ'য়েছে; তা ভাই, শিব সেই গঙ্গাকে মাথায় রাখ্‌লে কেন? স্ত্রী ব'লে?

তরঙ্গ। ওলো! তা নয় লো তা নয়। শিব কেবল বাইরে পাগল, ভেতরে কোন গোল নেই। আমার বোধ হয়, জল নইলে পদ্ম হয় না, তাই শিব মাথায় জল রেখেছে। যদি ব'লিস্ অন্য জল মাথায় রাখ্‌লেও ত রাখ্‌তে পাত্তেন, গঙ্গাজল ধবেন কেন? আমার বোধ হয়, সামান্য জলে সামান্য পদ্ম ফোটে; শিবের ত ইচ্ছা নয় যে, সামান্য পদ্ম মস্তকে ধারণ করি, অসামান্য পদ্ম মস্তকে ধ'র্ত্তে হ'লে অসামান্য জল চাই, তাই শিব অসামান্য গঙ্গাজল মস্তকে ধ'বেছেন, তাতে পদ্ম হ'তে সেই হরিপাদপদ্মই ফুট্‌বে। হরিচরণ পদ্ম ভিন্ন অন্য পদ্ম কি গঙ্গাজলে ফোটে? যদি ব'লিস্ তা জান্‌লি কি ক'রে? ওলো শুনেছি, বিদ্যানগরে গৌর যখন সার্ব্বভৌম মহাশয়কে কোশা তিল দিতে যান, নিমাই গঙ্গাজলে যতবার পা দিয়েছিলেন, তত পদ্ম ফুটেছিল।

প্রভা। ভাই! এ সব তুই কেমন ক'রে জান্‌লি?

তরঙ্গ। ওলো! আমি শুনেছি, নিমাইপণ্ডিত যখন বিদ্যানগরে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের কাছে পড়েন, তখন সেই সার্ব্বভৌম একদিন গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে তর্পণ ক'র্‌ছেন। প্রত্যহই তর্পণ কালে অন্য ছাত্রগণই কোশা তিল দেয়, একদিন শিষ্যেরা ব'ল্লে, রোজ রোজ আমরা কোশা তিল দিই, আজ নিমাই দিক। সার্ব্বভৌম নিমাইকে সেই কার্য্য ক'র্ত্তে ব'ল্লেন, নিমাই গুরুর কাছে যেতে, গঙ্গাজলে যে ক'বার পদ নিক্ষেপ ক'ল্লেন, সেই ক'বারই প্রতি পদের নিম্নে একটী একটী পদ্ম ফুট্‌তে লাগ্‌লো; তা আর কেউ দেখ্‌তে পাইনি, কেবল সেই সার্ব্বভৌমই দেখ্‌লেন।

প্রভা। হ্যাঁগা সত্যি! তা নিমাই যে মানুষ নয়, তাতো স্বচক্ষেই দেখ্‌ছি। তার পর কি হ'লো?

তরঙ্গ। তার পর শুনেছি, নিমাই তীরে এলে পদ্ম লুকিয়ে গেল।

প্রভা। কথার উপর কথা না ব'ল্লে মনের সন্দেহ যায় না। একটী কথা বলি, এ পদ্ম কোথা হ'তে হ'লো ?

তরঙ্গ। ওলো! আমার বোধ হয়, বিধাতা সেই পদ্ম তৈয়ের ক'রে নিজ হাতে ধ'রেছিলেন, কেন না বিধাতার মনে সন্দেহ হ'লো, পাছে গৌরহরি গঙ্গা-জলে পা দিলে গঙ্গা তাতে মিশিয়ে যান।

প্রভা। গঙ্গা মিশ্‌বেন কেন ?

তরঙ্গ। বিধাতা ভাবলেন, সতিনের জ্বালায় গঙ্গা কাতর, পাছে পিত্রালয় পেয়ে সেইখানেই বাস করেন! মেয়ে বাপের বাড়ী থাক্তে যত ভাল বাসে, তত স্বামীর বাড়ীতে নয়। যদি গঙ্গা আবার পিতৃভবনে বাস করেন, তা হ'লে আর হরিভক্তি-বর্জ্জিত নরাধম পাষণ্ডদলের উদ্ধারের উপায় কি ? তাই ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে সে পায় গঙ্গাজল লাগ্‌তে দেননি। আর এও হ'তে পারে, ব্রহ্মার মা কমলিনী কি না, তাই মাতাকে পিতার চরণে অর্পণ ক'রে পিতা মাতাকে এককালে পূজা ক'র্‌লেন। প্রভালতে! তাতেই বোধ হ'চ্ছে গঙ্গাজলেই হরিপাদপদ্ম থাকে অথচ ডোবে না, তাই শিব মাথায় গঙ্গাকে ধ'রেছেন।

প্রভা। ভাই! ও কথা যেন বুঝ্‌লেম, মধ্যে আর একটী কথা, বাসুদেব সার্ব্বভৌম সেই পদ্ম দেখে বিশ্বম্ভরকে কিছু ব'ল্লেন কি ? শুনে থাকিস্ ত বল্।

তরঙ্গ। ওলো! শুনেছি, তর্পণ সেরে সার্ব্বভৌম নিমাইকে ডেকে ব'ল্লেন, বাপ নিমাই! আমি একটী কথা ব'ল্‌বো, যদি সেটী রাখ, তবেই ত অদ্য জলগ্রহণ ক'র্‌বো। নতুবা অনশনেই জীবনকে কালের কবলে সমর্পণ ক'র্‌বো। শুনেছি গৌর সেই কথাটী শুনে একটু হেসে ব'ল্লেন, কি আজ্ঞা ক'র্‌ছেন; আপনি যা ব'ল্‌বেন তা যদি আমি রক্ষা ক'র্‌তে পারি, অবশ্যই ক'র্ব্বো।

প্রভা। নিমাই এমন কথা ব'ল্লেন ? তা শুনে সার্ব্বভৌম কি ব'ল্লেন ?

তরঙ্গ। সার্ব্বভৌম ব'ল্লেন, তুমি রক্ষা ক'র্ত্তে পার না, এমন কি আছে! আজ যা দেখেছি, তাতে বেশ জেনেছি, তোমার ইচ্ছাতেই সব।

কেশব! আর প্রতারণা ক'রো না, এ সব ধোঁকার টাটীতে আর রেখো না, এসব যাতনা আর যেন পেতে না হয়। তুমি যে নিমাই নাম ধারণ ক'রেছ, তাতেই সম্পূর্ণ আপন মাহাত্ম্য প্রকাশ ক'চ্ছো। নিমাই তিন অক্ষর, নি—শব্দে নিশ্চয়, আর মা—শব্দে জ্ঞান, আর ই—দেশজ শব্দ, ই অর্থ কেবল, যেমন তোমরাই, অর্থাৎ তোমরা কেবল, তুমিই অর্থাৎ তুমি কেবল, তেমনি নিমাই, অর্থ নিশ্চয় জ্ঞান কেবল।

প্রভা। এ কথা শুনে নিমাই কি ব'ল্লেন? চুপ ক'রে থাক্‌লেন, না কিছু ব'ল্লেন? আগে আগে এ সব কথা শুন্তে ভাল লাগ্‌তো না, বুঝ্‌তেও পার্ত্তেম না, এখন যেন বেশ বুঝ্‌ছি, আবার সন্দেহ মিটুতে অনেক কথা সুধুচ্ছি! বল্‌ ভাই, তোর দয়ায় যদি শুন্তে পাই। যা হ'ক্‌ ভাই, তোর আগে ত এত জ্ঞান ছিল না, আজ হ'তে দেখ্‌ছি। যাক্‌, তার পর নিমাই কি ব'ল্লেন বল্‌।

তরঙ্গ। ওলো! আমিও আগে এত জান্তাম না। তুই যত জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিস্‌, কে যেন আমাকে শিখিয়ে দিচ্ছে, ঐ কথা বল। কাল রাত্রে অদ্বৈত যখন মা ব'লে আমার পায়ের ধূলো নিতে এলেন, আমি তাঁর হাত ধ'র্‌লাম, তাঁকে ছুঁয়ে পর্য্যন্ত আমার যেন কেমন এক ভাব হ'য়েছে। যা ব'ল্‌ছিস্‌ তার উত্তর দিচ্ছি। নিমাই ব'ল্লেন, গুরো! আপনি যে নিমাই নামের অর্থ ক'র্‌লেন, গুরুবাক্য কখন মিথ্যা হয় না, আশীর্ব্বাদ করুন তাই হ'ক। আমার বোধ ছিল, নি—শব্দে অভাব আর মা—শব্দে জ্ঞান, আর ই শব্দে কেবল। তা শুনে সার্ব্বভৌম ব'ল্লেন, আর ছলনা কেন? আর কেন? আর তোমাকে পাঠ গ্রহণ ক'র্‌তে হবে না, এক্ষণে গুরুদক্ষিণা দেও। নিমাই ব'ল্লেন, আপনার কি বাসনা? সার্ব্বভৌম ব'ল্লেন, বাসনা আর কি? যে পদের নিম্নে পদ্ম ফুট্‌তে দেখ্‌লাম, অদ্যাবধি যে ব্যক্তি এই স্থানে আস্‌বে, সে যেন অন্তিমকালে তোমার ঐ পাদপদ্ম দর্শনে বঞ্চিত না হয়। আমার দক্ষিণা নেবার কিছু নেই, যখন তোমাকে স্বচক্ষে দেখ্‌লেম, তখন আমি ত বৈকুণ্ঠে স্থান পাবই; কলিকালে পাপী জীবের উদ্ধারের

জন্য তোহাকে এই কষ্ট স্বীকার ক'র্ত্তে হবে। নিমাই ব'ল্লেন, দেব! আমি আর অধিক কি ব'ল্‌বো, আপনি যা ব'ল্লেন তাতো হবেই, আরও ব'ল্‌ছি, আপনার পুত্র নাই, আমিই আপনার পুত্ররূপে আপনার লীলাস্থানে থাক্‌লাম। যদিও নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ ক'রেছি, কালে ভাগীরথী সে স্থানকে স্বীয় গর্ভে লবেন, আমার প্রকৃত লীলার স্থান এই স্থানেই থাক্‌লো। আপনি আমার বিগ্রহ এই স্থানে প্রতিষ্ঠা করুন, অদ্যাবধি এই স্থানের নাম বিদ্যানগর হ'লো, যে কোন ব্যক্তি এই স্থানে এসে আমাকে দর্শন ক'র্ব্বে, তাকে আর যম দর্শন ক'র্ত্তে হবে না।

প্রভা। হ্যাঁলা! তবে কি নবদ্বীপের মাহাত্ম্য কালে থাক্‌বে না।

তরঙ্গ। ওলো! সার্ব্বভৌম তাও সুধিয়েছিলেন। তাতে আবার নিমাই ব'ল্লেন, নবদ্বীপ নিত্যধাম, লোকে দেখ্‌বে গঙ্গা ভাঙ্গ্‌ছেন, কিন্তু নবদ্বীপবাসী যেখানে থাক্‌বে, সেই নবদ্বীপ। জীবকে এই উভয় স্থানই দেখ্‌তে হবে।

প্রভা। আহা! তা নইলে আর লোকে দয়াময় ব'লে ডাক্‌বে কেন? কেউ ভজন সাধন কর্ত্তে পারুক আর নাই পারুক, নবদ্বীপে আর বিদ্যানগরে গিয়ে সেই বিগ্রহ দর্শন ক'ল্লেই নিস্তার পাবে। তবে চল্‌ ভাই, আমরাও বিদ্যা-নগরে যাই।

তরঙ্গ। হ্যাঁলা, তুই যে অবাক্ ক'ল্লি! প্রদীপ কাছে থাক্‌তে আবার উনুন ধরাবার জন্যে পাড়ায় আগুন চাইতে যাওয়া? বিদ্যানগরে গিয়ে যে ধন পাবি, সেই ধন যে সম্মুখে দাঁড়িয়ে! এখন চল্‌, আমরা ঐ পায়ে পড়িগে, যদি দয়া হয়। আর বৃথা কথায় কাটাস্‌নে।

প্রভা। চল্‌ ভাই।

উভয়ের হরহরির নিকট গমন।

তরঙ্গ। হে মাধব! হে শিবময়! আমরা যুগল রূপের স্তব কি ক'র্‌বো? জানিই বা কি? এ দাসীরা কি অন্তিমকালে ও যুগল চরণে স্থান পাবে?

কৃষ্ণ। মা! তোমরা আমাদের যেমন চিরকাল স্থান দিচ্ছো, তেমনি এবারও স্থান দিতে হবে। আমরা আর স্থান দেব কি, যেমন কৌশল্যা, কৈকেয়ী, সুমিত্রা, দেবকী, যশোদা, রোহিণী, তেমনি শচীমাতা, তরঙ্গলতা, প্রভালতা। যদিও এপর্য্যন্ত তোমাদের সন্তান হয়নি, আর বিলম্ব নাই, অচিরাৎ সন্তান হবে, তাদের হ'তেই কুল পবিত্র হবে। এক্ষণে আমরা বিদায় হ'লেম, আপনারা এ সকল গুপ্তকথা যেন প্রকাশ ক'র্‌বেন না।

তরঙ্গ। (যোড়করে) বাপ কৃত্তিবাস! বাপ পীতবাস! কাল রাত্রে যেমন অদ্বৈত ও নিমাইরূপে ডেকেছিলে, তেমনি আজ একবার এই মুখে মা ব'লে ডাক, সামান্য ছেলেয় মা ব'লে ডেকে আর আমাদের কি সুখ দেবে? যেমন সত্যতে অদিতিকে, ত্রেতায় কৌশ-ল্যাকে, দ্বাপরে দেবকীকে, কলিতে শচীকে মা ব'লে তাদের তাপ নিবারণ ক'রেছ, তেমনি চাঁদমুখে মা ব'লে আমাদের দুঃখ দূর কর।

হরহরি। মা! মা! মা!

তরঙ্গ। আজ ধন্য হ'লেম, আজ কাণ জুড়োলো, জগৎ যার সন্তান সেই জগৎপিতা আজ আমাদের মা ব'লে ডেকেছে। দেবগণ! তোমাদের অগোচর কিছু নাই, সকলে একবার হরি হরি বল।

প্রভা। বাপ! আর একটী বাসনা পূর্ণ ক'র্‌তে হবে, মা ব'লে দুটিতে দুজনার কোলে এস।

(তরঙ্গলতার কোলে কৃষ্ণ, প্রভালতার কোলে শিব)

প্রভালতা }
তরঙ্গলতা } বাপ! মা ব'লে ডাক।

হরহরি। মা! মা!

তরঙ্গলতা। এত সাধনা কার? আমাদের মত ভাগ্যবতী কে? আমরা মানবী না দেবী? না তা হ'তেও বেশী। বাপ কৃষ্ণ! আর যেন ভুলোনা।

এখন এস ঘরের ভিতর যাই; ক্ষীর ননী আছে, এই চাঁদবদনে দিয়ে মনসাধ পূর্ণ ক'র্‌বো।

গীত।

ওরে যাদুমণি ঘরে চল খাওয়াব ননী।
এসাধ পূরাতে হবে ব'লেছ যখন জননী॥
আমাদের ন্যায় ভাগ্যবতী, কলিতে কোন্ যুবতী,
করে বসতি, দেখি কেবল এক সতী,
সেই শচী চন্দ্রাননী॥

হরহরি। মা তবে চলুন, নবনী কেন, যা দেবেন তাই খাব চলুন।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবদ্বীপ ধাম। গঙ্গাতীর।

বিরাগ দণ্ডায়মান।

বিরাগ। (স্বগত) এই নবদ্বীপ ধামই বটে, নতুবা দর্শন মাত্রেই এমন আনন্দ হবে কেন? বৃন্দাবন হ'তেও এ ধামের মাহাত্ম্য বেশী ব'লে আমার বোধ হ'চ্ছে, বৃন্দাবনে কেবল যমুনানদী, এখানে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী তিন পবিত্রা নদী একত্রে প্রবাহিতা হ'য়ে নবদ্বীপকে আলিঙ্গন ক'র্‌ছেন। দুইপাশে সরস্বতী যমুনা, মধ্যে গঙ্গা, কত রঙ্গে খেলা ক'র্‌ছেন। দেখে বোধ হ'চ্ছে সুরধুনী কখন মাতার কোল পাননি, পিতার নিকট হ'তেই ব্রহ্মার কমণ্ডলে ছিলেন, এখন দুই মাতাকে পেয়ে তরঙ্গরূপ বাহু প্রসারণ ক'রে একবার যমুনা মার

কোলে, একবার সরস্বতী মার কোলে যাচ্ছেন, উভয় মাতাতেই সাদরে কন্যাকে ক্রোড়ে ধারণ ক'র্‌ছেন, সপত্নীগর্ভে হ'লে বোধ হয় মেয়ের এত আদর হ'ত না। কারু দ্বেষ নাই। আহা! ধন্য হরির লীলা। বৃন্দাবনে যমুনার ঘাটে স্ত্রীপুরুষে এলেই যেমন কৃষ্ণগুণ গান করে, এখানেও ঘাটে ঘাটে ভ্রমণ ক'রে শুন্‌লেম গৌরহরির গুণগান ক'র্‌ছে। কেউ ব'ল্‌ছে ছেলেটী যেমন দুষ্ট ছিল, তেমনি শান্ত হ'য়েছে; আগে গঙ্গার ঘাটে পূজা ক'র্‌বার যো ছিল না, ফুল নৈবেদ্য সব নষ্ট ক'র্‌তো, এখন যেন একটী দেবতা ব'লে বোধ হয়; কেউ ব'ল্‌ছে যদিও দুষ্টমি ক'র্‌তো, কিন্তু তাতে রাগ হ'ত না, নিমায়ের মুখ দেখ্‌লেই সকল রাগ দূরে যেত, হাজার নষ্টামি ক'রুক হরি ব'ল্লেই স্থির; কেউ ব'ল্‌ছে ওছেলে মানুষ নয় লো মানুষ নয়, কোন দেবতা ছল ক'রে এসেছে, পরকে হরি বলাবে ব'ল্‌ছিল; আহা! এবার কি মধুর লীলা! সকলকেই হরি বলাচ্ছেন। কতক্ষণে সে রূপ দেখ্‌বো, কতক্ষণে আমার পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নীগণকে দেখে নয়ন প্রাণকে শীতল ক'র্‌বো তাই ভাব্‌ছি। এই গঙ্গার ঘাটে যে আমার মাতা দয়া, পিতা ধর্ম্ম ও ভগ্নী ভক্তি এসেছিলেন, তার আর সন্দেহ নাই, চিহ্নও দেখ্‌তে পাচ্ছি, অনেকেই শিবলিঙ্গ পূজা ক'রে গিয়েছেন। যাই, নবদ্বীপ মধ্যেই প্রবেশ ক'রে অন্বেষণ করি।

[প্রস্থান

এই না পোড়ামা-তলা? তাই বটে, যে সকল লক্ষণ শুনেছি, সব তো মিল্‌ছে, বটবৃক্ষ-মূলে এই ঘট। যে মহাত্মা শ্রীনবদ্বীপ ধামে দেবীকে প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন, সেই রামভদ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণে কোটী কোটী নমস্কার। তাঁর বাক্যে বদ্ধ হ'য়ে পোড়ামা প্রত্যহ দুই মুহূর্ত্তকাল নবদ্বীপে বিরাজ ক'চ্ছেন। শুনেছি মাতার বিরাজ-কালে এই ধামে যে ব্যক্তি যে কার্য্য আরম্ভ ক'র্‌বে, সেই কার্য্যেই সে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'র্‌বে। (করযোড়ে) মাতঃ দক্ষিণাকালিকে! এ অধম যে বাসনা ক'রে নবদ্বীপ ধামে এসেছে, সে বাসনা যেন পূর্ণ হয়। মা! এই সময়টী কি তোমার বিরাজ-কাল হবে? দেবি! আমি তোমার মাহাত্ম্য কি জানি, শুনেছি

পণ্ডিতবর্গ তোমারে পূজা না ক'রে জলগ্রহণ করেন না, ছাত্রগণ পাঠ আরম্ভ-কালেও তোমাকে পূজা করে, পাঠ সমাপ্ত হ'লেও বিশেষ-রূপে তোমাকে অর্চ্চনা ক'রে গুরু কর্ত্তৃক উপাধি প্রাপ্ত হয়। ওমা হরিভক্তি-প্রদায়িনি! মহাবিদ্যে! বিদ্যাদাত্রি! একবার কৃপাচক্ষে এ পামরের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

গীত।

ভব-তারিণী মা পোড়া-মা।
তোমার মহিমা, শুনি যে অসীমা, নিত্য সিদ্ধ নিরুপমা॥
মা, কভু নাচিলে সমরে, অভয় দিয়েছ অমরে,
এখন তারিছ পামরে, কৃপাদৃষ্টি কর মোরে,
মূঢ় মতির তুমি মাত্র গতিগো শ্যামা॥

(ভক্তিদেবীর প্রবেশ)

ভক্তি। (পোড়া মাতাকে প্রণাম) দেবি! জগত্তারিণি! বাসনা-ফল-দায়িনি! দাসীর বাসনা পূর্ণ কর। মা! আমার মাতা, পিতা, ভগ্নী, সকলেই এখানে আছেন, কেবল মাত্র আমার প্রাণাধিক ভ্রাতা বিরাগকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। কৃপাময়ি! কৃপা ক'রে তাকে এনে দেও। সকলের বাসনাই পূর্ণ কর, আমি নিত্য নিত্য তোমার কাছে মাথা কুটি, আমার প্রার্থনা কি পূর্ণ ক'র্‌বে না? বিরাগের মুখ না দেখে ভুবন অন্ধকার দেখ্‌ছি! তারা শিবমোহিনি! যদি আমার ভাই বিরাগকে দেখ্‌তে পাই, তবেই ত জান্‌বো তোমার মহিমা আছে, নতুবা তোমার নামে কলঙ্ক হবে। মা! দেখো যেন বিরাগ আমার কলি কর্ত্তৃক ব্যথা না পায়। ভাই আমার কাউকে উচু কথাটি ব'ল্‌তে পারে না, কেউ প্রহার ক'র্‌লেও তার প্রতি রুষ্ট হয় না। পাছে পাপ কলি কর্ত্তৃক কষ্ট পায়, সেই ভয়েই প্রাণ কাঁদে। (রোদন)

বিরাগ। (স্বগত) তবে ত ইনিই ভগ্নী ভক্তি দেবী, নতুবা বিরাগ বিরাগ ব'লে রোদন ক'রে পোড়া মার কাছে মাথা কুটবেন কেন? বুঝ্‌লাম, মা পোড়া মা! তোমার মহিমার সীমা নাই। পেয়েছি, দিদি ভক্তিকে পেয়েছি। (দ্রুতবেগে গমন ক'রে ভক্তিকে প্রণাম।) দেবি! দাস আপনাকে প্রণাম ক'র্‌ছে।

ভক্তি। বৎস! তুমি কে আমাকে প্রণাম ক'ল্লে? তোমার সকল বাসনা পূর্ণ হ'ক্, শীঘ্র তোমার পরিচয় দেও।

বিরাগ। দিদি! আমাকে চিন্‌তে পাচ্ছেন না? আমি আপনার কনিষ্ঠ বিরাগ।

ভক্তি। কে বিরাগ! প্রাণাধিক! ভাই এসেছিস্? আমার সোণার চাঁদ! চাঁদমুখে আর একবার দিদি ব'লে ডাক্।

বিরাগ। দিদি, অনেক অন্বেষণের পর আপনাকে দেখ্‌তে পেয়েছি। দিদি, আপনি ত ভাল আছেন?

ভক্তি। ভাই! আমি ভাল আছি। আমাদের পিতা, মাতা, ভাই, ভগ্নী সকলেই ভাল আছেন। তাঁরা চৈতন্যদেবের আশ্রয়ে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে নিরাপদে কালযাপন ক'র্‌ছেন। যখন এসেছ, তখন সকলের সঙ্গেই দেখা হবে। এখন তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তোমার জীর্ণ শীর্ণ মলিন কলেবর কেন? আহা? তোমার লাবণ্য কোথায়? দেখে যে বুক ফেটে যায়, ভূমিশূন্য নরপতির ন্যায় তোমাকে শ্রীহীন দেখে যে শোক সম্বরণ ক'র্ত্তে পাচ্ছিনে।

বিরাগ। দিদি! কলির অধিকারে থেকে প্রাণ আমার কণ্ঠাগত হ'য়েছে, এই দেখুন অস্থিচর্ম্মাবশিষ্ট কলেবর। পাপাত্মা কলির দূত ক্রোধ আবার আমাকে বিনষ্ট ক'র্ত্তে এসেছিল, কেবল হরির নামের গুণে ত্রাণ পেয়েছি; যাক্ সে সব কথা পরে হবে, আপনি যে ব'ল্লেন শ্রীচৈতন্যচাঁদের আশ্রয়ে আমাদের পরিবারবর্গ সুখে আছেন, সে চৈতন্যচন্দ্রই বা কোথা? আর তিনি কে? কবেই বা অবতীর্ণ হ'য়েছেন? জন্মের পরেই বা কি লীলা ক'রেছেন? বিস্তার পূর্ব্বক আমাকে

বলুন, আমি না শুনে আর স্থির থাক্তে পাচ্ছিনে, কৃপা ক'রে বলুন। মকরন্দ-গন্ধ পেলে ভ্রমর যেমন পদ্ম অন্বেষণার্থ গন্ধ লক্ষ্য ক'রে ধাবিত হয়, চৈতন্যের কথা শুনে আমার মনও তদ্রূপ তাঁর গুণ শ্রবণে ব্যগ্র হ'য়েছে।

ভক্তি। ভাই! শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের কথা আমি সামান্য রমণী হ'য়ে কেমন ক'রে ব'ল্‌বো? তিনি যে কে, তা যখন সেই শ্মশানবাসী মহা দেবই জান্তে পারেন নাই, তখন আমার দ্বারা কিরূপ তত্ত্ব পাবে? তবে এই মাত্র ব'ল্‌তে পারি, ভক্তগণের প্রার্থনায় পাষণ্ড উদ্ধারের জন্যে সেই নিত্য নিরঞ্জন ভব-ভয়-ভঞ্জনকারী ভগবান্, বিশ্বম্ভর নাম ধারণ ক'রে এই নবদ্বীপ ধামে অবতীর্ণ হ'য়েছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে একচক্র গ্রামে অনন্তদেব নিত্যানন্দ নাম ধারণ ক'রে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। এঁরা কেবল ধরাতে হরিনাম বিতরণ ক'রে পাপীকে নিস্তার ক'র্‌বেন এই কল্পনা। ভাই! সে বিশ্বম্ভরের গুণ আমি এক মুখে কত ব'ল্‌বো?

শ্রীচৈতন্য চাঁদের গুণ কেবা বর্ণিবারে পারে।
জীবের ভয় গেল যেতে ভবপারাবারের পারে॥
সত্যযুগে নরহরি, ত্রেতায় হ'লেন হরি,
তার পরে দ্বাপরে শ্রীহরি, এখন গৌরহরি,
হরি ব'লে কেঁদে উঠেন বারে বারে॥
যেন কত অপরাধে, অপরাধী তাই আরাধে,
রাধে রাধে ব'লে ফুকারে।
দেখি নাই এমন ধারা, চক্ষে বহে শতধারা,
তার কাছে কি শ্রাবণের ধারা, হরির চক্ষে ধারা,
পায়ে ধারা, ধারায় ধারায় ধরা তারে॥
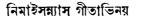
বিরাগ। দিদিগো! আপনার মুখে চৈতন্যদেবের কথা শুনে আর ইচ্ছা হ'চ্ছেনা যে, এ স্থান হ'তে অন্য স্থানে যাই। ব্যাধ-তাড়িত মৃগ যেমন বংশীধ্বনি শ্রবণ ক'র্লেই যেখানেই থাকুক না কেন, সেই খানেই স্থির হ'য়ে থাকে, অন্য কিছুতেই লক্ষ্য করে না, আমিও তেমনি বাসুদেব-চরিত্র শ্রবণ ক'রে শ্রবণ যুগলকে চরিতার্থ ক'রেছি। এই স্থানে বাসই যেন আমার পক্ষে বৈকুণ্ঠ সুখ ভোগ ব'লে বোধ হ'চ্ছে। এই পোড়া মার বটবৃক্ষের ছায়ায় ব'সে শ্রীহরি জন্ম বৃত্তান্ত হ'তে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত কি কি লীলা ক'র্লেন বলুন. না শুনে আর স্থির হ'তে পাচ্ছিনে। ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক তাড়িত শশ যেমন নিভৃত স্থান না পেলে স্থির হয় না, তেমনি কলি কর্ত্তৃক আমার পীড়িত মন হরি-বৃত্তান্ত না শুনে আর সুস্থ হ'চ্ছে না, বলুন।

ভক্তি। ভ্রাতঃ! যা কিছু জানি বলি শোন। এই নবদ্বীপ ধামে বৈদিক ব্রাহ্মণ কুলে ভগবান্ জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে ভগবতী শচী দেবীর গর্ভে শ্রীচৈতন্য চন্দ্র আবির্ভূত হন। ১৪০৭ শকে ৮৯২ সালের ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা তিথিতে সিংহলগ্নে সিংহ রাশিতে শুভ সন্ধ্যাকালে ভগবান্ জন্মগ্রহণ করেন। সেই দিন চন্দ্রগ্রহণ হয়, দেশস্থ বিদেশস্থ লোক সব গ্রহণোপলক্ষে গঙ্গাস্নানের জন্য নবদ্বীপে এসেছিল, সকলেই গ্রহণ কালে হরিধ্বনি ক'র্ছে, সেই হরিধ্বনি পূর্ণ নবদ্বীপে হরিষান্তঃকরণে হরি অবতীর্ণ হ'লেন।

বিরাগ। হরি বল, হরি বল। হরির জন্ম কথা, হরি বল, হরি বল। ভগবতি! শ্রীচৈতন্যচন্দ্র কি শচী মাতার প্রথম গর্ভের সন্তান?

ভক্তি। না, কোন্ কালে তিনি প্রথমে জন্ম গ্রহণ ক'রেছেন? কেবল রামাবতারে চতুরংশে জন্ম ব'লেই যা হ'ক, নতুবা পূর্ণাংশে অদিতির গর্ভের শেষ সন্তান শ্রীবামন, দেবকীর অষ্টম গর্ভের শেষ সন্তান শ্রীকৃষ্ণ, শচী দেবীরও দশম গর্ভের শেষ সন্তান শ্রীচৈতন্য। সকলের প্রথমেই তিনি, কিন্তু এখন সব শেষে তিনি, তিনি ভিন্ন শেষে আর কে আছে? শচীদেবী নবদ্বীপবাসী নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা

দেবীর উপর্য্যুপরি আট কন্যা হ'য়ে গত হয়, পরে বিশ্বরূপ এক সন্তান, তিনি বিবাহের নাম শুনে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ ক'রে চ'লে গিয়েছেন। বসুদেব সদৃশ দেব জগন্নাথ মিশ্র লীলা সম্বরণ ক'রে স্বধামে গমন ক'রেছেন, এক্ষণে দেবী শচী মাতার শ্রীচৈতন্যই এক মাত্র সন্তান। শ্রীহরি যেদিন জন্মগ্রহণ করেন, সে দিন নবদ্বীপে এমন লোক ছিল না, যে হরি বলে নাই, যবনেরাও উপহাস ছলে হরিনাম উচ্চারণ ক'রেছিল। হরি ধরাতে হরিনাম বিতরণ ক'র্‌বেন কি না, জীবে কেনই বা নীরবে থাক্‌বে? সেই বালক-হরি, জন্মের পর দিন দেহকে বৃদ্ধি ক'র্‌তে লাগ্‌লেন; হরিনাম ভিন্ন কিছুই শুন্‌তে চান না; নিজে রোদন করেন, লোকে যেই হরিবোল হরিবোল বলে, অমনি তাঁর চন্দ্রবদন প্রফুল্ল, হাসি আর মুখে ধ'র্‌ত না।

বিরাগ। নিজের ধন নিজে বিতরণ না ক'র্‌লে কি অন্যে অকাতরে দান ক'র্‌তে পারে? তার পর কি হ'লো?

ভক্তি। তার পর, হরির অন্নপ্রাশনের সময় উপস্থিত। সে সময়ে যা যা দিতে হয় মিশ্র মহাশয় দিলেন, হরি কেবল ভাগবত নিয়ে খেলারম্ভ ক'র্‌লেন। জ্যোতির্ব্বিৎ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁর নাম বিশ্বম্ভর রাখ্‌লেন; পাড়ার মেয়েরা তাঁর কাঁচা সোণার মত বর্ণ দেখে, আর হরি ব'ল্লেই হাস্‌তেন ব'লে গৌরহরি নাম রাখ্‌লেন; শচী দেবী মড়ুঞ্চে পোয়াতি ব'লে পাড়ার বৃদ্ধা রমণীগণ হরির নাম নিমাই রাখ্‌লেন; কেউ কেউ বলে হরি বাল্যকালে নিমগাছে দোল খেতেন ব'লে নিমাই নাম হ'য়েছিল; আর ভক্তগণ তাঁর নাম চৈতন্যচন্দ্র রক্ষা ক'রেছেন। সেই পূর্ণব্রহ্ম এক্ষণে এই চারি নামে সম্বোধিত হন। ভাই! আর কত ব'ল্‌বো?

বিরাগ। আহা! ভক্তগণ কি সুখের নামই রক্ষা ক'রেছেন। তা কেনই না ক'র্‌বেন? উৎকৃষ্ট বস্তুর নিকৃষ্ট নাম কে কোন্ কালে রক্ষা ক'রেছে? অতি উৎকৃষ্ট ফল আম্র, কেউ তার মধুফল নাম, কেউ রসাল নাম দিয়েছে; সুধার নাম মধু ও অমৃত; দুগ্ধের নাম পয়ঃ; দর্শনে অতি মধুর ব'লে

পদ্মের নাম কমল রক্ষা ক'রেছেন ; তখন শ্রীহরির প্রকৃত নাম গৌরহরি, বিশ্বম্ভর চৈতন্যচন্দ্রই বা কেন না রাখ্‌বেন ? হে বিশ্বম্ভর চৈতন্যচন্দ্র ! দাসে কৃপা কর। (ভক্তির প্রতি) দিদি ! হরির বাল্যলীলা কিছু বলুন, শুনে কর্ণ-কুহরকে পরিতৃপ্ত করি।

ভক্তি। ভাই ! হরির বাল্যখেলা কি কিছু জান না ? কৃষ্ণাবতারেও যেমন প্রতিবাসিনী গোপিনীদের গৃহে গমন ক'রে ক্ষীরনবনী চুরি ক'রতেন, গৌরহরিও তদ্রূপ বাল্যকালে প্রতিবাসীদের গৃহে গিয়ে কারু ছেলে কাঁদাতেন, কেউ ধ'র্‌লেই ব'ল্‌তেন হরি বল চুপ ক'র্‌বে, কারু ঘরে প্রবেশ ক'রে খাদ্যদ্রব্য ল'য়ে পালাতেন, ধ'র্‌লে অমনি নিতান্ত দীন হীনের মত ক্ষমা প্রার্থনা ক'রতেন। তাঁর লীলার কথা কি ব'ল্‌বো ? এক দিন মিশ্র মহাশয়ের বাটীতে একটী অতিথি আসেন, তিনি অন্ন প্রস্তুত ক'রে নয়ন মুদে নারায়ণকে নিবেদন করেন, অমনি সেই বালকরূপী শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সেই অন্ন ভক্ষণ করেন ; এইরূপ তিনবার অন্ন প্রস্তুত ক'রে তিনি নিবেদন করেন, তিন-বারই গৌরহরি ভক্ষণ ক'র্‌লেন। মিশ্র মহাশয় ও শচীদেবী তাঁকে সন্তান বোধে কতই তাড়না ক'র্‌লেন, এমন কি ঘরের ভিতর বদ্ধ ক'রে রাখ্‌লেন। অতিথির নিবেদন কালে বিশ্বম্ভর এসে ভক্ষণ করেন, শচী মাতার তাতে কত আতঙ্ক, পুত্রের অকল্যাণ হবে ব'লে যেন বায়ু-পীড়িতা লতার ন্যায় কম্পিতা।

বিরাগ। আহা ! মিশ্র ঠাকুর, শচীমাতা জানেন না যে, অতিথি তাঁর সন্তানকেই নিবেদন ক'রে দিচ্ছেন। কি বাৎসল্য ভাব ! হরি কি বাৎসল্য প্রেমে আবদ্ধ ! তার পর অতিথি কি ক'র্‌লেন ? আমার যে বড় আতঙ্ক হ'চ্ছে, পাছে অতিথি হরিকে কোন শাপ দেন ; হরি যে ব্রাহ্মণকে বড় ডরান।

ভক্তি। অতিথি ধন্য হবেন, শাপ দেবেন কেন ? অতিথিরও কার্য্য শেষ হ'য়েছে কি না, অতিথি যখন দেখ্‌লেন বালকটি ঘরের ভেতর রুদ্ধ হ'য়েছিল, আবার কি রূপে এসে অন্ন ভক্ষণ ক'র্‌লে, কেউ ত মুক্ত ক'রেও দেয় নাই, সামান্য বালক হ'লে কখন এরূপ

পারতো না, ভাল একবার ধ্যানস্থ হ'য়েই দেখিনা কেন; অমনি ধ্যানস্থ, ক্ষণেক পরেই অতিথির দুই চক্ষে শতধারা, এবং আমার সঙ্গে ঐক্য হ'য়ে গললগ্নীকৃতবাসে ব'লতে লাগ্‌লেন, হরিহে! এত প্রতারণা! দেখা কি দেবে না? এত অপরাধ কি ক'রেছি যে, ঐ শ্রীচরণে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হ'য়ে থাকবো? আর কত কাল এরূপ যাতায়াত-যাতনা সহ্য ক'রবো? এইবার নয় বিরক্ত হ'য়েই বল, আর তোকে আস্‌তে হবে না। আমি নরাধম, অকৃতি অভাজন, তোমাকে চিন্তে পারিনি, তাই সামান্য বালক ব'লে বোধ ক'রছি; তুমি ত্রিলোক-পালক, গোলোকপতি, তা আমি চিন্‌বো কি ক'রে!

গীত।

আমি নিজে অচৈতন্য।
সামান্য বালকের মধ্যে ক'রেছি তাই গণ্য॥
কৃপা ক'রে খেলে অন্ন, প্রার্থনা আর নাহি অন্য,
দিও শেষে পারের জন্য, শ্রীচরণ চৈতন্য॥

বিরাগ। আহা! এত কৃপা নইলে হরির কৃপাময় নাম হবে কেন? কৃষ্ণাবতারেও ঠিক এইরূপ ঘ'টেছিল, হয় ত সেই মুনিই এই বেশে এসেছিলেন। (প্রকাশ্যে) দেবি! তারপর সেই পরাৎপর অতিথিকে কি ব'ল্লেন?

ভক্তি। ব'ল্‌বেন আর কি, তিনি ভক্তের দাস, অমনি ইঙ্গিত ক'রে ব'ল্লেন, যাও তোমার চিন্তা কি, আমি তোমাতেই আছি। অমনি অতিথি আনন্দসাগরে ভাস্‌তে ভাস্‌তে শচীমাতাকে ব'ল্লেন, দেবি! আপনি ভয় ক'রবেন না, আমি এই অন্নই গ্রহণ ক'রছি, বালকের উচ্ছিষ্ট, উচ্ছিষ্টই নয়; অমনি তাড়াতাড়ি, পাছে সেই প্রসাদ আবার কেউ কেড়ে ন্যায়, এই ভয়ে শীঘ্র ভক্ষণ ক'রে হরি হরি ব'লতে ব'লতে চ'লে গেলেন।

বিরাগ। ধন্য অতিথি, তাঁর চরণে কোটী কোটী নমস্কার, যাঁর প্রসাদ বিরিঞ্চি কি বিরূপাক্ষ প্রাপ্তিজন্য লালায়িত, তাঁর প্রসাদ অতিথি মহাশয় অনায়াসে গ্রহণ ক'রেছেন। দিদি! তার পর হরি কি ক'র্লেন?

ভক্তি। এ দিকে দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পেতে লাগ্লেন। মিশ্র ঠাকুর মনের সাধে গৌরকে স্বর্ণালঙ্কারে সাজিয়ে রাখ্তেন। একদিন পথে ব'সে একা ধূলা খেলা ক'র্ছেন, এমন সময়ে দুজন চোর তাঁকে সন্দেশ দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে যায়, সেই অলঙ্কার গুলি হরণ কর্বার আর স্থান পায় না, ঘুর্তে ঘুর্তে আবার সেই মিশ্র ভবনেই এসে পড়ে, এই রূপ চার পাঁচবার চেষ্টা ক'রে বিফল-মনোরথ হ'লো। গৌরের মনোহারিণী মূর্ত্তিতে তাদের নয়ন মনকে মুগ্ধ ক'রেছিল।

বিরাগ। ধন্য হরিচোরাদের, কেবল যে আমরাই ঘুর্ছি তা নয়, হরিকে নিয়েও তারা ঘুরিয়েছে, দেখুন, ঘুরণী রোগ কি ভয়ানক! দিদি! সেই চোর দুজনা তাঁর মোহিনী মূর্ত্তিতেই মুগ্ধ হ'য়েছিল, তা হবে না কেন? পরম জ্ঞানী মহাযোগী মহাদেবকেই যে রূপে অজ্ঞান ক'রেছিল, সে রূপে আর সামান্য চোরকে মুগ্ধ ক'র্বে না? হরি যে মোহিনী হ'য়ে মুগ্ধ ক'র্তেই ভাল বাসেন।

ভক্তি। ভাই! সে মোহিনী মূর্ত্তিতে ত কেবল দেবতাগণকেই সুধা দিয়েছিলেন, তাতে অন্যে বঞ্চিত ছিল, এবার সেই কৃপার সাগর হরি জগন্মোহিনী মূর্ত্তি ধ'রে আপামর সাধারণকে হরিনাম-সুধা নেও নেও ক'রে বিতরণ ক'র্ছেন, এতে সুরাসুর বিচার নাই। সে মোহিনীরূপে শিব ক্ষেপেছেন, এ মূর্ত্তিতে জগৎ ক্ষেপ্লো।

বিরাগ। শুভে! এও শিব ছাড়া নয়, জগৎই শিবময় হবে, আর অশিব থাকবে না। তারপর?

ভক্তি। তারপর, বাল্যকালটীতে কিছু দুষ্টমী প্রকাশ ক'রেছিলেন, কিন্তু তাতে কেউ বিরক্ত হ'ত না, যে যত ক্রোধই করুক না কেন, গৌরের মুখ দেখ্লেই সকলে ভুলে যেত। ক্রমে উপনয়নের কাল উপস্থিত, যজ্ঞোপবীত হ'লো, গঙ্গাদাস বিদ্যানিধির কাছে বিদ্যা শিক্ষা ক'র্তে

লাগ্লেন, পরে ১৪২২ শকে ১৮ বৎসর বয়সে বিদ্যানগরে ভগবান্ বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট বিদ্যাভ্যাস। সে সময়ে সার্ব্বভৌম মহাশয়ের চতুষ্পাঠীতে রঘুনাথ, রঘুনন্দন, হরিদাস, শ্রীদাম গোস্বামী, চৈতন্যচন্দ্র, এই পঞ্চজন প্রধান ছাত্র ছিলেন, তারি মধ্যে আবার চৈতন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

বিরাগ। কার মধ্যে চৈতন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নন? স্বয়ং লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁর দাসী, তাঁর আবার বিদ্যাভ্যাস! আমি শুনেছি সেই সান্দীপনি মুনিই বাসুদেব সার্ব্বভৌমরূপে অবতীর্ণ। দিদি! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, কৃষ্ণাবতারে সান্দীপনি মুনির মৃত পুত্রকে এনে দিয়েছিলেন, এ অবতারে বিদ্যানগরে কি আশ্চর্য্য অলৌকিক ব্যাপার দেখালেন? যদি কিছু হ'য়ে থাকে বলুন।

ভক্তি। সে আশ্চর্য্য লীলার কথা কি ব'লবো? সার্ব্বভৌম ঠাকুর গঙ্গাজলে তর্পণ করেন, ছাত্রগণ প্রত্যহ কোশা তিল দিয়ে আসে; একদিন ছাত্রেরা ব'ল্লে, রোজ রোজ আমরাই দেই, আজ নিমাই কোশা তিল দেক্; পণ্ডিত সে দিন গৌরকেই কোশা তিল দিতে ব'ল্লেন। ভট্টাচার্য্যকে কৃতার্থ ক'র্বেন কি না, চৈতন্যচন্দ্র কোশা দিতে গেলেন, গঙ্গাজলে যতবার পদ বিক্ষেপ করেন, ততবার এক একটী সহস্রদল পদ্ম প্রস্ফুটিত হ'য়ে চৈতন্য-পদ ধারণ ক'র্তে লাগ্ল। ভগবান্ বাসুদেব তাই দেখে ভাব্লেন, এ ত সামান্য লোক নয়! গৌর কোশা দিয়ে ফিরে এলেন, কিন্তু সার্ব্বভৌমের মনে তাঁর পাদপদ্ম গাঁথা থাক্লো। পণ্ডিত তর্পণ ক'র্ছেন, কিন্তু জল যেন সেই গৌর-পদেই দিচ্ছেন, অভ্যাস প্রযুক্ত মন্ত্র আবৃত্তি মাত্র, মন সেই হরিপাদপদ্মেই থাক্লো।

বিরাগ। মন যে ভ্রমর জাতি, নীরস কাষ্ঠ ভেদ ক'র্তেও বিশেষ আসক্তি, আবার সুকোমল কমল-দলে ব'সেও মধুপান করে, দল ছিন্ন হয় না, পদ্ম পেলে ভ্রমর ত আর অন্য ফুলের মধু খায় না। যেমন মন ভ্রমরের শ্রেষ্ঠ, তেমনি হরি-পাদপদ্মও পদ্মের শ্রেষ্ঠ, সে ফুল ছেড়ে মন আর

অন্য দিকে যাবে কেন? তার পর চৈতন্যচন্দ্র তীরে উঠে এলে, পদ্ম তেমনিই থাক্‌লো, না লুপ্ত হ'লো?

ভক্তি। না, তাঁহার প্রত্যাগমনমাত্রেই পদ্ম লুকিয়ে গেল।

বিরাগ। তারপর চৈতন্যচন্দ্র কি ক'র্‌লেন?

ভক্তি। তারপর বাসুদেব তর্পণ সমাধা ক'রেই গৌরকে ডেকে একটী নির্জ্জন গৃহে উভয়ে ব'স্‌লেন। পরে নিমাইকে ব'ল্লেন, বাপ নিমাই! তোমাকে আমার একটি কথা রক্ষা ক'র্‌তে হবে; সেই কথা শুনে নিমাই হাস্‌লেন।

বিরাগ। অন্তর্যামী, তাঁর অগোচর কি আছে, সকলি জান্তে পাচ্ছেন, হাস্‌বেন বই আর কি ক'র্‌বেন; আমরাই কখন রোদন কখন হাস্য ক'র্‌ছি, সচ্চিদানন্দের হাস্য বই নিরানন্দ হবে কেন? তারপর?

ভক্তি। তাই দেখে সার্ব্বভৌম ব'ল্লেন, আর চক্র কেন? চক্রধর! জগতে তোমাকে চক্রী ব'লে ডাকে, এতে কি একটু লজ্জা হয় না? ছলনা ছেড়ে আমার প্রার্থনা শোন। এই ব'লে চক্ষের জল প'ড়্‌তে লাগ্‌লো, আর করযোড়ে ব'ল্‌তে লাগ্‌লেন।

গীত।

শুন নিমাইচাঁদ আমার প্রার্থনা হে।
বঞ্চনা, আর ক'রো না॥
তোমায় জেনেছি সবিশেষ, হ'য়েছে পাঠ শেষ,
(তর্পণ কালে পাদ পদ্ম দেখে)
(জগৎগুরু কাকে গুরু বল)
এখন দিয়ে যাও কিছু গুরুদক্ষিণা॥
ওহে গৌরাঙ্গ এ বাসুদেবে, আর কি দেবে,
যেমন ব'লেছ সে বসুদেবে,

তেমনি চাঁদ মুখে পিতা ব'লে, জল দে বাপ এ অনলে,
(আমি পুত্রহীন তাই বড় সাধ)
(আজ জগৎপিতার পিতা হব)
যেন না হয় আর আমার নরক-যন্ত্রণা ॥

বিরাগ। বুঝেছি বুঝেছি, তিনি যে পুত্র পুত্র ব'লেই পাগল, একবার মৃত পুত্র আনিয়েছিলন, এবার হরিকেই পুত্র ক'র্‌লেন, সকলি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। শুনে নিমাই কি ব'ল্লেন ?

ভক্তি। নিমাই ব'ল্লেন, পিতঃ! রোদন ক'চ্ছেন কেন ? আমি আপনাকে ব'ল্‌ছি, আমি আপনার এই ধামে নিয়তই থাক্‌বো, আপনার বংশ-ধরের কার্য্য ক'র্‌বো, আমা কর্ত্তৃকই এই পুরীতে প্রত্যহ দীপশিখা প্রজ্বলিত হবে। আমি যে আপনার পুত্র, তাকি আপনি জান্তে পাচ্ছেন না ? অদ্যাবধি এই স্থানের নাম বিদ্যানগর হ'লো। আপনি আমার একটী মূর্ত্তি এ স্থানে স্থাপন করুন, সে বিগ্রহ যে ব্যক্তি দর্শন ক'র্‌বে, তাকে আর যম-যাতনা পেতে হবে না। যে ব্যক্তি সন্ধ্যা কালে আমার মন্দিরে দীপ দান ক'রে আমার বিগ্রহ দর্শন ক'র্‌বে, সে হরিপদে স্থান পাবে। এই যে আপনার পুরীব প্রাঙ্গণ মধ্যে বৃক্ষ, এই বৃক্ষতলে এসে জীবে অগ্রে আপনাকে প্রণাম ক'র্‌বে, পরে আমার দর্শন পাবে, নতুবা অনিবেদিত বস্তু ভক্ষণের ন্যায় ফল গ্রহণ ক'র্‌তে হবে। অধিক আর কি ব'ল্‌বো, অদ্যাবধি এই বিদ্যানগর অবন্তীনগর সদৃশ হ'লো! দেব বাসুদেব সার্ব্বভৌমকে এইরূপে কৃতার্থ ক'রে পাঠ সমাধা ক'র্‌লেন। মিশ্র ঠাকুর পরে তাঁর পুত্র বিশ্বরূপের বিবাহ দিতে উদ্যত হ'লেন, বিশ্বরূপ এই কথা শুনে গৃহ পরিত্যাগ, শঙ্করারণ্য নামক এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে সন্ন্যাসী হ'য়ে গোপনে চ'লে যান। মিশ্র মহাশয় আর শচীদেবী পুত্রশোকে বড় কাতর, নিমাই পিতা মাতাকে শোকসন্তপ্ত দেখে ব'ল্লেন, সন্ন্যাসী হ'য়েছেন উত্তম,

তাঁ হ'তে পিতৃকুল উদ্ধার হ'লো, আমিই আপনাদের চরণ সেবা ক'র্‌বো।

বিরাগ। কি ব'ল্লেন? হুঁ—(দীর্ঘ নিশ্বাস)

ভক্তি। কেন ভাই! দুঃখসূচক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ক'ল্লে কেন?

বিরাগ। শুভে! ঐ কথাটী শুনে হঠাৎ আমার হৃদয় যেন কম্পিত হ'লো।

ভক্তি। ভাই! ভয় নাই, বাঞ্ছাকল্পতরু বাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌বেন। তার পর শোন, কিছু দিন পরে জগন্নাথ মিশ্র পরলোক গমন ক'র্‌লেন, শচী দেবীর একে পুত্রশোক, তাতে আবার পতিবিয়োগ-যাতনা, মৃতপ্রায়া হ'য়ে দিবানিশি রোদন করেন। গৌর বিধি পূর্ব্বক পিতৃশ্রাদ্ধ সমাধা ক'রে মাতাকে ব'ল্লেন, দেবি! রোদন ক'র্‌বেন না, কালের গতিই এইরূপ, চিন্তা কি? সেই দীনবন্ধুই আমাদের কুল দেবেন।

বিরাগ। আহা! মুগ্ধ-স্বভাবা শচীদেবী জানেন না যে, দীনবন্ধুই তাঁর সন্তান! পরে কি হ'লো বলুন।

ভক্তি। পরে গৌরাঙ্গ সপিণ্ডীকরণ সমাধা ক'রে ধর্ম্মপরায়ণ বল্লভাচার্য্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ ক'র্‌লেন। শচীর তখন বিশ্বাস হ'লো যে, গৌর আমার আর গৃহ পরিত্যাগ ক'র্‌বে না। পরে নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা কার্য্যে প্রবৃত্ত হ'লেন, ছাত্রসংখ্যার সীমা নাই, দেশ বিদেশে নিমাই পণ্ডিতের যশ ছুট্‌তে লাগ্‌লো, ক্রমে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকে গঙ্গার স্তবোপলক্ষে পরাভূত ক'র্‌লেন।

বিরাগ। পণ্ডিতের প্রথমেই যে মূর্খতা, তাঁর কাছে গঙ্গার স্তব রচনা ক'রে ব'ল্‌তে গিয়েছেন, জানেন না যে কোথা হ'তে গঙ্গার উৎপত্তি! যাক্, তার পর?

ভক্তি। তারপর সশিষ্যে নিমাই পণ্ডিত শ্রীহট্টে গমন করেন, সেই সময়ে লক্ষ্মীপ্রিয়ার সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়!

বিরাগ। একি অসম্ভব কথা, লক্ষ্মীপ্রিয়া সামান্যা নন, তিনি দেবী সত্যভামা লক্ষ্মীপ্রিয়া রূপে অবতীর্ণা, তাঁকে সর্পাঘাতে হত হ'তে হ'লো, এ যে বড় আশ্চর্য্যের কথা।

ভক্তি। ভাই! কেউ বলে পতির বিচ্ছেদ-সর্পে তাঁকে দংশন ক'রেছিল। বাস্তবিক তা নয়, লক্ষ্মীপ্রিয়া দেখ্‌লেন হরির এ লীলায় আমার আর নারী রূপে সুখলাভ হবে না, গৌরলীলায় কেবল সাঙ্গোপাঙ্গগণেরই সুখ, সেই জন্য ইচ্ছা ক'র্‌লেন, পুরুষ দেহ ধারণ ক'রে প্রভুর সেবা ক'র্‌বো। পরে অনন্তকে স্মরণ, অনন্ত সর্প আগমন ক'রেই লক্ষ্মীপ্রিয়াকে গ্রাস ক'ল্লে। সত্যভামাও তরঙ্গলতা নাম্নী ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে জগদানন্দ পণ্ডিতরূপে অবতীর্ণ হ'লেন। নিমাই বঙ্গদেশ হ'তে প্রত্যাগমন ক'রে পুনরায় সনাতন পণ্ডিতের কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ ক'র্‌লেন। অধ্যাপনা কার্য্যেই নিয়ত রত থাকেন দেখে, ভক্তবৃন্দ নিতান্ত দুঃখিত। চৈতন্য-চন্দ্রও মনে মনে ভাব্‌লেন, হরিনাম প্রচার ক'র্‌তে হবে, কিন্তু পুত্র হয়ে পিতার কার্য্য না করা নিতান্ত অন্যায়, এই ব'লে গয়াধামে পিতৃপিণ্ড দিতে গেলেন।

বিরাগ। আপন পদে পিতৃপিণ্ড, এ আবার কি!

ভক্তি। তা যদি ভাব, পিতাই বা কে, পুত্রই বা কে? নরলীলা নিজে না ক'র্‌লে নরে বিশ্বাস ক'র্‌বে কেন? গয়াধামে বিষ্ণুপদ চিহ্ন দেখেই গৌরের প্রেম ভাব বৃদ্ধি, ক্রমে গয়ার কার্য্য সব সমাধা ক'রে ঈশ্বরপুরীর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ ক'রে নবদ্বীপে প্রত্যাগমন ক'রেছেন, এখন কেবল বৈষ্ণবগণ সঙ্গে হরিনাম সংকীর্ত্তন ক'র্‌ছেন। অনন্তদেব নিত্যানন্দ নাম ধারণ ক'রে বীরভূম প্রদেশে একচক্র গ্রামে ভগবান হাড়াই পণ্ডিতের ঔরসে ভগবতী পদ্মাদেবীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ ক'রেছেন, তিনিও সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন ক'রে এক্ষণে নবদ্বীপেই বিরাজ ক'র্‌ছেন। ব্রহ্মা হরিদাসও এখানে এসেছেন; অদ্বৈত আচার্য্য, মুরারি গুপ্ত, জগদানন্দ, শ্রীবাস প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ সঙ্গে নানা রঙ্গে হরি সংকীর্ত্তন ক'র্‌ছেন, কৃষ্ণনাম শুন্‌লেই প্রেমে উন্মত্ত। এ লীলার কথা কত ব'ল্‌বো, যখন এখানে এসেছ, সব দেখ্‌তে পাবে।

বিরাগ। দেবি! আমার কি এমন ভাগ্য হবে যে, শ্রীচৈতন্যের লীলা দর্শন ক'র্‌বো? গৌরহরি কি আমাকে পদাশ্রয় দেবেন? তাঁর সাঙ্গো-

পাঙ্গ সহিত সংকীর্ত্তন শ্রবণ, সেই নৃত্য যোগে পদাঘাতোত্থিত রজোরাশি কি এ অঙ্গে লেপন ক'র্‌তে পার্‌বো ? পাষণ্ড উদ্ধার করাই যখন চৈতন্যচন্দ্রের সঙ্কল্প, তখন আমাকে কি কৃতার্থ ক'র্‌বেন না ?

গীত।

ধন্য কি চৈতন্য চাঁদ করিবেন মোরে।
হ'লেন গৌরহরি অবতরি, (বলেন হরিবোল হরিবোল)
(জীবে তরাইতে বলেন হরিবোল হরিবোল)
দেন পদতরি পামরে ॥
না দেখিয়া গৌরচাঁদে, নিয়ত আমার প্রাণ কাঁদে,
প'ড়েছি তাঁর প্রেম ফাঁদে ;
(একবার দেখাওগো দেখাওগো) (সেই গোরাচাঁদে)
অস্থির মতি গুমরে মরে ॥

ভক্তি। ভাই! যখন তোমার হরি-দর্শনে একাগ্রচিত্ত হ'য়েছে, তখন বাসনা পূর্ণ হবেই হবে, তবে সাধুসঙ্গ ভিন্ন কেউ কখন হরিচরণারবিন্দে স্থান পায় নি, তাই ব'ল্‌ছি, যদি তোমার হরি-দর্শনে বাসনা হ'য়ে থাকে, সাধুসঙ্গ কর। কাষ্ঠ সঙ্গে যেমন লৌহ ভাসে, পুষ্প সঙ্গে কীট যেমন দেবপদ প্রাপ্ত হয়, সাধুসঙ্গেও জীব তেমনি হরি-দর্শন লাভ করে। সাধুগণ যাকে আশ্রয় দেন, তাকে পাপে লিপ্ত হ'তে দেখ্‌লেও আবার তাকে মুক্ত করেন। সূত্রবদ্ধ কলসী যেমন জলমগ্ন হয়েও লোক কর্ত্তৃক আবার ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, জীবেও তেমনি পাপাসক্ত হ'লেও সাধু কর্ত্তৃক নির্মুক্ত হয়।

বিরাগ। এমন সাধু কে আছেন যে, তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করি? কলির অধিকারে আর সাধু আছেন ব'লেই আমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না, গৃহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হ'লে আর কি সে গৃহ মধ্যে কোন বস্তু দগ্ধ না হ'য়ে আছে বোধ হয়?

ভক্তি। সে কি ভাই! অগ্নি মধ্যেই যে অনেকের পরীক্ষা! সূর্য্যকান্তমণি, নীলকান্তমণি, হীরক, এ সকলকে অগ্নিতে দগ্ধ ক'রেই লোকে পরীক্ষা করে, তাতে কি তারা বিবর্ণ হয়? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে সাধু দেখেছ, কলিকালই তাঁদের পরীক্ষার সময়; এতে যিনি উত্তীর্ণ হ'লেন, তিনিই হরিপাদপদ্ম পেলেন। এ নবদ্বীপ ধামে অনেক সাধুকে দেখ্‌তে পাবে। ব্রহ্মা হরিদাস, তাঁকে দেখ্‌লেই জান্‌তে পার্‌বে যে, তেমন সাধু আর কখনও তোমার নয়নগোচর হয়নি। এখন তাঁর আশ্রয় গ্রহণ করগে; আর পিতা, মাতা ভ্রাতা, ভগ্নী, বন্ধু, সকলকেই তাঁর আশ্রয়ে দেখ্‌তে পাবে; তাঁর সঙ্গেই তোমার নিমাই দর্শন হবে। কখন হরিনামে মত্ততা, কখন কৃষ্ণ বিরহ জ্বালায় নিশীথ কালে সংকীর্ত্তন; হরির সে প্রেমের কথা কি ব'ল্‌বো? আজ শ্রীবাসগৃহে বৈষ্ণবগণে গৌরকে অভিষেক ক'র্‌বেন, পরে গৌর দরবার হবে, চল আমরা সেই শ্রীবাস-মন্দিরে যাই, ব্রহ্মা হরিদাসও সেইখানে আছেন, চল।

[প্রস্থান।

য় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নবদ্বীপ—শ্রীবাসের অঙ্গন।

নিমাই রাজবেশে সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট, বামে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। নিতাই ছত্রধর, গদাধর চামরব্যজক। হরিদাস, অদ্বৈত, শ্রীবাস; মুরারিগুপ্ত, মুকুন্দ,জগদীশ কর-যোড়ে দণ্ডায়মান।

অদ্বৈত। আহা! আজ শ্রীবাস-অঙ্গন যেন বৈকুণ্ঠধাম! ভগবান্ লক্ষ্মীকে ল'য়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট, অনন্ত স্বয়ং ছত্রধর, প্রহরী বিজয় গধাধররূপে এসে চামর-ব্যজক; নারদ, হনুমান্, গরুড়, ব্রহ্মা দাসগণরূপ গ্রহণ ক'রে কর-যোড়ে দণ্ডায়মান, অদ্য কি শোভাই হ'য়েছে! ধন্য শ্রীবাস, যে পীতবাসকে এমন ক'রে প্রেমডোরে বদ্ধ ক'রেছে! প্রভু গৌররূপে অবতীর্ণ হ'য়ে কেবল নরের ন্যায় দুঃখ ভোগ ক'র্‌ছেন। অদ্য আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ক'র্‌তে বাঞ্ছা-কল্পতরুর বাঞ্ছা হ'য়েছে। ভক্তগণ! নয়নে রূপ দেখ, আর বদনে জয় লক্ষ্মী-নারায়ণের জয়, হরিবোল হরিবোল বল, এমন দিন আর পাবে না। ধনীর সঙ্গে সকলেই প্রেম ক'র্‌তে চায়, দরিদ্রের সঙ্গে লোকে ভয়ে কথা কয় না, পাছে অর্থাদি ভিক্ষা করে; আমার দয়াল প্রভুর বরং ধনী অপেক্ষা দীনের প্রতি কৃপা বেশী, তা জগতেই ব্যক্ত, দীননাথ নাম ধারণ ক'রেছেন; কই কেউ ত ধনিনাথ ব'লে ডাকে না। জীবকে ধন দিয়ে পরীক্ষা করেন; যাকে ধন না দেন, তার কাছে কেবল ঐ কৃপার সাগর আপন নামই

শ্রবণ করেন; জীবে যত কষ্ট পায় ততই বলে হা দীননাথ, আমার ভাগ্যে কি এই লিখেছ? যদি আমাকে দীনের অগ্রগণ্য ক'র্‌লে, তবে সন্তান সন্ততি দিলে কেন? হরিহে! আমি কি এতই অপরাধী? যদি কোন ধনীর নিকটে ভিক্ষা ক'র্‌তে যাই, আমার অবস্থা দেখে কেউ আমার কথায় কর্ণপাতই করে না; লোকে ধনের ধনী হ'য়ে আমার কথা শুন্‌বে কেন? দরিদ্রেরা যখন এইরূপে রোদন করে, দয়ার জলধি কালে তাদের বাসনা পূর্ণ করেন; আমরা দরিদ্র, সকল রূপ ধনেই বঞ্চিত; অর্থ নাই, বিদ্যা নাই, শক্তি নাই, আমাদের মত সুদীন আর নাই; আজ দীননাথ তাই প্রেম ধন দিবার জন্যে রাজ-রাজেশ্বর বেশে কল্পতরু হ'য়ে ব'সেছেন। ভাই সব! যার যা প্রার্থনা, চাও, এখনি পাবে। আহা! এমন রূপ কি বৈকুণ্ঠ ব্যতীত আর কোথাও আছে? কৃপাময় নবদ্বীপকেও সেই বৈকুণ্ঠসদৃশ ক'রেছেন। কি শুভদিন!

গীত।

কি শুভদিন ভক্তাধীন শ্রীচৈতন্য রাজা।
দেখ বামে রাণী বিষ্ণুপ্রিয়া, বৈষ্ণবগণেতে প্রজা॥
অনন্তদেব ছত্রধর এই ক্ষীরোদ সাগর,
নইলে কেন এত সুধা থাকিবে প্রচুর,
যা রে মতি পদে ধ'রে যাচ আছে যা॥

গৌর। দেব অদ্বৈতাচার্য্য! আপনাকে আর দুঃখ প্রকাশ ক'র্‌তে হবে না; আমি আপনাদের অভিপ্রায় জেনেই এবেশে অবতীর্ণ হ'য়েছি। আপনাদের মুখে হরি সংকীর্ত্তন শ্রবণ ক'রে আমার আর আনন্দের সীমা নাই। শ্রীবাস, হরিদাস, মুরারি, জগদানন্দাদি, আপনারা সকলেই এই সভামধ্যে আছেন, আপনাদের গুণে আমি বিশেষ বাধ্য। একদিন শ্রীবাসকে পরীক্ষা ক'র্‌বার নিমিত্ত ব'ল্লেন, এই যে অবধূতকে (নিত্যানন্দকে

দেখাইয়া) আপনি গৃহমধ্যে রেখেছেন, আপনার পত্নী মালিনী দেবী প্রত্যহ আপন পুত্রের ন্যায় এই অবধূতকে স্বহস্তে আহার করান। এ ব্যক্তির বাটী কোথা, কি জাতি, চণ্ডাল কি যবন কিছুই স্থির নাই; একে ল'য়ে যখন এরূপ ব্যবহার ক'ল্লেন, তখন আমি আর আপনা'ক স্পর্শ ক'র্‌তে ইচ্ছা করিনে; হয় এই সন্ন্যাসীকে পরিত্যাগ করুন, নয় আমাকে ছাড়ুন। এই কথা শোন্‌বা মাত্রেই শ্রীবাস প্রেমাশ্রু পরিপূর্ণ লোচনে করযোড়ে আমাকে ব'ল্লেন, হরি হে! আর যার কাছে যে ছলনা কর না কেন, দাসকে আর প্রবঞ্চনা ক'রো না। ঐ নিত্যানন্দ যদি মদিরা এনেও পান করেন, তথাপি আমার অশ্রদ্ধার পাত্র নন, আমি বিশেষ জানি। তাই শুনে ব'ল্লেম, আপনার কি নিত্যানন্দের প্রতি এত বিশ্বাস? ঐ কথায় আমিও আর স্থির থাক্‌তে পা'ল্লেম না; অমনি শ্রীবাসকে গাঢ় আলিঙ্গন দান ক'ল্লেম। আপনারা আমাকে যেরূপে বাধ্য ক'র্‌তে হয় তা ক'রেছেন; এক্ষণে আমার বাসনা আপনারা পূর্ণ করুন; সকলকেই দেখ্‌ছি, কেবল আমার শ্রীধরকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে; কেউ অনুগ্রহ ক'রে তাঁকে এই স্থানে ডেকে আনুন।

শ্রীবাস। কোন্ শ্রীধর? কোন্ শ্রীধর? খোলাবেচা শ্রীধর?

গৌর। আর কোন্ শ্রীধর? এক শ্রীধর আমি, আর এক শ্রীধর সেই। সে আমার প্রাণাপেক্ষাও অধিক স্নেহের পাত্র, শীঘ্র তাকে ডাকৃতে পাঠান।

শ্রীবাস। আমরা কাকে পাঠাব? কাকে এ সুখ হ'তে বঞ্চিত ক'র্‌বো? সকলেই চিত্র পুত্তলির মত আপনার এই যুগল রূপ দেখ্‌ছে; এরা সকলেই যুগল রূপে পাগল; এ অবতারে ত এ বেশ একদিনও কেউ দেখ্‌তে পায় না; আজ চির সঞ্চিত আশা পূর্ণ ক'র্‌ছে; কেমন ক'রে কাকে ব'ল্‌বো তুমি যাও! ক্রীড়াসক্ত বালককে ক্রীড়া ত্যাগ ক'রে যেতে ব'ল্লে, সে কি যেতে চায়? যদিও যায়, সে কি ইচ্ছা পূর্ব্বক? ইচ্ছাময়! আপনার যাকে পাঠাতে ইচ্ছা হয় তাকেই পাঠান, এ রূপ দর্শনে বিচ্ছেদ কারু সহ্য হবে না ব'লেই বোধ হ'চ্ছে।

গৌর। আপনারা কি জানেন না যে, আমা হ'তেও হরিভক্ত বড়? আমি গদাধর পণ্ডিত আর জগদীশ পণ্ডিত মহাশয়কে ব'লছি, আপনারা গিয়ে শ্রীধরকে লয়ে আসুন, আপনাদের হৃদয়ে উপস্থিত প্রেমানন্দই থাকবে, তার বিচ্ছেদ হবে না।

গদা। দেব বাসুদেব! এ দাসকে যে অনুমতি ক'রলেন, তাতে আমি দাস হ'য়ে অন্যমতি ক'রতে পারিনে; কিন্তু আপনি রাজা, আমি দীন প্রজা, সামান্য কর দিতে এলেম, তাতো আপনি গ্রহণ ক'রলেন না, (করযোড়ে) কর যে আমার কাছেই বদ্ধ থাকলো, বদ্ধ ক'রেই কি থাকতে হবে?

গৌর। প্রাণ গদাধর! তোমাতে আমাতে কিছু ভিন্ন আছে কি? তবে এ কেন? তুমি আমাকে কর দেবে কি, আমি তোমাকে হৃদয় দেয়েছি, আমার হৃদয়ের ধন তুমি।

গদা। কি ব'ল্লেন? "হৃদয় দিয়েছি"? হৃদয় কৃষ্ণ! হৃদয় নিয়ে আমার কাজ কি? দেও যদি তবে পদদ্বয় দেও; বিধি বিরূপাক্ষের মনা-গার যে পদ, লক্ষ্মীর ধনাগার যে পদ, সেই পদ দেও, সামান্য কর যা আছে, সেই ধনাগারে অর্পণ করি, তা হ'লে পিতৃলোকের তর্পণকালে আর গঙ্গাজল জন্য ভাবতে হবে না; ঐ পদে আমার কর স্পর্শ হ'লে কূপোদক গ্রহণ মাত্রেই সে দেব-দুর্লভ গঙ্গাজল হবে; পিতৃলোকও তৃপ্তি লাভ ক'রে নিত্যধাম গোলোকধামে গমন ক'রবেন; বংশে কুপুত্র জন্মেছি, পাছে আমি পিতৃলোকের নরকের কারণ হই, সেই চিন্তাতেই কাতর।

গৌর। বুধবর! তোমার পিতৃলোক নরকে যাবেন কি, তোমাকে দেখে আমার পিতৃলোক তৃপ্ত হ'লেন। আমারও জন্ম সফল হ'য়েছে, নবদ্বীপ ধামও পবিত্র হ'লো। সাধে কি হৃদয়ের ধন বলি?

গদা। আবার ঐ কথা! এত প্রতারণা? হৃদয়ের ধন ব'লে আর বঞ্চনা কেন? তোমার হৃদয় পেলে আমার ফল কি? আর ও হৃদয়লাভে বাসনাই বা কার আছে? বলি লক্ষ্মীকে ত বারংবার হৃদয়ে স্থান দিয়েছ,

তিনি তা পরিত্যাগ ক'রে তোমার পদই বা প্রার্থনা করেন কেন? বিশেষ ও হৃদয় দর্শন ক'র্‌লে আমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ভৃগুমুনির প্রতি দ্বেষ জন্মে, শেষে কি ব্রহ্মহিংসা পাপে নরকস্থ হব? আর ফাঁকি দিও না; যদি হৃদয় দেও, তবে যে হৃদয়ে ঐ কমলা-সেবিত পদ দিবানিশি আছে, সেই ভক্তের হৃদয় দেও; তাও না দেও, ভক্তের মত হৃদয় এ নরাধমকে দেও, তাতেও কুণ্ঠিত হও—

গীত।

দেও দেও দেও কৃপা বিতরি।
আপদ্ বিপদ্ হরণ পদ, ভবের সম্পদ,
যে পদ ভবের তরিবারে তরি ॥
ব'সে দেখো না আর রঙ্গ, এ ভব তরঙ্গ, মাঝে—
প'ড়ে বড় হ'লো আতঙ্গ, কি হবে গৌরাঙ্গ,
ভবে আসা আশা হ'লো সাঙ্গ,
অঙ্গ ডোবে দেখ ত্রিভঙ্গ মুরারি ॥
(সঙ্গ পেলাম না ত, সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গ পেলেম না ত)
ডুবিলে, নামে কলঙ্ক তোমারি।
কেন হ'য়ে নিদয়, দিতে চাও হৃদয়,
হৃদয় নিয়ে আমি বল কি করি,
যদি হ'য়ে সহৃদয়, হৃদয় মাঝে আজ হওহে উদয়,
নয়ন মুদে তবে হৃদে পদ লইহে হরি ॥
(দেখ্‌তে পাব কিনা, শেষের সে নয়ন মুদিত কালে)
মতির সেই আতঙ্গ ভারি ॥

গৌর। গদাধর! তোমাকে আমার অদেয় কি আছে? তোমরা ভিন্ন আমার যে সব শূন্য, চৈতন্যকে চৈতন্য দিতে তোমরা বই আর

কে আছে? তোমার চিন্তা সে আমার চিন্তা; এক্ষণে শ্রীধরকে লয়ে এস।

গদা। বিশ্বম্ভর! যখন অভয় দিলেন তখন আর চিন্তা কি? এক্ষণে নিবেদন ক'রছি, শ্রীধরের নিবাস কোথায় তাতো জানিনে, তাঁকে চিনিনে, কেমন ক'রে শ্রীধরের দর্শন পাব? তিনি যখন ভক্ত চূড়ামণি, তখন এ নরাধম কি তাঁকে দেখ্‌তে পাবে? শ্রীধর কি আমার ডাক শুন্‌বেন, আমি কি শ্রীধরের সঙ্গ পাব? শ্রীধরের স্থান কি এ হতভাগ্যের চক্ষে প'ড়্‌বে? এখন শ্রীধর যদি শ্রীধরের পরিচয় দিয়ে দেন, তবেই ত ভক্ত শ্রীধরের কাছে যেতে পারে; নতুবা আমার বোধ হ'চ্ছে তিনি আমাদের হ'তে অনেক অগ্রসর হয়েছেন, কিরূপে তাঁর সঙ্গ পেতে পারি ব'লে দেন।

গৌর। কাকেও জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে হবে না; নিশিতে নবদ্বীপবাসী সকলেই নিদ্রাগত, কেবল একমাত্র শ্রীধরই কৃষ্ণহে কৃষ্ণহে ব'লে ডাক্‌ছে; পথ হ'তেই সে স্বর শুন্‌তে পাবেন; সেই স্বর লক্ষ্য ক'রে তাঁর কাছে যা'ন, দেখ্‌বেন অমন হরিভক্ত আর নাই, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে ডাক্‌ছে, আর দুই চক্ষে নিয়ত প্রেমধারা প'ড়্‌ছে, অন্য কথা ব'লে ডাক্‌লে সে তা গ্রাহ্য ক'র্‌বে না; কেবল এই কথা ব'ল্‌বেন, কৃষ্ণ তোমাকে ডাক্‌ছেন, এস।

গদা। যে আজ্ঞা, আমরা চ'ল্লেম। আসুন জগদীশ পণ্ডিত মহাশয়! যদি হরিভক্ত দর্শনে পবিত্র হ'তে চান, আসুন।

জগদীশ। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

শ্রীবাস। দেব! একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তিনি এত হরিভক্ত কিরূপে হ'লেন? যদি শ্রীমুখের আজ্ঞা হয় তবে শ্রবণ ক'রে কৃতার্থ হই।

গৌর। আপনারা কি তাঁকে জানেন না? তিনি দরিদ্র, বড় দীন ভাবে আছেন; কেবল থোড়, পাত, খোলা বিক্রয় ক'রে দিন যাপন করেন।

কখন কোন বস্তুর অধিক মূল্য লয়েন না, কখন মিথ্যা কথা কন না, সেই পত্রাদি বিক্রয়ের যে কড়ি পান, তাই দিয়ে অতিথি সেবা ও পরিবার প্রতিপালন করেন। প্রত্যহ সেই অর্থে কিছু মিষ্টান্ন কি ফলাদি ক্রয় ক'রে গঙ্গা দেবীকে অর্পণ করেন, তাঁর হৃদয়ে কৃষ্ণরূপ ভিন্ন অন্য রূপ কিছুই নাই।

শ্রীবাস। আহা! এমন ভক্ত এই নবদ্বীপধামে বাস ক'চ্ছেন! আমরা তাঁকে দেখছি বটে, কিন্তু তাঁর গুণগ্রাম কিছুই জানিনে; আজ তাঁর চরণ দর্শন ক'রে কৃতার্থ হব।

গৌর। মহাভাগ! তাঁর এত শ্রদ্ধা যে আমিও গিয়ে তাঁর বাটীতে সেই থোড় সিদ্ধ ভোজন ক'রেছি; একবার হিরণ্যকশিপু যখন প্রহ্লাদকে বিষপান ক'র্‌তে দেয়, তখন যেমন প্রহ্লাদের কাছে অমৃত খেয়েছিলাম, একবার ভরতের কাছে—লোকে যাকে জড়ভরত ব'লে ডাক্‌তো,—খো'ল সিদ্ধ অমৃত রূপে ভক্ষণ ক'রেছি, একদিন বিদুরের গৃহে যেমন তণ্ডুল চূর্ণ সুধারূপে ভক্ষণ ক'রেছিলাম, শ্রীধর গৃহেও তেমনি থোড় সিদ্ধ খেয়ে আনন্দিত হ'য়েছি। বাজারে খোলা থোড় নিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রত্যহ কলহ ক'রেছি; তিনি বিরক্ত হ'য়েও ব'লেছেন, ''হা কৃষ্ণ! কর কি?'' আবার উৎপাত ক'রেছি, অমনি ব'লেছেন "রাধাকৃষ্ণ! তোমাকে পাল্লেম না।''

শ্রীবাস। তিনি ভক্ত, ব'ল্‌বেনই ত; কেবল কৃষ্ণ ব'ল্লে আপনার মনস্তুষ্টি সম্পাদন করা যায় না; কেন না, আপনার অন্তর কৃষ্ণ, বহিঃ গৌর, ভিতরে কৃষ্ণরূপ, বাহ্যে রাধারূপ। একেবারে আপনাকে রাধাকৃষ্ণ না ব'ল্লে আপনাকে ডাকা হয় কই? শ্রীধররূপী বিদুর মহাশয় এখনও আস্‌ছেন না কেন? আর যে স্থির হ'য়ে থাকৃতে পাচ্ছিনে! এখন বোধ হ'চ্ছে নিজে ডাক্‌তে গেলে ভাল হ'তো—পাছে গদাধর জগদীশ তাঁর দেখা না পান।

অদ্বৈত। শ্রীবাস! চিন্তা কি, চিন্তামণির যখন ইচ্ছা হয়েছে তাঁকে এই স্থানে এনে আমাদের দেখাবেন, তখন তাঁকে এখানে আস্‌তে হবেই

হবে। বিশেষ তিনি সাধু, সাধুসঙ্গ হ'লে কেনই বা না আস্‌বেন ? জলগত-প্রাণ মৎস্যের স্বভাব আর সংসারমধ্যস্থিত সাধুর স্বভাব ঠিক সমান। যেমন জল বেগে নিম্নদিকেই যায়, এবং জলে যা ভাসে তাকেই নিম্নদেশে ল'য়ে যায়, কিন্তু মৎস্য সে জলবেগকে ভেদ ক'রে উজানই যায়, তদ্রূপ সংসারও জীবের অধঃপাত ক'র্‌তে চায়, অজ্ঞ পাষণ্ডেরা অধঃপতিত হয়, কিন্তু সাধু সেই সংসারকে ভেদ ক'রে উঠে হরি-পাদপদ্ম লাভ করেন। যদিও এই রজনীকালে সেই মহাত্মা শ্রীধরের পত্নী তাঁকে আস্‌তে বারণ করেন, তিনি তা শুন্‌বেন না।

(জগদীশ, গদাধর ও শ্রীধরের প্রবেশ)

অদ্বৈত। (অঙ্গুলি সঙ্কেত) ঐ দেখুন, জগদীশ ও গদাধর, শ্রীধর মহাশয়কে ল'য়ে আস্‌ছেন।

শ্রীবাস। ধন্য হ'লেম! ভাল শ্রীধর কি বলেন দেখা যাক্।

গৌর। আসুন আসুন, শ্রীধর মহাশয় আসুন। (পরিহাস পূর্ব্বক) দেখুন কেমন বাজার ব'সেছে, খোলা কই, থাক্‌লে খুব বিক্রয় হ'তো।

শ্রীধর। এমন রাজার কাছে এমন বাজার নইলে মান্‌বে কেন ? খোলা কই ব'ল্‌ছেন! থাক্‌লে বিক্রী হ'তো ? খোলা থাক্‌লে বিক্রয় হয় ত ?

গৌর। কেন হবে না ? দেন আমি ত আপনার পুরাতন ক্রেতা। দর বেশী ব'ল্লে নেব না ; তা'হ'লে তেমনি ক'রে কোন্দল ক'র্‌বো।

শ্রীধর। তুমি যেমন আমার একজন পুরাতন ক্রেতা, আমিও তেমনি তোমার একজন পুরাতন বিক্রেতা। ব'ল্‌ছো বেশী দর ব'ল্লে নেবে না, যদিও আগে বেশী দর বলি নাই, এখন আর না ব'লে থাক্‌তে পাচ্ছিনে। পূর্ব্বে সামান্য খোলা দিয়ে সামান্য ধন গ্রহণ ক'রেছি, কিন্তু এখন অন্যরূপ খোলা দিয়ে অসামান্য ধন গ্রহণ ক'র্‌বো। খোলা কই ব'ল্‌ছো, আমার সব খোলা, নবদ্বার খোলা—নেও, নবদ্বার অধিকার কর; আমার মন খোলা—ক্রয় কর। আমার হৃদয় খোলা ; এস, রাজা হ'য়েছ, রাজ্য অধিকার কর। রাজার রাজ্য শাসন নাই ; তুমি কেমন রাজা ?

অনেক খোলা বিক্রয় ক'ল্লেম, মূল্য দেও। কেন, আজ যে কাড়াকাড়ি ক'চ্ছো না? বেশী দাম দিতে হবে ব'লে? তা ছাড়্বো না। বিনিময় নইলে কেউ দ্রব্য দেয় না, কেউ পায়ও না। আজ অন্য বিনিময় নয়। আমার কাছে আর একটী খোলা আছে। আমার দেহ খোলা—সার নাই—বড় অসার—এমন খোলা আর নাই। তোমাদের যুগলরূপের পদ দেও। খোলা কেন? এই দেহ নেও, দেহ নেও (বলিতে বলিতে যুগলরূপের পদে পতিত)।

অদ্বৈত। সাধু সাধু শ্রীধর। বৈষ্ণবগণ! হরি হরি বল! ধন্য সাধন! ধন্য শ্রীধরের ভক্তি! ধন্য শ্রীধরের অর্পণ!

গৌর। একি একি একি! শ্রীধর! গা তোল। তোমার প্রার্থনা আমি পূর্ণ ক'র্‌ছি। এই নেও তোমার প্রার্থিত বস্তু নেও। তোমার দেহ যেমন আমাকে দিলে, তেমনি আমার দেহও তোমাকে দিচ্ছি। একবার প্রেমালিঙ্গন দেও, ধন্য কর—আমাকে ধন্য কর। (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন) শ্রীধররে গা তোল্—দে আলিঙ্গন দে—ওঠ্‌রে শ্রীধর ওঠ্।

গীত।

উঠরে জীবন শ্রীধর। এই দেহ মন প্রাণ
তোরে দিলাম ধর ধর॥
এই শ্রীবাস-অঙ্গন, মাঝে দেরে আলিঙ্গন,
তোর প্রেমে হ'য়েছি মগন, দেখুক গগনপথে
দেবগণ; আজ শ্রীধরে, কতইবা শ্রী ধরে,
দুর্ম্মতি হ'লে কিরে পায়রে শ্রীধর॥

শ্রীধর। প্রাণ গৌর! এতদিনে দয়া হ'লো? রাজা হ'লেই প্রজার প্রতি দয়া হয়। আজ কি তুমি নূতন রাজা? বিষ্ণুপ্রিয়া কি আজ নূতন রাণী? ব্রজবাসীরে যে রাধারাণী বই জানে না! তুমি যে বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর! লক্ষ্মীরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া মা যে বৈকুণ্ঠেশ্বরী! আমি যে তোমার বহুকালের

প্রজা! তোমার রাজ্যে বসৎ ক'রে অসৎ কর্তৃক যাতনা পাই, একি একবার দেখ না? এ রাজনীতি তোমায় কে শিখালে? কর দিতে পারিনে ব'লে কি আমার উপর ক্রোধ? দীন প্রজায় কর না দিতে পাল্লে কি রাজা তাকে রাজ্য হ'তে দূর ক'রে দেন? রাজার উচিত দীন জনকে পালন করা। এদিকে শুন্‌তে পাই দীনবন্ধু নাম ধারণ ক'রেছ; দীনবন্ধুর কাজ কর কই? এই কি তোমার দীনের প্রতি দয়া? আরতো তোমায় ছাড়্‌বো না! হৃদয়ের ধন হৃদয়ে রাখ্‌বো! দেখি আবার কিরূপে বঞ্চনা কর। (আলিঙ্গন)

গৌর। সাধুবর! আর আমাকে ভৎর্সনা ক'র্‌বেন না। কবে আমি আপনা ছাড়া হ'য়ে আছি? যখন মহাত্মা হরিদাসের সঙ্গেও আলাপ করিনি, তখন পর্য্যন্ত আপনার সঙ্গে আমোদ প্রমোদ ক'র্‌ছি। বাজারে খোলাপাত কাড়াকাড়ি স্মরণ হ'চ্ছে না? এক্ষণে আপনি আমার নিকট বর প্রার্থনা করুন, যা চাইবেন তাই দিচ্ছি।

শ্রীধর। পীতাম্বর! আর দেব ব'লে বঞ্চনা কেন? আর আমি কিছু চাইনে। সুধা ফেলে কে তিক্ত রস পান করে?

গৌর। যখন আমি বর দিতে চেয়েছি, তখন বর গ্রহণ ক'র্‌তেই হবে। আমার দর্শন বিফল হয় না; বর গ্রহণ করুন। চন্দ্র দর্শনে যেমন নয়ন সুধায় বঞ্চিত হয় না, তেমনি আমাকে দর্শন ক'র্‌লে কেউ প্রার্থিত বস্তু লাভে বঞ্চিত হয় না।

শ্রীধর। যদি নিতান্তই বর দেবে, এই বর দেও যে, সেই বাজারের মধ্যে যে ব্রাহ্মণটী নিত্য নিত্য আমার খোলাপাত কেড়ে নিত, সেই যেন আমার ঈশ্বর হয়; সেই বাজারে আমার সঙ্গে যে ব্রাহ্মণটী কলহ ক'র্‌তো, তারই চরণে যেন আমার মন দিবানিশি থাকে। এই বর প্রার্থনা। আর অন্য বর কিছুই চাইনে।

গৌর। আপনি দীনাবস্থায় বড় কষ্ট পেয়েছেন, আমার ইচ্ছা আপনাকে কোন একটী রাজ্যের ঈশ্বর করি।

শ্রীধর। কি ব'ল্লেন? "ঈশ্বর?" জগদীশ্বর! ঈশ্বর হ'তে চাইনে, এই

প্রার্থনা, তোমার ভক্তসমাজের দাসানুদাস হ'য়ে তাঁদের সঙ্গে থেকে দিবানিশি তোমার গুণগান শুনি; নিজেও যা পারি তোমারি গুণগান করি; আর কিছু চাইনে। (গললগ্নী-কৃতবাসে) এই প্রার্থনা যে, আর যেন ও পদ দর্শনে বঞ্চিত না হই।

গৌর। সে জন্য আর চিন্তা ক'র্‌তে হবে না; এক্ষণে আপনার স্বকার্য্য সাধন করুন; যে জন্য এক যোগে সকলে আগমন ক'রেছেন, সে কার্য্য এখনও কিছু হয় নাই। আপনারা সেই সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন। (হরিদাসের প্রতি) দেখ হরিদাস! যবনেরা আপনাকে বড় যাতনা দিয়েছে; বাজারে বাজারে প্রহার ক'রেছে; তথাপি আপনি তাদের প্রতি ক্রোধ না ক'রে কৃপা প্রকাশ ক'রেছেন; আপনি অনেক স্থানেই অনেককে হরিনাম দিয়েছেন। আপনি জন্মাবধি স্বকার্য্য সাধন ক'র্‌ছেন। আমি এ পর্য্যন্ত কিছুই পারিনি। যাই হউক, এক্ষণে যেমন আমার পূজা ক'র্‌লেন, আমার ইচ্ছা আপনাকে বর প্রদান করি; ইচ্ছামত বরগ্রহণ করুন।

হরিদাস। কৃপাময়! আর অন্য বর কি নেব, এই বর দেন, যেন আপনার ভক্তের দাস হ'য়ে ভক্তের পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ ভক্ষণ ক'রে কাল-ক্ষয় করি! আপনার ভক্ত উপবাসী থাক্‌লে যেন আমার উদরে কোন বস্তু না যায়।

গৌর। ধন্য হরিদাস! আপনার প্রার্থনাকে ধন্য। আপনি যা ভেবে এ প্রার্থনা ক'রেছেন তা বুঝেছি। ভক্ত উপবাসী থাক্‌লে আমার ভোজন হয় না; আমি ভোজন না ক'র্‌লে ত আপনি আহার ক'র্‌বেন না; এই অভিপ্রায়ে এ প্রার্থনা ক'রেছেন। ভক্তের ভোজনই যে আমার ভোজন; আপনার আহার ব্যতীত আমারই বা আহার হয় কই! যাই হউক আপনার বাসনা পূর্ণ হবে। যে জীবে একবারও আপনার সঙ্গে আলাপ ক'র্‌বে, সে অন্তিমে আমাকে লাভ ক'র্‌বে। আপনাতে আমাতে পৃথক্ নাই। যখন পাপাত্মা যবন আপনাকে প্রহার করে, তখন আমি চক্র লয়ে সে পাপ জীবদের শিরশ্ছেদন ক'র্‌তে যাচ্ছিলাম,

পরে দেখ্‌লাম আপনি তাদের ধন্য ক'র্‌বেন, সেই জন্য আর তাদের নষ্ট ক'ল্লেম না। আমি সুদর্শন চক্র দ্বারা আপনারই শরীরকে আচ্ছাদন ক'র্‌লেম; এক পলও আপনাকে ছেড়ে আমি স্থানান্তরে থাক্তে পারিনে, পার্‌বোও না। (সর্ব্ব বৈষ্ণবগণের প্রতি) এক্ষণে এই সভাস্থ বৈষ্ণবগণকেও ব'ল্‌ছি, আপনাদের বাসনা পূর্ণ কর্‌বার জন্যই আমি নবদ্বীপে এসেছি। আপনারা আমার প্রাণ, আপনাদের দেহই আমার দেহ; আমার—আপনাদের শয়নে শয়ন, ভোজনে ভোজন, সুখে সুখ, দুঃখে দুঃখ, আমি, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, হরিদাস, শ্রীবাস, মুরারি, বিজয়াদি সকলেই কোন যুগে কোন সময়ে ছাড়া নই। এক্ষণে যে জন্য আসা, সে আশা পূর্ণ ক'র্‌তে আপনারা যত্নবান্ হউন। দেব হরিদাস! দাদা নিতাই! আপনারা অদ্যাবধি এই নবদ্বীপ নগরের প্রতি ঘরে ঘরে হরিনাম সংকীর্ত্তন করুন; আর লোককে বলুন, আমরা আর কোন ভিক্ষা চাইনে, সকলে হরি বল, এ কথা বই আর কিছু ব'ল্‌বেন না; কারু অন্য কোন কথা শুন্‌বেন না; সন্ধ্যার সময়ে আমার কাছে আস্‌বেন; আমিও সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হব; আমরা কেবল গৃহ মধ্যে হরিনাম সংকীর্ত্তন ক'র্‌ছি, জীবের উদ্ধারের উপায় কিছুই দেখ্‌ছিনে! হরিনাম ঘোষণা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে আসুন, আমরা সকলে হরি সংকীর্ত্তন ক'রে রজনী অতিবাহিত করি; রজনীও শেষ প্রায়।

গীত—সংকীর্ত্তন।

হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ।
যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ ॥
হরি ধ্যান হরি জ্ঞান, হরি বিনে নাহি ত্রাণ,
(সবাই হরি নাম কররে ভাই)
(এমন দুর্ল্লভ জনম আর পাবে না)
হরি নামে হ'ক্ সমাধান, এই জনম ॥

মুকুন্দ মধুসূদন, মত্ত মূঢ় মৰ্দ্দন, মদন মনোমোহন,
মধুবন মধুকর, মণিমালামণ্ডন ॥
(হে মঙ্গলময়) (মূলে মীন মূৰ্ত্তি)
মণিমালামণ্ডন ॥
জয় যশোদানন্দন, জগবন্ধু জনার্দ্দন,
(যাতে যাতায়াত যায়রে ভাই)
(যে নাম যোগিগণে জপে সদা)
যোগিগণ জীবন, পুরুষোত্তম ॥

(গৌর মোহাবেশে পতিত)

অদ্বৈত। আজ আমাদের দেহ মন সব পবিত্র হ'লো। অন্যান্য দিন শ্রীমুখের সংগীত শ্রবণ ক'রেছি. এমন মধুর একদিনও বোধ হয় নি। যুগল রূপ দেখে নয়ন তৃপ্ত হ'লো, নাম সংকীৰ্ত্তনে কর্ণ জুড়ালো।

"অদ্য মে সফলং জন্ম, অদ্য মে সফলাঃ ক্রিয়াঃ।
অদ্য মে পিতরস্তৃপ্তাঃ, অদ্য মে পাবিতং কুলং ॥"

শ্রীবাস। ভগবন্ অদ্বৈত! আপনি কাকে কি ব'লছেন? নিমাই-চাঁদ যে অচৈতন্য! হরি নামে প্রভুর ত সংজ্ঞা থাকে না! এই দেখুন নয়নের জলধারা প'ড়ে ধরা কৰ্দ্দমাকার; প্রভু ত চৈতন্যশূন্য, সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসর।

অদ্বৈত। বৈষ্ণবকুলগৌরব শ্রীবাস! কাকে অচৈতন্য দেখছো? চৈতন্যদেব আবার অচৈতন্য? উনি আমাদের দেখাচ্ছেন রাজবেশেও যে আনন্দ, ধূলায় প'ড়েও সেই আনন্দ। নতুবা সচ্চিদানন্দ নাম ধারণ ক'রবেন কেন? হরির ইচ্ছা হ'য়েছে যে, একবার ভক্তের মুখে রাধা

নাম শুন্‌বেন। এস আমরা সকলে মিলে রাধা নাম করি। দেখি চৈতন্যদেব চৈতন্য পান কি না!

শ্রীবাস। আহা! দয়াল প্রভুর লীলা কে বুঝে? আসুন সকলে মিলে রাধা রাধা বলি।

গীত—সংকীর্ত্তন।

জয় রাধে শ্রীরাধে রাধে রাধা মোর প্রাণ।
জগদারাধ্যে, (কমলিনি) (রাজনন্দিনি)
কর মোরে ত্রাণ॥ জয়।
আদ্যাশক্তি তুমি রাধে, দেবাদি দেব আরাধে,
দাসে কি অপরাধে, (কৃপাময়ি) (প্রেমময়ি)
পদে না দেও স্থান॥ জয়॥

গৌর। (চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া) কই কই কই প্রেমময়ী রাধা কই? আমার প্রাণকৃষ্ণ কই? (উচ্চৈঃস্বরে) কৃষ্ণ! প্রাণনাথ! কোথা গেলে? দাসে বঞ্চনা ক'রে কোথা গেলে? শ্রীমতি! রাসেশ্বরি! বিনোদিনি! দেখা দাও। মুরলীধর! গিরিধর! বাঁকানাথ! দেখা দেও। দিলে না? দেখা দিলে না? (অদ্বৈতাচার্য্যের গলা ধরিয়া) প্রাণ অদ্বৈতাচার্য্য! আমার কৃষ্ণ কই, আমার প্রাণ রাধা কই, দেখাও; কোথা রাখ্‌লে দেখাও; লুকিয়ে রেখে আর যাতনা দিও না, দেখাও। দেখালে না? (হরিদাসের গলা ধরিয়া) দেব হরিদাস! তুমিই হরিদাস, আমি ত হরিদাস হ'তে পাল্লেম না, রাধাকৃষ্ণ ত আমাকে দয়া ক'ল্লেন না, আমি যে পেয়ে হারিয়েছি। দেব ঈশ্বরপুরীর কৃপায় আমি যে মোহন বংশীধারীকে দেখেছিলেম, আবার কি অপরাধে আমাকে বঞ্চনা ক'ল্লেন; আর কি পাব না? রাধাকৃষ্ণের চরণ কি আর পাব না? দেও আমার রাধাকৃষ্ণ আমাকে দেও; লুকিয়ে রেখেছ, নিশ্চয় লুকিয়ে রেখেছ, হাঁ বুঝেছি

সকলেই এক ধনের প্রার্থী। দেবে না? (শ্রীবাসের গলা ধরিয়া) শ্রীবাস! তুমিও কি আমার প্রতি নির্দ্দয়? আমার প্রাণ যে যায়! রাধাকৃষ্ণকে কোথায় রাখ্‌লে? দাও! (প্রেমাবেশে ক্রোধভাব) দেবে না? চোর! দেবে না? আমার কাছে চুরি! হৃদয় মধ্যে চুরি ক'রে রেখেছ? দিতে হবে ব'লে কথা ক'চ্ছ না! তোমার হৃদয় বিদীর্ণ ক'রে আমার হারান ধন রামকৃষ্ণকে নেব। (মুষ্টি দেখাইয়া) এই মুষ্ট্যাঘাতে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ ক'র্‌বো। দেও দেও! (নম্রভাবে) ভয় হ'য়েছে? বুক ফাট্‌বে ব'লে ভয় হ'য়েছে? শ্রীবাস! তোমার বুক ফাট্‌বে ব'লে ভয় হ'চ্ছে, আমার বুক যে ফেটে গেল! কই রাধা—কই কৃষ্ণ—আমার প্রাণ রাধাকৃষ্ণ (কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছা)।

অদ্বৈত। সাধু সব! আবার সেই নাম কর; এ ব্যাধির ঔষধ কেবল রাধা-নাম। বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকে যেমন কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে কাঁদিয়েছিলেন, নবদ্বীপে তেমনি শ্রীরাধা রাধা রাধা ব'লে কাঁদ্‌ছেন। ও দুয়ের খেলা ঐ দুজন ভিন্ন আর কে বুঝ্‌বে? বল, রাধা রাধা বল।

গীত— সংকীর্ত্তন।

জয় রাধে শ্রীরাধে রাধে রাধা মোর প্রাণ।

ইত্যাদি।

গৌর। (চেতনা প্রাপ্ত হইয়া নিত্যানন্দের প্রতি) দাদা নিতাই! (করযোড়ে) দেখেছ? আমার রাধাকৃষ্ণকে দেখেছ? কোথায় গেলেন ব'লে দেও; তোমার অগোচর ত কিছু নাই, ব'লে দেও।

নিত্যানন্দ। আমার অগোচর কিছু নাই, তোর অগোচর কি আছে? কার কাছে প্রতারণা ক'চ্ছিস? ভুলালে কি আমি ভুলি! আমি ত কখন তোর সঙ্গ ছাড়া নই! তোর ভাব ত সকলি জানি। ছলনা ছাড়্‌। দেখ, ভক্তগণ সকলেই কেঁদে আকুল; তুই রাধাকৃষ্ণ ব'লে কেঁদে একবার এর গলা ধ'র্‌ছিস্‌, একবার ওকে মার্‌তে যাচ্ছিস্‌, তুই ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা কর্‌ দেখি, তোকে, তারা কে কি ভাবে দর্শন ক'র্‌ছে।

গৌর। (হাস্য) নিত্যানন্দ! আপনি আমার কাছে না থাকলে আমার সব ভুল—সব মিথ্যা। (বৈষ্ণবগণের প্রতি) আপনারা কে কি রূপ দেখলেন বলুন দেখি। শ্রীধর! আপনি কি দেখলেন?

শ্রী। আমি দেখলাম নিধুবন মধ্যে রাধার সঙ্গে আমার বাঁকাশ্যাম মুরলী ধ'রে দাঁড়িয়ে আছেন; কোন সখী ছত্র ধ'রে আছে, কোন সখী চামর-ব্যজন ক'চ্চে, কেউ বনফুলের মালা গেঁথে যুগলরূপের গলায় পরিয়ে দিচ্চে, আর আমার মন-মধুকর যুগলরূপের পাদপদ্মে ব'সে মধুপান ক'চ্চে।

গৌর। মুরারিগুপ্ত! আপনি কি দেখলেন?

মুরারি। আমি দেখলেম নবদূর্ব্বাদলবর্ণ রাবণারি রঘুকুলতিলক রাঘব রামচন্দ্র রাজসিংহাসনে বিরাজিত, মাতা জনকদুহিতা বামে শোভিতা, লক্ষ্মণ ছত্রধর, ভরত ও শত্রুঘ্ন চামরব্যাজক, বশিষ্ঠ ও বামদেব আশীর্ব্বাদ ক'রছেন, আমি পদে পতিত হ'য়ে আছি।

নিত্যানন্দ। মহাত্মা মারুতি মুরারির মানবলীলা দেখতে মুরারি গুপ্ত রূপে অবতীর্ণ; উনি রামসীতার রূপ ভিন্ন আর কি দেখবেন? আর মুরারিগুপ্ত গুপ্ত নয়, ব্যক্ত হ'য়ে গেলেন। (মুরারির প্রতি) মুরারি! মনে আছে কি, যখন আমি লঙ্কামধ্যে শক্তিশেলাহত হ'য়েছিলাম, তখন তুমিই বিশল্যকরণী এনে আমার জীবন রক্ষা ক'রেছিলে? স্বয়ং সে ঔষধ চিন্তে পারনি ব'লে গন্ধমাদন পর্ব্বত মস্তকে ক'রে এনেছিলে, আমার চেতনা লাভের পরে তুমি ব'লেছিলে এবার ঔষধ চিন্তে পাল্লেম না, আর যদি কখন প্রভুর লীলা হয়, সে সময়ে বৈদ্য হ'য়ে জন্মগ্রহণ করব, যেন ঔষধ কি বৃক্ষলতাদি চিন্তে বাকি না থাকে; এবার তাই বৈদ্য হ'য়ে জন্মেছ। তবে এবার আমার ব্যাধি দেখে নিশ্চিন্ত কেন? ঔষধ দেও। আমি ভবরোগে বড় কাতর। মুরারি! ঔষধ দেও (বলিতে বলিতে মুরারিকে আলিঙ্গন); তোমার রামকে বল, এ রোগের জ্বালায় আর কত জ্ব'লবো। তুমি রামের প্রধান দাস, আমি তোমার দাসানুদাস, কৃপা কর।

বৈষ্ণবগণ। হরি হরি বল। ধন্য মুরারিগুপ্ত, অনন্তাশ্রয় পেয়ে ধন্য হ'লে।

গৌর। ভাই নিতাই! আর কেন? আমি তোমারি হ, এখন ক্ষান্ত হও, যে জন্য এসেছ তাই কর; জীবকে ভবরোগ হ'তে মুক্ত কর। রজনী শেষ হ'য়েছে, হরিদাসকে সঙ্গে ক'রে ঘরে ঘরে হরিনাম কীর্ত্তন করগে; আর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে হবে না, সকলের ভাবই বুঝেছি। যিনি যেরূপে দেখেছেন তাও জান্‌তে পাচ্ছি। (মুরারির প্রতি) আমার প্রাণ মুরারি! পাপাত্মা জীবগণকে উপদেশ দেবার জন্যই তোমার আগমন; এখন হরিনাম ক'রে জীবকে উদ্ধার কর; পুনরায় আবার তোমাকে এই বৈদ্যকুলে জন্মগ্রহণ ক'র্‌তে হবে, তখনও পাপাত্মা জীবকে হরিনাম দেবে। (অদ্বৈতের প্রতি) দেব অদ্বৈত! আপনাকে আবার বারেন্দ্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ ক'রে এই মুরারির অনুগত হ'য়ে হরিনাম প্রচার ক'র্‌তে হবে, কেন না আপনাতে আর মুরারিতে পৃথক্ নাই; আপনি স্বয়ং রুদ্র, মুরারিও রুদ্রাবতার; সেই জন্যই আপনাদের পরস্পরের সখ্যভাব, আপনি জন্মমৃত্যু বর্জ্জিত, মৃত্যুঞ্জয়, চিরঞ্জীব; এ কেবল লীলা খেলা মাত্র; আপনা ভিন্ন ধর্ম্মবিপ্লব কে নষ্ট ক'র্‌বে? দেব হরিদাস! আপনাকেও সেই সময়ে অবতীর্ণ হ'তে হবে, যবনরাজ্যে যবন হ'য়ে জন্মেছেন, শ্বেত পুরুষের অধিকারে শ্বেত পুরুষ হ'য়ে তাদের ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বৈরাগ্য আশ্রয় ক'রে প্রথমে তীর্থ পর্য্যটন, পরে হরিনাম বিতরণ ক'রে বৈকুণ্ঠে গমন ক'র্‌বেন। শ্রীধর! তোমাকেও ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ ক'র্‌তে হবে, তোমার এই দীনাবস্থাই থাক্‌বে; এই মুরারি গুপ্তই তোমাকে আমার লীলা বর্ণনা ক'র্‌তে ব'ল্‌বেন। অনেকে তা নিবারণ করায় তোমার মনে আতঙ্ক হবে, পরে স্বপ্নযোগে আমি তোমাকে ব'ল্লে, তুমি আমার এই লীলা বর্ণনা ক'রে সমাজে প্রচার ক'র্‌বে। শ্রীবাস! তুমিও বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ ক'র্‌বে এবং আমার পত্নীকর্ত্তৃক স্থাপিত বিগ্রহের মন্দিরেই তোমার বাস হবে, পরে লীলাসম্বরণ ক'রে বৈকুণ্ঠে গমন ক'র্‌বে; আমিও

সেই সময়ে অংশরূপে, শ্রাবণের কৃষ্ণপক্ষের অর্দ্ধ নিশিতে এই নবদ্বীপ ধামে ব্রাহ্মণকুলে যমজ হ'য়ে, ভগ্নীসহ অবতীর্ণ হব; ভগ্নী জীবন ত্যাগ ক'র্‌বেন, আমি কিছুকাল নবদ্বীপে থেকে, হরিগুণ গান ক'রে জীবকে উদ্ধার ক'র্‌বো। দাদা নিতাইও এই নবদ্বীপে রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণকুলে জন্ম-গ্রহণ ক'র্‌বেন, নিয়ত আমার সাহায্য ক'রে হরিনাম বিতরণ ক'র্‌বেন। নাম প্রকাশ হবে না; সকলেই গুপ্তভাবে কাল যাপন ক'র্‌বেন, কেবল সাধুগণ তাঁদের চিন্তে পার্‌বেন। এক্ষণে প্রাতঃকালে হরিসংকীর্ত্তন ক'রে চলুন গঙ্গাস্নানে যাই।

গীত—সংকীর্ত্তন।

জয় হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বল রসনা।
(ওরে রসনারে কৃষ্ণ বলরে)
এমন মধুর নাম আর খুঁজে পাবে না॥
মথুরাকান্ত মুকুন্দ, গরুড়ধ্বজ গোবিন্দ,
পাই পদারবিন্দ, এই বাসনা॥

[সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নবদ্বীপের রাজপথ।

জগাই মাতালের টলিতে টলিতে

ভাঁড় হস্তে প্রবেশ।

জগাই। যতই কেন মাল টানিনে, নেশা আর হয় না। দুর র—র—র, হয় ত শুঁড়িবেটা দুর—র—র—র, জল দিস্। কোথায় তর—হ'য়ে যাব;

না সদাই গলা ঘর—র—র—র—র—র--র করে। এবার ধর—র—র—র মার—র—র—র ক'র্‌বো; শালা যদি—যদি জল দিস্, তা তোর—র—র—র ইবা দোষ কি, ভাটী নামাতে ত আর কশুর—র—র—র নেই, তোর—র—র—র—র—র—র--র যে উজান ভাটী আছেই। নদের সকল বেটাই মাল টানে, তা হর—ব—র—র দোম; জগা মাদার ঘাড়ে হেগে দিয়েছে। বাবা, ছচি দিদির ছেলে নিমে বেটা এত লোককে বৈরাগী ক'চ্ছে আর নদের বামুন পণ্ডিতদের বৈরাগী ক'র্‌তে পারে না? তা হ'লে পেট ভ'রে মদ খেয়ে বাঁচ, যত বেটারা বাহ্যে যাবার—র—র—র নাম ক'রে গাড়ু হাতে ক'রে যায়, গাড়ু ভ'রে ভ'রে মদ নিয়ে আসে, একবার—র—র—র পথের মাঝে পাই, তা হ'লে অমনি তুগালে তুটী চড়--র—র মের—র—র--রে গাড়ু নিয়ে চক্ চক্ চক্ ক'রে সব মাল টেনে ফ্যালাই। বেটাদের জ্বালায় পাঁটার মাস তো পাবা-রই যো নেই; আবার বাজারে কেটো কাছিমের মাসও আক্রা ক'রে ফেল্লে। নাইতে যায় আর বাজারে মেছোদের মেছুনিদের স্থাকড়া ফেলে দেয়, ইশারা থাকে, এক পয়সার মাছ দিস্ ব'ল্লেই সে শালা শালীরেও তয়ের—র—র, অমনি বেঁধে ঠিক ঠাক ক'রে রাথ্‌লে। কাকে গু খান ঘাড় হ্যাঁট ক'রে, ভাবেন কেউ দেখ্‌তে পাচ্ছে না। আরে শালা! তোর যে ঠোঁটেতে গু। যখন স্থাকড়া দিলি তাও সকলে দেখ্‌লো, যখন মাল বাঁধ্‌লো তাও লোকে দেখ্‌লো; এ লুকো চুরির ফল কি বাবা? আমরা বাবাকে ডরিয়ে চলিনে; বাবা, খুড়ো, জ্যাঠা রেয়াত করিনে; মদ খাব মজা মার্‌বো, এতে কেউ কিছু বলে, মা'র-র-র-র লাটী শালাকে। হাঁ বাবা! বাপের কুপুত্তুর-র-র, নিতে শালা আর মোছলমানবেটা আমা-দের বৈরাগী হ'তে বলে! তা হ'লে ওদের মজাদার হয়, মদের দর সস্তা হয়, দেদার মদ খেতে পায়; নিতে বেটার রাত দিন চোক রাঙ্গা, নেশায় ভোর-র-র-র, আট-পোর-র-র রাত মদ খায়, আর চ্যাচা চেঁচি করে। তা বাবা, জান্ একদিকে, আর টান্ একদিকে; মদটী ছাড়্‌তে পার্‌বো না। বেটাদের ধ'র্‌তে পাল্লে জন্মের মত মাতাল ক'রে রাখ্-

তাম; একে বারে ভূঁয়ে ঢ'লে প'ড়ে থাক্‌তো, আর উঠ্‌তে হ'ত না। বামুন ব্যাটাদের হর-র-র-র রোজ বদমাইশি! গলায় গলায় টানে, আবার মদের দোষ! আজ ইনি সুরাকে শাপ দিলেন, কাল উনি শাপ দিলেন; কই শাপ দিয়ে আট্‌কে রাখ্‌তে পারিস্‌নি? আবার-র-র-র সঙ্গে সঙ্গেই শাপ উদ্ধার! বাব' তোমাদের দোরে হাগ্‌তেই বা কে বলে, ফেল্‌তেই বা কে বলে? দেখ্‌ মার্‌ কর্‌ বেটাদের। (চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া) বাহা-আ-আ একাই যে, মাদা কোথা গেল? ওরে মাদা! মাদা! ও মাদা!

নেপথ্যে শব্দ।

যাচ্ছিরে দাঁড়া।

জগা। আবার দাঁড়াবে কেন? তুই ক'চ্ছিস্‌ কি? মালটুকু বুঝি ফুরিয়ে ফেল্লি? ও মাদা! মাদা!

(মাধার প্রবেশ)

মাধা। সবুর-র-র-র-র।

জগা। সবুর-র-র-র কেনরে শালা? মালটুকু টেনে সবুর-র-র-র।

মাধা। মাল কি আমি এক পাত্রও কখন একা টেনেছি? তাই ব'লছিস্‌ বেটা হারামজাদা?

জগা। তবে পিছিয়ে ছিলি কেনরে শালা?

মাধা। পিছিয়ে ছিলাম, একটা লোক ধোপ ধাপ কাপড় প'রে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তুইতো ডাইনে বাঁয়ে তাকাস্‌নে; আমি দেখে ভাব্‌লেম বুঝি আজ খরচ জুটে গেল, কোন বামুন নেমন্তন্ন হ'তে বাড়ী আস্‌ছে, বেটাকে ঠিক ক'রে দিই। লাঠি বাগিয়ে আছি, কাছে আস্‌তেই দেখ্‌লাম, কেশে মামা বক্কাল কিনে নিয়ে বাড়ী যাচ্ছে।

জগা। বলিস্‌ কি! কিছু বলিস্‌নি তো? তা হ'লে আর ভাটী মুখো হ'তে পার্‌বো না,—লজ্জায় ম'রে যাব।

মাধা। হাঁ! তা কি ব'লতে পারি? সে দেখেই ডেকে ব'ল্লে, কেরে মাধা ভাগ্‌নে? আমি অমনি লজ্জায় জড় সড়, বরং বাবাকে এক ঘা মার্‌লে মার্‌তে পারি, তাতে লজ্জা হয় না; লোকে ব'ল্‌বে, বুড়ো বেটা কোন দোষ ক'রেছে। এ ত তা হবার যো নেই; বাবা! অমরা হাত্ত মার্‌বো, সে ভাতে মার্‌বে।

জগা। হাঁ বাবা, মামার বাড়ী! মরণ জেওনের কাটী তাদের হাতে! তার পর কি ক'ল্লি?

মাধা। তার পর সে ব'লতে না বলতে লাটী গাছটী বনের ভেতর ফেল্লাম, ব'ল্লাম ভয় কি চ'লে যাও, মার্ত্তে মার্ত্তে।

জগা। ভাল মোর বাবা, কেশে মামার উত্তরসাধকের কাজ ক'রেছিস্। সে সিদ্ধ হ'লেই আমরা সিদ্ধ! নইলে আসেদ্ধ মাল দেবে, কড়ি নেবে, গা কাম্‌ড়ে ম'র্‌বো, নাক্ দিয়ে জল ঝ'র্‌বে।

মাধা। সে কথা আর এক মুখে ব'ল্‌ছিস্! যা হ'ক্ মা কালী বড় মান বাঁচিয়েছেন। বামুন ব'লে মেরেছিলাম আর কি! আমি কি জানি, আমাদের কুল-পুরোহিত শুঁড়ী মহাশয় আস্‌ছেন?

জগা। মাধা! কালী যেমন মান রক্ষা ক'রেছে, তেমনি তাঁর নাম করি আয়।

মাধা। বেশ, ব'লতে আরম্ভ কর্।

জগা। কোন্‌টা গাই?

মাধা। কোন্‌টা গাই, কোন্‌টা বলদ, তা আমাদের ল্যাজ তুলে দেখে কাজ কি! একটা হালি রামপ্রসাদী শিখেছিস্ যে, সেইটে গা।

জগা। তারা তোমার, সেইটে?

মাধা। হাঁ।

জগা। আচ্ছা।

গীত।

তারা তোমার বাবা শুঁড়ি।
তাই তার বাড়ী যাও গুড়ি গুঁড়ি॥

আমরা বাবা ব'ল্‌তে ব'ল্লেই অমনি ব'লিস্‌ খুড়ি খুড়ি।
(তারাগো ওমা শুড়ীর জম্মা)
তবে জোর ক'রে তোয় বলাই বাবা দিয়ে ফুট্‌ কড়াই মুড়ি,
পেটের ছেলে পেটে রাখি না, বলি কত মা খুড়ী॥
(তারা গো ও নির্ব্বংশের বেটী)
আবার কোন্‌ ফাঁকে যাস্‌ শুড়িবাড়ী, আমি মনাগুনে পুড়ি,
শুঁড়ি শালা হ্যাক্‌মতেতে তোয় যেন বানিয়েছে ঘুড়ী।
(তারাগো কত লাট্‌ খেলি মা)
আবার যেখানে সেখানে উড়িস,
কাছে আসিস টানলে দড়ি॥
শুড়ীকে যে বলে মামা, বুদ্ধি তার থোড়া থুড়ি,
(তারাগো সে তেজ্য পুত্র)
কোথায় মামায় মাকে পয়দা করে,
দেখি নাইতো গোড়াগুড়ি॥
ধ'ল্লে শুঁড়ি আগ্গা মহাশয়, আয়ি তোর মা শুঁড়ি ছুঁড়ি,
(তারাগো বাগোবা ক্যা মজাদার)
হাসি রাম প্রসাদ কয় সাধ মিটিয়ে আয়ির সঙ্গে কর ফুক্কুড়ি॥

মাধা। আহা! রামপ্রসাদের নইলেও গান! ঐ নিমে, নেতা, অদো, ছিরে, ওরা যে গান করে, গান ক'চ্ছে কি ভ্যাড়ার গোয়ালে আগুন দিয়েছে, কিছুই বুঝ্‌তে পারিনে; আবার দোর দিয়ে চেঁচায়!

(জগার প্রতি) নয় জগা? বেটারা হয় ত লুকিয়ে মদ কিনে এনে ঐ রকম করে।

জগা। সুত তাই! তার সঙ্গে আবার মেরে মানুষ; ও বামন বেটা-দের কথা ক'স্‌নে, আমাদের হ'লেই বলে প্রাশ্চিত্তি কত্তে হবে, ফের পইতে দিতে হবে, আর ওদের বেলায় মাকড় মাল্লে বোকড় হয়; কেবল কড়ি নেবার ফিকির।

মাধা। বেটাদের হিসেব জ্ঞান কত! কথায় কথায় বলে, একবা'র যোগে গঙ্গা নাইলে কোটীজন্মের পাপ ক্ষয় হয়। আরে বেটারা! তা হ'লে হিসেব ক'রে দেখ্‌লেখি চিরকাল পাপ ক'ল্লেও পুন্নি ফাজিল বইত বাকি হবে না; কেবল নষ্টামি, আমরা রোজ গঙ্গা নাই, তবে আমরা হাজার গরু মারি, বামুন মারি, পাপ কিসের?

জগা। সে দিনে মারতাম, ভাগ্যে ভাগ্যে পালিয়ে বাঁচ্‌লো; একটু নেশার জোর-ব-র-র হ'যেছিল, ট'লে প'ড়্‌তে লাগ্‌লাম; শালা সে দিন জিনিসটে দিয়েছিল ভাল, আজ কেবল জল।

মাধা। আজ হ'লে এমন লাঠি হাঁকাতাম, তার বাবার নাম ভুলিয়ে দিতাম; সেই দিন হ'তে খুঁজ্‌চি, দেখ্‌তে পাচ্ছিনে; বুড়ো বেটা বাড়ীর ভেতর ঢুকে নেড়া বেটাকে কত গা'ল দিতে লাগ্‌লো, শুন্‌লি ত? আর আস্‌বে না, নেড়া বেলতলায় ক'বার যায়!

জগা। আমরা জগা মাধা, আমাদের বলে কিনা হরি বল!

মাধা। দূর! কি নাম ক'লি; শাটে শোটে ব'ল্‌তে পাল্লিনে, থুড়ি থুড়ি।

জগা। তাইতো হরিনাম ক'রে ফেলেছি, কি হবে?

মাধা। এক পাত্র মদ খা, সব সেরে যাবে, আর বলিস্‌নে; এবার ব'ল্লে বড় সহজে সার্‌বে না, মাথা মুড়াতে হবে!

জগা। হাঁ মাদা! এক পাত্র মদ খেলে কি ও পাপ যাবে? তাতো বোধ হ'চ্ছে না; চল্‌, ফের শুঁড়িবাড়ী যাই, ব্যবস্থা নেইগে; একপাত্র কি, এর জন্যে যদি আমাকে এক কলসী মদ খেতে হয় তাও খাব, চল্‌ শুঁড়ি-বাড়ী যাই।

(নিত্যানন্দের প্রবেশ)

মাধা। (দূরে নিত্যানন্দকে দেখিয়া) জগা! সেই সন্ন্যাসী বেটা বুঝি আসছে; ধর বেটাকে।

জগা। কই, কই, ও সেই কি? (নিতাইয়ের প্রতি) তুই কেরে, কে যাচ্ছিস্?

নিত্যানন্দ। (স্বগত) আজ আবার জগাই মাধায়ের সম্মুখে প'ড়েছি, তা বেশ হ'য়েছে; আজও ওদের বলি, তোমরা হরি বল। যদি এদের উদ্ধার ক'র্‌তে না পাল্লেম, তা হ'লে আর শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের মাহাত্ম্য কি থাক্‌লো? সে দিন আমাকে আর হরিদাসকে মার্‌তে গিয়েছিল, পালিয়ে গিয়ে গৌরাঙ্গকে ব'ল্লেম, তিনিও আমার কথায় এদের দয়া ক'র্‌বেন ব'লেছেন। ভাল! দেখাই যাক্, পাষণ্ডের প্রতি তাঁর কেমন দয়া; এমন পাষণ্ড ত আর ধরামধ্যে দ্বিতীয় নাই; ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ ক'রে গোমাংস পর্যান্ত ভক্ষণ ক'রেছে; এদের তুল্য নরাধম আর কে আছে? আশ্রমীর পুত্রশোক তুল্য যেমন শোক নাই, তেমনি এদের মত পাষণ্ড নাই; আজ দেখি হরি কি ক'রেন। সকলেই বলে জগাই মাধায়ের কাছে কেউ যেও না, তা হ'লে প্রাণ বাঁচ্‌বে না; আজ প্রাণ যায় তাও ভাল, তথাপি এদের হরিনাম ব'ল্‌তে বলি।

জগা। কিবে বেটা সন্ন্যাসী! বিড়্‌বিড়্ ক'রে কি ব'ক্‌ছিস্? তুই কে বল্, আজ ছাড়ান নেই, শীগ্‌গির বল্ তুই কে?

নিত্যা। আমি নিত্যানন্দ; আগে এক দিন যে তোমাদের হরি ব'ল্‌তে ব'লেছিল—

মাধা। জগা! সেই শালা; পেয়েছি পেয়েছি।

নিত্যা। পাবে না কেন, তোমরা পাবে না ত আর কে পাবে? হরি বল! একবার হরি বল!

মাধা। আবার ঐ কথা? মার্ শালাকে।

(কলসীর কানা নিত্যানন্দের কপালে প্রহার)

নিত্যা। (বিমর্ষভাবে কপালে হস্তার্পণ, রক্তপাত) হা বিশ্বম্ভর! হা চৈতন্যচন্দ্র! গৌরহরি! আমার প্রাণ যাক্ তাতে হানি নাই, তুমি পাষণ্ডকে উদ্ধার ক'র্‌লে কই? মাধাই আমাকে যেরূপ প্রহার ক'রেছে, বুঝি চৈতন্যশূন্য হ'তে হ'লো; চৈতন্য! তুমি কি আমাকে ত্যাগ ক'ল্লে?

গীত।

মাধায়ের প্রহারে প্রাণ যায়,
কোথায় রইলি গৌর, আয়।
হ'লো যা শুনিনি তাই, তোর কি শক্রতাই,
হরি ব'লে নিতাই মরে নদীয়ায়॥
মরি তাতে খেদ নাই অন্তরে,
এই খেদ মৃত্যুকালে না দেখিলাম তোরে,
থেকে নদীয়া ভিতরে, তাই হ'লো তোরে
শুধাতে, বিষ গুণ সুধাতে,
(তোর মনে মনে এই ছিল ভাই)
কাশী প্রাপ্ত জীবে, ভূত যোনি পায়॥

মাধা। আবার নিমেকে ডাক্‌ছিস্? (সক্রোধে) ভেবেছিস্ তাকে এনে আমাদের নাকাল ক'র্‌বি? জানিস্‌নে আমরা জগা মাধা? নিমে ত নিমেই আছে, নবাব আমাদের জব্দ ক'র্‌তে পারেনি; হাঁরে! বিড়ালে ফ্যাস্ ক'রে কি কুকুরকে তাড়াতে পারে? তুই নিমাইকে ডাক্‌ছিস্ ব'লে ভেবেছিস্ আমরা পালাব? এক কলসীর কানায় তোকে রক্তারক্তি ক'রেছি, এবার সে এলে লাঠিয়ে দফা রফা ক'র্‌বো। মানুষের মাংসটা খেতে বাকি, আজ তোদের মাংস মদ দিয়ে খাব; তাদের ফেলে আগে তোদের মাংস খাই। এখনি

তোকে যমের ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি, আবার নিষেকে ডাক্‌ছিস্? (প্রহারে উদ্যত)।

জগা। (দ্রুতপদে গিয়া মাধার হস্ত ধারণ) হাঁরে মাধা! করিস্ কি? করিস্ কি? একবার কলসীর কানা মেরে কপাল ফাটিয়ে দিলি, রক্তারক্তি হ'য়ে গেল, আবার লাঠি মার্‌তে যাচ্ছিস্! কেন বিদেশী সন্ন্যাসীকে মাল্লি? এতে কি তোর ভাল হবে? আয় স'রে আয়, (হাত ধরিয়া আকর্ষণ) এতদিন এত লোকের গলায় লাঠি দিয়ে চেপে ধ'রে মেরেছি, মাথা ফাটিয়ে দিয়েছি, পোয়াতীর পেট চিরে ছেলে বার ক'রেছি, তাতে কিছু মাত্র দুঃখ হয়নি, আজ অবধূতের রক্ত দেখে আমার বুক যেন ফেটে যাচ্ছে! আয়, স'রে আয়, দুটো অপরাজিতের পাতা ছিঁড়ে ঐখানে দে, এখনি জোড়া লেগে যাবে, বেদনাও হবে না।

(সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে গৌরহরির প্রবেশ)

গৌর। কই কই, সে দুরাত্মা কোথা গেল? আমার প্রাণ নিতাই দাদা কই? (নিতাইকে দেখিয়া) এই যে আমার দাদা; একি! একি! একি সর্ব্বনাশ! হাঁরে! এ কে ক'ল্লে? প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থবৃক্ষে কুঠারাঘাত! এমনি ক'রেই কি মার্‌তে হয়! তোর যদি এতই মার্‌তে ইচ্ছে ছিল, আমাকে কেন দশটা কলসীর কানা মাল্লিনে? লক্ষ্মণের শেলাঘাতে রামের যেমন দুঃখ হ'য়েছিল, আজ আমার যে তা হ'তেও অধিক; আমাকে কিনা নিতায়ের অঙ্গে শোণিত দেখ্‌তে হ'লো! এ কার নয়ন? নিমায়ের? না, কখনই না, তা হ'লে নিতাই দাদার অঙ্গে শোণিত দেখে এখনও স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পাত্তেম না! হাঁরে জগা মাধা! তোদের কি কিছুমাত্র দয়া নাই? সন্ন্যাসী অবধূতকে মেরে তোদের কি ফল হ'লো? ওরে ডাকাত! তোরাই মাতাল? আমার নিতাই দাদা'ও যে মাতাল; তার সঙ্গে সঙ্গে আমিও মাতাল। আজ স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবন নাশ ক'র্‌বো; আমার দাদাকে

প্রহার ক'রছে, এ যখন কেউ রক্ষা করেনি, তখন আমিই চির-কাল সব রক্ষা করি কেন? আগে এই দুবেটার শিরশ্ছেদন ক'রে পরে সব লয় ক'রবো। সত্যে হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু, ত্রেতায় রাবণ কুম্ভকর্ণ, দ্বাপরে দন্তবক্র শিশুপাল, আর কলিতে বোধ হয় এই জগাই মাধাই। আজ ওদের দস্যুবৃত্তির ফল দেব; চক্র—চক্র—চক্র! (ক্রোধে কম্প)।

নিত্যা। (হাসিতে হাসিতে) ভাই গৌর! আবার চক্রকে স্মরণ কেন? এ লীলায় ত চক্রকে বিশ্রাম ক'রতে অনুমতি দিয়েছ, সে কথা কি মনে নাই? চিরকালই আত্মবিস্মৃতি! রাম অবতারে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে নিজে নিজে কত কষ্ট পেলে, দ্বাপরে নিয়ত সাম্‌লে সাম্‌লে পরে ভীষ্মযুদ্ধে ভুলে গেলে, কলিতেও আবার ঐরূপ? আমি যে ম'লেম ম'লেম ব'লে ডেকেছি, তার তাৎপর্য্য আর কিছুই নয়, তুমিই ব'লেছিলে জগাই মাধাইকে উদ্ধার ক'রবো, তাই তোমাকে ডেকেছি; আমি মাধায়ের মা'রে মরি নাই, কেবল জগাই মাধায়ের অবস্থা দেখে ম'লেম ম'লেম ব'লে তোমাকে ডেকেছি; জগাইকে মা'রতে যাচ্ছ, ঐ জগাই যে তোমাকে বাঁচিয়েছে, মাধাই যখন একবার কলসীর কানা আমাকে মারলে, তাতে জগাই ওকে কত ভর্ৎসনা ক'রেছে; পুনরায় যখন মারতে এলো তখন ঐ জগাই, মাধাইকে ধ'রে নিবারণ ক'ল্লে। জগায়ের কোন দোষ নাই, এখন চক্র ছেড়ে এদের উদ্ধার কর।

গৌর। কি ব'ল্লেন, জগাই আপনাকে রক্ষা করেছে? তবে ত জগাই আমার প্রাণ! কই জগাই কই? ও জগাই! প্রাণ জগাই! আমার নিতাই দাদার প্রাণদাতা! আয় আয় তোকে হৃদয় দান করি। আজ হ'তে গৌর তোর হ'লো; আয় একবার আলিঙ্গন দে, তোকে প্রেমভক্তি দান করি। (বলিতে বলিতে জগাইকে আলিঙ্গন)।

জগা। একি! একি! আজ আমি কি হ'লেম? মর্ত্ত্যে আছি? না, এ ত মর্ত্ত্য নয়, এ নদেও নয়, এ ত রাত্রিও নয়, দিনও নয়, চন্দ্র সূর্য্য যে এককালেই উদয়, সকলেরই সমান তেজ! এ কোথা এলাম?

(গৌরের প্রতি) গৌর! গৌর! গৌর! বাপ গৌর! দাসে কৃপা কর, কৃপা কর (বলিতে বলিতে চরণে পতিত)।

গৌর। (বাহু দিয়া জগাইকে উত্তোলন) জগাইরে! আর তোর চিন্তা কি? তোরে প্রেমভক্তি দিলাম, আর তোর ভয় কি? যখন তোর প্রতি নিতায়ের দয়া, তখন আর কার দয়া হ'তে বাকি আছে? (উভয়ের প্রতি) দেখ্‌রে তোরা দেখ্‌, আমার দয়াল নিতায়ের কার্য্য দেখ্‌! দেবগণ যে সমুদ্র মন্থন ক'র্‌লেন, সেই সমুদ্রই তাঁদের অমৃত দিলেন! নিতাই আমার দয়ার সাগর, তাঁর দেহ মর্দ্দন ক'রেছিস্‌, তিনি প্রেম-সুধা দিয়ে তোদের ধন্য ক'র্‌লেন, নিতায়ের দয়া নইলে কি সাধ ক'রে তোকে প্রেম দেই।

গীত।

সাধে কিরে জগাই তোরে প্রেমভক্তি বিতরি।
তোরে নিতায়ের দয়া বড় গেলিরে ভবে তরি॥
তুই পেলি হরিনাম-তরি,
(জগাই ত'র্‌বি যদি চ'ড়ে ব'স্‌রে)
(তোর কুদিন গিয়ে সুদিন হ'লো)
(নবদ্বীপের কূলে লেগেছেরে)
তাতে নিতাই আছে হা'ল ধরি॥
(তোরে পার করিতে) (ঐ ডাক্‌ছে তোরে)
নিতাই আছে হা'ল ধরি॥
তুই খেলি মদ অষ্ট প্রহরি,
(তুই মদে মাতাল, নিতাই প্রেমে মাতাল)
(আজ দুই মাতালে মাতামাতি)
(সমান সমান বই কি প্রেম হয়)

তাতে নিতাই দিচ্ছে প্রেম ভরি ॥
(কত খাবে খাওরে) (এ মদ ফুরাবার নয়)
নিতাই দিচ্ছে প্রেম ভরি ॥
তোর কি সৌভাগ্য মরি মরি,
(কেউ কোটী জন্ম ভেবেও না পায়)
নিতাই তোর জন্যে মার খেয়ে কাঁদে
নিতাই কাঁদে আর তোর প্রেম যাচে)
বল্ বদনে হরি হরি ॥
(নিজে ত'রে তোরা) প্রেম-মদে মেতে)
বল্ বদনে হরি হরি ॥

মাধাই। দাদা জগায়ের একি হ'লো! যে গৌরকে দেখে রেগে উঠ্তো, আজ তারই পায়ে ধ'রে কাঁদ্‌চে কেন? এ ত কম তামাসা নয়! আমারও যে প্রাণ কেমন ক'চ্ছে, ইচ্ছে হ'চ্ছে ঐ নিমায়ের পায়ে প'ড়ে কাঁদি; আমার বোধ হ'চ্ছে যেন কত অপরাধ ক'রেছি; তাই গৌরের পায়ে প'ড়ে কাঁদি; গৌর কি আমাকে দয়া ক'র্‌বেন না? যেমন দাদাকে দয়া ক'রেছেন, তেমনি এ মাধাইকে কি কৃপা ক'র্‌বেন না? কেন ক'র্‌বেন না, বায়ু কি সৎগন্ধই বহন করে, দুর্গন্ধকে বহন করে না? বায়ু ত কোন গন্ধই ত্যাগ করে না! আমি ত দেখেছি গৌর দয়ার সাগর, তবে কৃপা ক'র্‌বেন না কেন? নিতাইকে মেরেছি ব'লে কি আমায় প্রতি নির্দ্দয়? ধ'র্‌তে হ'লে, আমি নিতাইকে মেরেছিলাম ব'লেই ত নিতাই গৌর গৌর ব'লে কাঁদ্‌লে, তাই নিমাই এলো, সেই জন্যই ত দাদা গৌরদাস হ'লো। শুনেছি, যার দ্বারা যার সুকৃতি হয়, তার পুণ্য-ফলাংশ যোজনকর্ত্তাও পায়, তবে আমি কেন পাব না? অবশ্যই পাব; নালা কেটে পুকুরে যে জল নিয়ে যায়, পিপাসাতুর নালার মধ্যেই জল পান ক'রে কি সে জলকে শুষ্ক ক'র্‌বে? পুষ্করিণীতে কি জল

যাবে না? অবশ্যই যাবে, পিপাসাতুর কত জল খাবে খাক না, আমি পুষ্করিণী পূর্ণ না ক'রে ছাড়্ছিনে সেই পুকুরের জল আমিও খাব, নগরবাসী ও পথিকেও খাবে, আবার পশুপক্ষীতেও খাবে। গৌর-প্রেমসাগরে কতটুকু প্রেম জগা পেয়েছে? যখন জগৎ ঐ প্রেমসাগরের জল পান ক'রেও প্রেম ফুরুচ্ছে না, তখন আমি পাব না কেন? গৌর! গোরাচাঁদ! নদের চাঁদ! সকলেই তোমার প্রেম-সুধা পাচ্ছে, আর আমি কি কেউ নই? চাঁদের ত এ ধর্ম্ম নয় যে, কাউকে সুধাদান, কাউকে বঞ্চিত করা; দাও সুধা দাও, প্রেম-সুধা দাও।

গৌর। চাঁদ কাউকে সুধায় বঞ্চিত করেন না, সে সুধা অনুরাগীর সুধা, বিরাগীর বিষ: তোর পক্ষে এ হরিপ্রেম সুধা নয়, বিষ!

জগা। বিষই ত বটে, হরিপ্রেম বিষই ত বটে, মাধায়ের পক্ষেও বিষ, আমার পক্ষেও বিষ, কারু পক্ষে সুধা নয়, সকলের পক্ষেই বিষ! আমি এত দিন জান্তে পারিনি, আজ জানলাম হরিপ্রেম বিষ!

নিত্য। (স্বগত) ও আবার কি কথা, জগাই ধন্য হ'য়েও একথা বলে কেন, আবার কি পূর্ব্বভাব হ'লো? তা হ'লে ত সব মিথ্যা। (জগায়ের প্রতি) হাঁ জগাই! এ আবার তোমার কি কথা, হরিপ্রেম বিষ, এ কথা কি ব'ল্তে আছে? তুমি যে গৌরের কোল পেয়েছ।

গৌর। দাদা! ভয় নাই, জগাই কি বলে, বেশ পর্য্যন্ত শোন! (জগায়ের প্রতি) হাঁরে প্রাণ জগাই! হরিপ্রেম বিষ হ'লো কি ক'রে?

জগা। কেন হবে না? বলি বিষ নইলে সুধায় কখন মুখে ফেনা ভাঙ্গে? এ প্রেমে হরি ব'লে তোমাদের মুখে ফেনা ভাঙ্গ্ছে কেন? বিষ নইলে সুধায় কখন লোকে ট'লে পড়ে? এ যে হরিপ্রেমে সবাই মাতোয়ারা, আমি ট'লে পড়্ছি, তোমার পানে অঙ্গ ট'ল্ছে! বিষ নইলে কি বিকার নষ্ট হয়? আমার যে সকল বিকারই গেল! হরি-প্রেম হরিনাম যে বিষ, তা আমি বেশ জেনেছি। আর দেখ, যার মধুর কণ্ঠ হয়, তারই কণ্ঠ হ'তে মধুর স্বর নির্গত হয়; শিবের বিষ-কণ্ঠ, তাঁর মুখ দিয়ে যে হরিনাম বেরিয়েছে, সে বিষমাখা না ত কি সুধামাখা?

সুধা হ'লে লোকে আগ্রহ ক'রে পান ক'র্‌তো, একে যে খাও খাও ব'ল্লেও লোকে খায় না, তার কারন হরিনাম বিষ মাখা, সেই জন্যই লোককে ব'ল্‌তে ব'ল্লে বলে না।

গৌর। (নিতায়ের প্রতি) শুন্‌লে দাদা, জগার প্রেমপূর্ণ কথা শুন্‌লে? এমন প্রেম কথা কি নদেয় এসে কারু মুখে শুনেছ? আমরা বা কি প্রেম বিতরণ ক'র্‌ছি, জগাই আজ হ'তে অপরিমিত প্রেম দান ক'র্‌বে।

নিত্যা। ভাই সকলি তুমি; এই পাষণ্ড যে এমন কৃষ্ণ-প্রেমানুরাগী হবে, এ কার বিশ্বাস ছিল? ব'ল্‌ছো, তোমা হ'তেও জগাই বেশী প্রেম বিতরণ ক'র্‌বে, তা আজ আমাকে দেখাচ্ছো, তোমা হ'তে তোমার ভক্তের ক্ষমতা বেশী, তাতো চিরকালই দেখ্‌ছি। তুমি কত কষ্টে বানর দল সঙ্গে কত দিনে সামান্য লবণ সমুদ্রের কিয়দংশ বন্ধন ক'রেছিলে, আর তোমার ভক্তগণ সপ্ত সমুদ্রও লক্ষ্য করে না, তারা তোমার নামের জোরে দুস্তর ভব-সমুদ্রে সেতু বন্ধন ক'রে পার হ'য়ে যায়! তোমার নামই ধন্য!

মাধাই। তোমরা কথা কইতে লাগ্‌লে, আমার যে আর সয় না। দয়া কি হবে না? গৌর! এ মাধায়ের প্রতি কি দয়া কি হবে না? যার জন্যে জগাই উদ্ধার হ'লো, সেই পতিত থাক্‌লো! দয়া কর, ইচ্ছা হ'চ্ছে, তোমার পায়ে পড়ি, কিন্তু তোমার আজ্ঞা না হ'লে পাচ্ছিনে, আতঙ্কে ম'লেম!

গৌর। ওরে মাধাই! তোর কিছুতেই নিস্তার নাই, তুই যখন নিতায়ের অঙ্গে আঘাত ক'রেছিস্, তখন আর আমার সাধ্য নাই যে, তোকে দয়া করি।

মাধাই। সাধ্য নাই কেন? তোমার কত শত্রু তোমার শ্রীঅঙ্গে অস্ত্রাঘাত ক'রেছে, স্মরণ ক'রে দেখ দেখি, তাদের বৈকুণ্ঠে স্থান দিয়েছ কি না। সে শরাঘাতে কি তোমার অঙ্গে রক্তপাত হয়নি?

গৌর। আমার অঙ্গ হ'লেও হানি ছিল না, আমা হ'তেও আমার

নিতায়ের অঙ্গ অধিক মমতার; সে অঙ্গে তুই আঘাত ক'রেছিস্। তোর কি গতি আছে?

মাধাই। তোমার ভক্তের অঙ্গ কি তোমার অঙ্গ নয়? তবে যে শুনতে পাই, ভক্ত খেলেই তোমার খাওয়া হয়, ভক্ত ঘুমালেই তোমার ঘুম হয়, ভক্ত কষ্ট পেলেই তোমার কষ্ট হয়, তবে তোমার অঙ্গ নয় ব'লে বঞ্চনা ক'র্‌ছো কেন।

নিত্যা। গৌর! আর মাধাইকে পার না; এখন মাধাধের রসনায় স্বয়ং বাগ্দেবী উপবিষ্টা, তুমি দয়া কর্‌বার অগ্রেই তোমার পত্নী ওকে দয়া ক'রেছেন, এখন আর বঞ্চনা ক'রো না।

গৌর। যদি দয়া হ'য়ে থাকে, মাধাইকে পদধূলি দেও। (মাধায়ের প্রতি) ওহে মাধাই! আর কেঁদো না; যদি নিতাইকে আঘাত তোমার দুষ্কার্য্য ব'লেই জ্ঞান হ'য়ে থাকে, তবে নিতাইয়ের পদধূলি গ্রহণ ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিতায়ের কৃপা ব্যতীত তোমার গতি নাই।

মাধাই। (নিতাইয়ের প্রতি) নিতাই! অবধূত! কৃপা কি হবে না? আর কত কাঁদাবে? তোমাকে কাঁদিয়েছি ব'লে কি কাঁদাচ্ছ? তোমাকে একবার কলসীর কানা মেরেছি, তুমি আমাকে সাতবার মার; স্বয়ং না পার, আমিই আপনা আপনি আঘাত ক'র্‌ছি। হয় পদ দেও, নয় আত্মহত্যা হই, দেখি তোমাদের নামে কলঙ্ক হয় কি না। (কলসীর কানা গ্রহণ করিয়া স্বয়ং মারিতে উদ্যত)।

নিত্যা। (মাধায়ের হস্ত ধরিয়া) মাধাই! ক্ষান্ত হও, আর না। মাধাইরে! আমার প্রাণ অপেক্ষাও তুই বড়। আয় মাধাই, আজ মনের সাধে তোর পবিত্র দেহ স্পর্শ ক'রে আমি পবিত্র হই। একবার আমাকে প্রেমালিঙ্গন দে! (মাধাইকে ধরিয়া আলিঙ্গন দান)। মাধাই! আর তোর চিন্তা কি? তোর প্রতি গৌরহরির—আজ নয়—অনেক দিন পূর্ব্বে দয়া হ'য়েছে, তোর সৌভাগ্যের সীমা নাই। আমার যত সুকৃতি ছিল, সব তোকে দিলাম, আর তুই আমার শত্রু নইস্, পরম মিত্র।

গীত।

প্রাণ জুড়াই ও মাধাই, কোলে করি আয় আয়।
কিসের তরে, কাতরে, করিস্‌রে তুই হায় হায়॥
মন মজে যার হরিনামে, কি ভয় পরিণামে,
অন্তকালে স্থান শ্রীকৃষ্ণের পায় পায়।
শ্রীচৈতন্যের মহিমাতে, এ প্রেমে যে মাতে,
কু-রসে কি আর, কখন মাতায় তায়॥

গৌর। ধন্য তোরা! (সকলের প্রতি) সকলেই দেখ, প্রেমদাতা নিতা-য়ের দয়া দেখ, মার খেয়ে প্রেম বিলায়! এমন দয়ার সাগর আর কে আছে? ঐ দেখ, এখনো রক্ত প'ড়ছে, তবু হেসে জগাই মাধাইকে প্রেম দিলেন! এত সহ্য শক্তি না হ'লেও কি পৃথিবীর ভার ধারণে সক্ষম হন? (জগাই মাধায়ের প্রতি) বাপ জগাই! বাপ মাধাই! আজ তোদের সৌভাগ্যের সীমা নাই, অনন্ত দেব নিতাই তোদের অনন্ত পাপের অন্ত ক'রে দিলেন, আর যেন পাপ কর্ম্ম করিস নে। হস্তীকে যেমন ধৌত ক'রে দিলে, তৎক্ষণাৎ আবার সে ধূলিরাশি অঙ্গে নিক্ষেপ করে, তোরাও যেন তেমনি করিস্‌নে। কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল্, আর কোন যাতনা পেতে হবে না।

মাধা। গৌর! আবার যদি দুষ্কর্ম্মই ক'র্‌বো, তা হ'লে তোমার অঙ্গ স্পর্শনের, তোমার পদধূলি অঙ্গে লেপনের ফলটা হ'লো কি? হরিনাম কি আবার হরিপদ ছেড়ে অন্য দিকে যায়! যদি তা কখন হ'য়ে থাকে, তবে আমাদের গতি কি হবে? হস্তী ধৌতের পর অঙ্গে ধূলি নিক্ষেপ করে সত্য, আবার ত মাহুত তাকে ধৌত ক'রে দেয়। আমাদের প্রতি কি তোমাদের দু ভায়ের সে কৃপা থাক্‌বে না?

গৌর। জগাই মাধাই! তোদের আর কোন চিন্তা নাই, যখন তোদের হৃদয় কৃষ্ণপ্রেমানুরাগ অধিকার ক'রেছে, তখন আর পাপে স্পর্শ ক'র্‌তে পাব্‌বে না॥ লৌহ একবার পরশমণি স্পর্শে সুবর্ণ হ'লে আর কি সে লৌহ হয়?

মাধাই। বাপ গৌর! আমার চিত্ত যে কিছুতেই প্রসন্ন হ'চ্ছে না, আমি যে অনেক পাপ ক'রেছি, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিসে হবে? নিমাই! তোমা বই যে আর আমাদের গতি নাই। (গৌরের পদ ধরিয়া) আমার সোণার চাঁদ! পতিতপাবন! দাসের গতি কি হবে?

গৌর। (মাধায়ের হাত ধরিয়া উত্তোলন) উঠ উঠ, তোমার যদি এত কষ্ট ব'লে বোধ হ'য়ে থাকে, তবে তুলসীপত্রে তোমার সমস্ত পাপ অর্পণ ক'রে সেই তুলসীপত্র আমাকে দেও, আমি তোমার সকল পাপ গ্রহণ ক'র্‌ছি।

মাধাই। তুলসীপত্র দিলেই হবে? এ ত বেশ কথা! মাথা মুড়ুতে হবে না, কড়ি উৎসর্গ ক'র্‌তে হবে না, কেবল তুলসীপত্র নিয়ে তোমাকে দিলেই পাপ যাবে? এখন তুলসী কোথায় পাব?

নিতাই। মাধাই! এই নে, আমার কাছে আছে।

মাধাই। দেও দেও (গ্রহণ)। দাদা তুলসীপত্র নেও, এইখানে আমার নিতায়ের কাছে তুলসীপত্র ছিল, তিনি দয়া ক'রে দিলেন, এই লও, গৌরের হাতে না দিয়ে পায়ে দেও। আমার নিতাই আমাকে ইসারা ক'রে ব'লে দিলেন, পায়ে দেও। চন্দন ত নাই, আমাদের পাপই গৌরের কৃপায় চন্দন হ'ক্।

জগা। কই দেরে তুলসী দে। (তুলসীপত্র গ্রহণ) এই তুলসী কি পাপসিক্ত ক'রে গৌরপদে অর্পণ ক'র্‌তে হবে? যোগী ঋষিগণ যে পত্র চন্দনাক্ত ক'রে ভক্তি পূর্ব্বক ঐ পাদপদ্মে অর্পণ করে, আমি সেই তুলসীপত্র পাপলিপ্ত ক'রে অর্পণ ক'র্‌বো? আমার পাপ ধ্বংসে প্রয়োজন নাই, আমার পাপ থাক্, আমি ত এই পাপেই এই ধন পেয়েছি, চৈতন্যচাঁদ আসার পূর্ব্বে আমার ত পাপ বই পুণ্য সঞ্চার

ছিল না ; তবে সে পাপ আমার বন্ধু বই শত্রু নয় ; তাকে নাশ ক'র্‌বো কেন ? আমি এই তুলসীপত্র গৌর-পদে অর্পণ করি ; একে পাপসিক্ত ক'র্‌ব না। নিমাইচাঁদ ! গোরাচাঁদ ! চৈতন্যচাঁদ ! আর নিদয় হ'ও না, তুলসীপত্রকে পাপসিক্ত ক'রে দিতে ব'লে আর বঞ্চনা ক'রে না, কৃপা ক'রে ব'লে দেও, নরাধম জগাই মাধায়ের উদ্ধারের উপায় কি। তুমি যে কি বস্তু, তা যদি চিন্তেই পার্‌তাম, তা হ'লে কি চিন্তা হ'তো, চেনা দেও। আর লুকিয়ে থেকো না ; যেমন পাপলিপ্ত তুলসীপত্রকে পদে রাখ্‌তে চেয়েছ, তেমনি কেন পাপপূর্ণ জগাই মাধায়ের দেহ পদে রাখ না, তোমার পদে যখন পাপাসক্ত পাষাণ উদ্ধার হ'য়েছে, তখন কি এ পাপপূর্ণ দেহ মুক্ত হবে না ?

গীত।

আমার কি হবে উপায়।
যদি কৃপায় না রাখ পায়॥
কি জানি হরি মহিমা তোমার,
দ্বাপরের পরে হ'য়েছ শচীকুমার,
তার দীনে তবে কেন দীন জনে দুঃখ
পায় পায় পায়॥

গৌর। ওরে ! আর বৃথা বিলাপ কেন ? তোদের আর কোন চিন্তা নাই। অদ্যাবধি তোদের যে পাপী ব'লে বোধ ক'র্‌বে, সেই নরকে নিমগ্ন হবে। পূর্ব্বে তোদের স্পর্শ ক'রে যারা গঙ্গাস্নান না ক'রে পবিত্র হয়নি, আজ হ'তে তারাই তোদের দেখ্‌লেই গঙ্গাস্নানের ফল লাভ ক'র্‌বে। আমার দেহ, তোদের দেহ কিছুমাত্র ভিন্ন নাই ; আজ নিমাই নিতায়ের রূপান্তর জগাই মাধাই। (সকলের প্রতি) সাধুগণ ! জগাই মাধাইকে পরম বৈষ্ণব ব'লেই সকলে জ্ঞান ক'রো।

মাধাই। (করযোড়ে) বাপ নিমাই ! বাপ [illegible] আমি যে বড় কুক্রিয়া ক'রেছি ; নিমাই নিতাইয়ের অঙ্গই ত জগৎময়, তবে পূর্ব্বে

যে সব হত্যা ক'রেছি, তাতে তোমাদেরই কষ্ট দিয়েছি, আমার গতি কি হবে? দাদা হ'তেও যে আমি অধিক স্ত্রী হত্যা ব্রাহ্মণ হত্যা ক'রেছি; আমার এ পাপ কিসে যাবে? আমার যে হৃদয় কাঁপ্‌ছে, চতুর্দ্দিক্ যেন অগ্নিতে দাহন হ'চ্ছে, আমি যেন তারি মধ্যে প'ড়েছি। গৌর নিতাই! বৃন্দাবনে যেমন বনমধ্যে অগ্নিগ্রাস ক'রে ব্রজবাসীদের রক্ষা ক'রেছ, দুরাত্মা মাধায়ের পাপাগ্নিকে তদ্রূপ গ্রাস কর; নতুবা আর উপায় নাই। নির্ম্মল জলমধ্যে যেমন আপন আকার স্পষ্টরূপে দেখা যায়, আমার হৃদয় মধ্যেও আজ তদ্রূপ পাপাগ্নি দেখ্‌তে পাচ্ছি। জ্ব'লে ম'লেম! উপায় কর, দয়াল প্রভু! উপায় কর।

নিতাই। ওরে মাধাই! তোর যদি পূর্ব্ব পাপকার্য্য স্মরণ ক'রে এত কষ্ট বোধ হ'চ্ছে, তবে এক কর্ম্ম কর্, এই গঙ্গার ঘাট কেটে দিয়ে স্নানার্থীদের গমনাগমনের কষ্ট নিবারণ কর্; আর যে ব্যক্তি গঙ্গা-স্নান ক'র্‌তে যাচ্ছে, কি স্নান ক'রে আস্‌ছে, তাকেই দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে বলিস্ আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর; তা হ'লেই সর্ব্ব জীবের তোর প্রতি দয়া হবে; এ গঙ্গার ঘাট ত্যাগ ক'রে আর কোথাও যাস্‌নে। অদ্যাবধি এই ঘাটের নাম মাধাই ঘাট ব'লে লোকে ডাক্‌বে। তোদের অনুরাগ দেখে পরে অনেক বৈষ্ণবও এই স্থানে বাস ক'র্‌বে, এই স্থানের নাম মাধাইপুর হবে, কালক্রমে মাধাপুর, অপভ্রংশে মাথাপুর ব'লে লোকে ডাক্‌বে। যে ব্যক্তি এই স্থানে এসে তোদের কীর্ত্তি স্মরণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্য চন্দ্রকে স্মরণ ক'র্‌বে, সেই তোদের গতি প্রাপ্ত হবে।

জগা মাধা। (উভয়ে) আজ আমাদের ধন্য ক'র্‌লে। (সকলের প্রতি) ভাই সব! কৃষ্ণানন্দের প্রীতে একবার হরি হরি বল।

জগা। (নিমায়ের প্রতি) হে বিশ্বাদ্য! হে বিশ্ববীজ! বিশ্বলোচন! বিশ্বেশ্বর! বিষম বিপদ বিনাশক! বৃন্দাবন বিহারিন্! বিরিঞ্চি! বিরূপাক্ষ! বিনয়-বিবর্জ্জিত বিপ্রকুল-কুলাঙ্গার তোমার বিক্রম কি জান্‌বে? বিপিন বিহারিন্! বিশ্বমাঝে যা কিছু আছে, সকলি তোমার

বিগ্রহের বিভূতি। বিঘ্ন বিনাশন! তুমি বিধি, বিভাকর, বিভাবরী-কান্ত; তুমি যাকে বিমুখ, সেই বিপন্ন। এই বিমূঢ় জগাই মাধাইকে বিমল জ্ঞান দিয়ে যে মহিমা বিস্তার ক'র্‌লে, কোন কালে, এরূপ ক'রেছ কি? আজ হ'তে তোমার পূর্ব্ব মাহাত্ম্যের গৌরব নষ্ট হ'লো, কেননা, রত্নাকরকে মুক্ত ক'রেছ, সে মরা মরা ব'লে প্রকারান্তে রাম নাম ক'রেছে; অজামিল আপন পুত্র নারায়ণকে ডেকেছিল, নামের গুণে তাকে মুক্ত ক'রেছ, তাদের সুকৃতিতে তারা উদ্ধার হ'য়েছে। আমাদের কোন সুকৃতি নাই, আমাদের পদছায়া দিয়ে পূর্ব্ব মাহাত্ম্যকে হীন-তেজ ক'ল্লে কিনা তুমিই দেখ। আমরা আর কি ব'ল্‌বো, আমাদের মন প্রাণ যেন তোমাদের দুই ভ্রাতার শ্রীচরণই ধ্যান করে।

অবতীর্ণৌ সকারুণ্যৌ পরিচ্ছিন্নৌ সদীশ্বরৌ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ দ্বৌ ভ্রাতরৌ ভজে॥

জগাই ও মাধাই। (উভয়কে নমস্কার) নমঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ প্রণমাম্যহং!

মাধাই। (যোড়করে) দেব বাসুদেব! দেব অনন্তদেব! দাসের প্রতি এখন যেমন আপনাদের কৃপা হ'য়েছে, এমনি কৃপা যেন সর্ব্বদা থাকে; আমার রসনা যেন আপনাদের নাম-রস পান ক'রেই কালক্ষয় করে। এ রসনা সুধু মধুপানেই আসক্ত; আজ হ'তে যেন হরিনাম-মধু পান ক'রেই মত্ত থাকে। আমার নয়ন যেন সর্ব্বদা এই রূপ দেখে, কর্ণ যেন তোমাদের গুণ-গানই শ্রবণ করে। প্রাণ নিতাই! প্রাণ নিমাই! আর তোমার লীলাস্থান নবদ্বীপ ধামেই যেন এ নরাধমদ্বয় মানবলীলা সম্বরণ করে; আমাদের দেহের মৃত্তিকা যেন এই মৃত্তিকায় লীন হয়; আমাদের দেহের জল যেন ভক্ত কর্তৃক তোমাদের পদের অর্ঘ্যদানের জল হয়; আমাদের দেহের অগ্নি যেন তোমা-দের আরতির দীপশিখা হয়; আমাদের দেহের বায়ু যেন তোমাদের দেহে ভক্ত দ্বারা যে বায়ু ব্যজন হবে সেই বায়ু হয়; আর আমাদের দেহাকাশ যেন

হরিনামের ধ্বনি প্রতিধ্বনির মধ্যে যে আকাশ, সেই আকাশ হয়। আর কি ব'ল্‌বো, তোমাদের মহিমা বেদাদি বর্ণন ক'র্‌তে যখন অক্ষম, তখন আমরা কি ব'ল্‌বো?

গীত।

ভবে প্রার্থনা নাহিক আর অন্য।
ওহে নিতাই চৈতন্য॥
শেষের দিন ভয়ঙ্করে, ভেবে শঙ্কা করে,
তখন শমন কিঙ্করে, যেন না বাঁধে করে,
তব ভক্ত-নিকরে, নাম কীর্ত্তন করে,
যেন শ্রীনিতাই চৈতন্য ব'লে থাকে চৈতন্য॥
যখন আমাদের কফে কণ্ঠ করিবে হে রোধ,
তখন সকল ইন্দ্রিয় সঙ্গে ঘটিবে বিরোধ,
কিন্তু এই অনুরোধ, মনে থাকে যেন বোধ,
যেন স্থির চক্ষে দেখি ঐ রূপ লাবণ্য॥
কখন কি লীলা কর ভবে পতিতপাবন,
এখন নদেকে ক'রেছ আসি শ্রীবৃন্দাবন,
কথা করহে শ্রবণ, যখন যাবে হে জীবন,
দেহ নদের রজ মাঝে যেন হয়হে গণ্য॥
ভব মাঝে নষ্ট দুষ্ট অতি জগাই মাধাই,
কিসে শুভ হবে বল প্রভু তোমারে শুধাই,
করি কুকর্ম্ম সদাই, অধর্ম্ম পথে ধাই,
দ্বিজ কুলে কালী প'ল্লো মূঢ় মতির জন্য॥

গৌর। বাপ জগাই মাধাই! আর তোমাদের প্রার্থনা ক'র্‌তে হবে কেন? পদ্ম-কানন মধ্যে বাস ক'রে কি সদ্‌গন্ধের জন্য চিন্তা ক'র্‌তে হয়?

মাধাই। শচীকুমার! যদি নিশ্বাস পথ রোধ হয়, তা হ'লে যে বিষ্ঠা হ্রদে সাঁতার খেল্লেও গন্ধ পাওয়া যায় না! পাপে যে আমাদের সকল পথ রোধ ক'রেছে, কেবল কৃতান্তপুরে যাবার পথটীই পরিষ্কার দেখ্‌ছি। অভয়পদ! যদিও অভয় দিচ্ছ, কিন্তু মনের ভয় যাচ্ছে না, সান্নিপাতিকের রোগীকে যেমন বারংবার জল দিলে পিপাসার শান্তি হয় না, তেমনি অভয়দাতার অভয়েও ভয়ের হ্রাস হ'চ্ছে না। শ্রীগৌরাঙ্গ! আতঙ্কে অঙ্গ কম্পিত। পিতঃ! উচিত তোমার সন্তানকে সঙ্গে রাখা। গোপাল নইলে যেমন গো-পালের বিপথ গমন নিবারণ করা অন্যের অসাধ্য, তরঙ্গে তরণীতে নাবিক ভিন্ন যেমন আরোহীর নিরুপায়, তদ্রূপ তোমার সঙ্গ ব্যতীত আমাদের আতঙ্ক নষ্ট হওয়া সুদুষ্কর।

গৌর। আমার প্রাণাধিক বৈষ্ণবগণ! তোমরা জগাই মাধাইয়ের কথা শুন্‌ছো তো? এরা কখন বিদ্যাভ্যাস করেনি, কিন্তু শোন আজ কিরূপ বাক্য সকল এদের রসনা হ'তে নির্গত হ'চ্ছে। এস এই বৈষ্ণবাগ্রগণ্য জগাই মাধাইকে ল'য়ে হরি সংকীর্ত্তন করি। (জগাই মাধায়ের প্রতি) আমার প্রাণ জগাই মাধাই, হাঁরে! এখনও তোদের আতঙ্ক হ'চ্ছে? ভয় কি বাপ! আমি আর তোদের হৃদয় ছাড়া হব না। এখন আয় মনের সাধে সকলে মিলে হরি সংকীর্ত্তন করিগে।

জগাই। নবদ্বীপচন্দ্র! আপনি যখন শ্রীবাস অঙ্গনে হরিগুণ গান ক'র্ত্তেন, তখন আমরা দুটী ভায়ে সেইখানে শুন্তে যেতাম, কিন্তু দ্বার রুদ্ধ থাক্‌তো ব'লে বাহিরেই গান শুনেছি, আর মদে মত্ত হ'য়ে নেচেছি। আমাদের বড় সাধ যে, সেইরূপ শ্রীবাস অঙ্গনে সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে আপনি সংকীর্ত্তন করেন, আমরা মদের বদলে হরিনাম মধু পান করি।

গৌর। তাই হবে, চল বদন ভোরে হরিগুণ গান ক'র্ত্তে ক'র্ত্তে চল।

[গান করিতে করিতে সকলের প্রস্থান

সংকীর্ত্তন।

বদন ভোরে হরি হরি বোল,
ভবে সব অনিত্য সত্য সত্য, হরির সুধানাম কেবল॥
শেষের পথে, সঙ্গে যেতে, হরিনাম মাত্র সম্বল ;
সব মায়ার কারসাজী, ছায়া বাজী,
ভায়া বাবাজী, ভুয়ো গোল॥

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

——:*:——

নবদ্বীপ—নিমায়ের বাটী।

(শচী দেবীর প্রবেশ)

শচী। (স্বগত) আজ প্রাতঃকাল হ'তে আমার বৌমাটীর মুখ খানি মলিন মলিন দেখ্‌ছি; মা লক্ষ্মী আমার ঘরে যে পর্য্যন্ত এসেছেন, একদিনও মুখ খানি ভারি দেখিনি, হাঁসি যেন মাথা আছেই, এ পোড়াকপালী শচীর কপাল ভাল নয় ব'লে মাকে আমি কুটো গাছি ভেঙ্গে দুখানি ক'র্‌তে বলিনে, কিন্তু বউ মা আমার না জানেন এমন কাজ নাই। আমি যেটী ক'র্‌বো বাসনা করি, সেটী মা আমার অন্তরে জেনে আগে ক'রে রেখেছেন, তা আকার-প্রকার দেখ্‌লে অন্তর্যামিনী ব'লেই বোধ হয়। মাকে এক দিন ব'ল্লেম, মা! কেন কষ্ট পেয়ে কাজ কর? অমনি আমাকে যে উত্তর দিলেন, শুনে আমার

আর আনন্দ রাখ্‌বার স্থল হ'ল না ব'লেই বুঝি আনন্দ অশ্রুরূপে নয়ন দিয়ে ছাপিয়ে প'ড়েছিল। মা আমাকে ব'ল্লেন, দেবি! আপনার পুত্র যে দিন বিবাহ ক'র্‌তে যান, তখন তাঁকে আপনি কি জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন? আমি ব'ল্লেম, সুধিয়েছিলেম, বাবা! কোথায় যাচ্ছ? তাতে নিমাই আমায় ব'লেছিল, মা তোমার দাসী আন্‌তে যাচ্ছি। যেই এই কথা ব'লেছি, অমনি বউমা আমার পা দুখানি ধ'রে ব'ল্লেন, মা! তবে দাসীতে ঠাকুরাণীর সেবা ক'র্‌বে না ত আর কে ক'র্‌বে! আমার সেই মা আজ কি না বিরস বদনে আছেন, এও কি এ শচীর প্রাণে সয়? দিবা আগমনের পূর্ব্বেই উষাকালে বিহঙ্গকুলে যেমন আপন স্বরে আনন্দ ধ্বনি করে, তেমনি মা আমার কাছে যখন আসেন, তার পূর্ব্বেই আমার হৃদয়ে যেন এক অনির্ব্বচনীয় সুখের উৎপত্তি হয়। আজ আর তা হ'লো না কেন? আনন্দ দূরে গিয়ে কেমন একরূপ আতঙ্ক হ'য়েছে, কদিন হ'তে কেমন দুঃস্বপ্ন দেখ্‌ছি, প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়েছে। মন একটু সুস্থ হবে ব'লে বৌমার কাছে গেলাম, পোড়া কপাল দোষে বিপরীত ঘট্‌লো। আগুনের জ্বালায় জলে ঝাঁপ দিলাম, সেখানেও বাড়বানল জ্ব'ল্‌ছে। আমার বেশ বোধ হ'চ্ছে, মা আমার নিমাইয়ের কোন ভাবান্তর দেখে-ছেন, নইলে এমন হবে কেন? কপালে যে কি আছে কেমন ক'রে জান্‌বো? নিমাইয়ের ভাব ত ভাল ব'লে বোধ হ'চ্ছে না। আর প'ড়ো পড়ান নাই, নিমন্ত্রণে যাওয়া নাই, কেবল হরিবোল হরিবোল ব'লেই পাগল। পাছে নিতাইয়ের মত সন্ন্যাসী হয়ে মাকে ফাঁকি দেয়, সেই ভয়েই সব আঁধার দেখ্‌ছি। নিত্যানন্দের সঙ্গেই ত বেশী প্রণয়, সন্ন্যাসীর সঙ্গে প্রণয় ত ভাল নয়, আমার বিশ্বরূপও যে ঐরূপ সন্ন্যাসীর সঙ্গে থেকে আমাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গিয়েছে। নিমাই যে কি ক'র্‌বে তাই ভেবে ভেবে ম'লেম। আমারযে কিছু ই ভাল লাগ্‌ছে না, প্রাণকে সুস্থ কর্‌বার জন্যে এত চেষ্টা ক'র্‌ছি, কিছুতেই ধৈর্য্য হ'চ্ছে না কেন?

গীত।

প্রাণ কেন ব্যাকুল, হায়, ভেবে পাইনে কূল,
বিধাতা প্রতিকূল, বুঝি প্রাণ বেরুলো॥
(হায় কি হ'ল ব'লে বুঝি)
(নিমাই কি ক'র্‌বে ভেবে) বুঝি প্রাণ বেরুলো॥
হায় কোথা যাই, প্রাণ কেমনে জুড়াই,
সন্দেহ সদাই, ভাবি যে তাই,
পাছে জনম দুঃখিনী শচীর ভাগ্যে পড়ে ছাই ;
নিমাই যে কেবল, বলে হরিবোল,
(সদা) সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গ রঙ্গ কাঁদিয়ে বিভোল,
কেন হরিনাম শুন্‌লেই আমার নিমাই হয় পাগল,
বুঝি সুখ ফুরুলো,
(এই কপাল দোষে বুঝি) হায়রে প্রাণ গেলেই ভাল,
নইলে সুখ ফুরুলো॥

(বিষ্ণুপ্রিয়ার হাত ধরিয়া ঠাকুরুণের প্রবেশ)

শচী। ও কে? ঠাকুরুণ নন? তিনিই ত বটেন, আমার বউমার হাত ধ'রে আস্‌ছেন। উনি যে প্রাণ হ'তেও ওদের ভাল বাসেন। শুধু উনি ব'লে কেন, আমার নিমাইকে, বউমাকে, কে না ভাল বাসে? নূতন বস্তু যেমন সকলেরি প্রিয়দর্শন, আমার নিমাই বউমাও সকলের পক্ষে তাই; যখনি দর্শন তখনি যেন নূতন, বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি যেন এখনি দৃষ্টি গোচর হ'ল!

ঠাকুরুণ। হাঁগা বউমা! আজ নাত-বউ এমন কেন? আঁচল পেড়ে মাটিতে প'ড়েছিল, দু-চক্ষু জলে ভেসে যাচ্ছে, ডাকলে কথা কয় না, কিছু ব'লেছ কি মা? তোমার বউমা যে বড় অভিমানিনী, দোল্‌না যেমন একবার দুলিয়ে দিলে আপনার বলেই আপনি দোলে, না ধ'র্‌লে শীঘ্র থামে না, তেমনি অভিমানিনীদের কিছু ব'ল্লে আপনার অভিমানেই ফেটে মরে, একখানাকে নানান খানা করে, শোকের সাগর ফাঁপিয়ে তোলে, সোয়াগ না ক'র্‌লে সে রাগ থামে না।

শচী। হাঁগা ঠাকুরুণ! আমি যে স্বপ্নেও কখনও আমার বাছাদের উচু কথাটী বলিনি, আমার ইষ্টদেব হ'তেও যে ওদের প্রতি আমার যত্ন শ্রদ্ধা বেশী; আর মা যে আমার উচু কথা বল্‌বার, কি তাচ্ছিল্য কর্‌বার মেয়ে নয়, আমার ত প্রাণধন, আমি দেখি ওরা আমার জগতের ভালবাসার ধন। চাঁদের শত্রু রাহু আছে, আমার চাঁদের শত্রু যে কেউ নাই; মা! আমার মাকে যে টাটের ঠাকুরাণী ক'রে রেখেছি! যে চ'লে গেলে আমার বুকে বাজে, তাকে অযত্ন ক'র্‌বো? (বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি) হাঁ মা! (চিবুক ধরিয়া) এ পোড়াকপালী কি তোমাকে কোন দুর্ব্বাক্য ব'লেছে? না কিছুতে অশ্রদ্ধা ক'রেছে? কি হ'য়েছে বল? মা! আর এমন ক'রে থেকো না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা! আপনি যদি আমাকে অযত্ন কি অশ্রদ্ধা ক'র্‌বেন, তা হ'লে আর আমার কে আছে? আমি ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি, কারু যেন নারী জন্ম না হয়; যদিও হয়, সে যেন কুমারী দশাতেই জীবন ত্যাগ করে, যেন বিবাহ ক'র্‌তে না হয়; যদিও হয়, সে যেন মা তোমার মত শ্বাশুড়ী পায়। মা! বোধ হয় পূর্ব্ব জন্মে আমি কত ব্রত ক'রেছিলাম, সেই ফলে তোমাকে শ্বাশুড়ী, তোমার পুত্রকে পতি পেয়েছি। কিন্তু মা! কথায় শুনেছিলাম, কোন রাজা দুর্ব্বাক্যের সহিত দান ক'রে, কাঞ্চনের দেহ আর শূকরের ন্যায় মুখ পেয়েছিল, আমার বোধ হয় প্রতিনিধি দিয়ে বুঝি ব্রত ক'রেছিলাম, উপবাস কি অন্য কোন কষ্ট সহ্য ক'র্‌তে পারিনি, তাই এখন এই কষ্ট

ভোগ ক'রছি। মা! কাজে কাজেই আমাকে লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়ে ব'লতে হ'লো; দেবি! ভেবে দেখুন দেখি, নারী জাতি যদি পতির পদ সেবায় বঞ্চিত হ'ল, তার বাঁচন হ'তে মরণই ভাল। (রোদন) মা! আপনিই কি দেখ্‌তে পাচ্ছেন না যে, আপনার পুত্রের আমার প্রতি কত শ্রদ্ধা? কত যত্ন? ভাল তা নাই করুন, আমি কি তাঁর চরণ সেবারও পাত্রী হলেম না! (রোদন)।

ঠাক্‌রুণ। শুন্‌লে মা! মনের কথা না শুন্‌লে কি বুঝ্‌তে পারা যায়? জ্ব'রো রুগীর গায়ে হাত দিয়ে দেখ্‌ছি, গা ঠাণ্ডা, কিন্তু ভেতরে যে বিকারে আচ্ছন্ন ক'রেছে, নাড়ী না ধ'র্‌তে পার্‌লে জান্‌বো কি ক'রে? এখন বুঝ্‌লাম।

শচী। তা কি ক'র্‌বো মা? কতকগুলো সন্ন্যাসীতেই যে আমার মাথা খেলে, আমার সোণার চাঁদ বিশ্বরূপকেও ত সন্ন্যাসীতেই সন্ন্যাসী ক'র্‌লে। নিমাই ত আমার দুবার বিয়ে ক'ল্লে, সে যে বিয়ের কথা শুনেই আমাকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল। দুধের ছেলে আমার কোন্ বনে বেড়াচ্ছে, কি খাচ্ছে, কোথায় শুচ্ছে, কে জানে? হয় ত সে প্রাণেই নেই! (রোদন)

বিষ্ণুপ্রিয়া। ঠাক্‌রুণদিদি! আর আর কথা বলুন, ও সব কথায় কাজ নেই। মা যে কেঁদে কেঁদেই সারা হ'লেন, একদিনের জন্যে দেখ্‌লাম না যে, মার চক্ষের জল প'ল্ল না। সেই এক পুত্র গৃহত্যাগী হ'য়ে মাকে ফাঁকি দিলে, উনি আবার কবে পালাবেন, তা কে জানে? আজ ত সংকীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে কাজী বাড়ী গিয়েছেন, হয় ত আজ কি ঘট্‌বে!

শচী। হাঁ মা কি ব'ল্লে? আমার নিমাই কি সংকীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে কাজী বাড়ী গিয়েছে? ওমা, শুনেছি সে সেদিন শাসিয়ে গিয়েছে যে, আবার যদি হরিনাম করিস্, তা হ'লে আজ মাটির খোল ভাঙ্গ্‌লাম, সে দিন মাথার খুলি ভাঙ্‌বো। হ্যাঁ মা। তবে কি হবে? আমার বুক যে কাঁপ্‌ছে. এ কথা ত আগে আমাকে কেউ বলেনি, তা হ'লে যে আমি নিমাইকে

কোলে ক'রে নিয়ে ব'সে থাক্‌তাম, কিছুতেই ছেড়ে দিতাম না। ওমা! রাজার সঙ্গে বিবাদ ক'রে কি প্রাণ বাঁচ্‌বে? মা! তবে কি হবে? হয় ত এখনি কেউ এসে ব'ল্‌বে, "শচী! তোর কপাল পুড়েছে, কাজী নিমাইকে মেরে ফেলেছে।" মা! আমার বোধ হ'চ্ছে নিশ্চয়ই তাই হবে, ওমা! এ কথা শোন্‌বার আগেই আমার মরা ভাল। মা! আমি গঙ্গাজলে ঝাঁপ দেইগে, মা! চ'ল্লেম। (উভয়ের শচীকে ধারণ)।

ঠাক্‌রুণ। হ্যাঁমা! কর কি, কর কি? ক্ষেপ্‌লে নাকি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা! কোথায় যাও? (রোদন করিতে করিতে) এ দুঃখিনীর তোমা বিনে আর কে আছে? মা! তুমি যদি যাও, তবে আমাকে আগে পাঠাও, পরে তুমি যেও। হায়! কেন এ সর্ব্বনাশের কথা আমার মুখ দিয়ে বেরুলো? মা যে এ কথা জানেন না তা কি আমি জানি? মা! ক্ষান্ত হও, যদি কোন কুসংবাদই শুনি, তখন দু'জনেই জলে ঝাঁপ দেব।

শচী। মা! তোমরা আর আমাকে ধ'র্‌ছো কেন? আমার নিমাই নাই, আমার নিমায়ের উপরে নদের অনেকে বিরূপ, তারাই নষ্টামী ক'রে কাজীকে লাগিয়ে ত এত ক'র্‌ছে। আমি নিমাই নিমাই ব'লে কাঁদ্‌বো, আর নদের লোকে হাস্‌বে; মা! তা কি সহ্য হবে? আমাকে ছেড়ে দেও, তোমরা আমার হাত ছেড়ে দেও।

ঠাকরুণ। হ্যাগা! বল কি? ও অলক্ষণে কথা কি ব'ল্‌তে আছে? তোমার নিমাইকে নাশ করে এমন লোক কে আছে? হ্যাঁ মা! চাঁদের কাছে থেকে অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্ছ না? তোমার বিশ্বম্ভর কি সামান্য ছেলে, এমন পাষণ্ড জগাই মাধাইকে যে সাধু ক'র্‌লে, সে আর দুর্ব্বৃত্ত কাজীকে সৎ ক'র্‌তে পার্‌বে না? হ্যাঁ মা! তোমার গৌরকে যখন চোরে নিয়ে গিয়েছিল, তখন কি তাকে নষ্ট ক'রে গহনা নিতে পার্‌ত না? সে ঘুরে ফিরে আবার তোমার দোরের কাছেই বারম্বার এসেছিল কেন? সে অতিথিসেবার দিনের কথা কি ভুলে গিয়েছ? ঘরে বন্ধ ক'রে রেখেও ত দেখেছ, কই বন্ধ ক'র্‌তে

পারনি? যতবার সেই অতিথি অন্ন প্রস্তুত ক'রে ভগবান্‌কে নিবেদন ক'রে দেন, ততবারই যে তোমার নিমাই গিয়ে সেই অন্ন ভক্ষণ করে! পরে অতিথি তোমার গৌরকে চিন্তে পেরে উচ্ছিষ্ট ভোজন ক'রে কৃতার্থ হ'লো। হ্যাঁ মা! ও কি সামান্য ছেলে? কাজীই বল আর যেই বল, সব তোমার ছেলের কারসাজী, বাজীকরে ভোজ বাজীতে ক্ষণমাত্রে চা'লকে মুক্ত, কাচকে সোণা দেখায়। তোমার ছেলে যে আজন্ম লোককে বাজী দেখিয়ে মুগ্ধ ক'রে রেখেছে, তা বুঝ্‌তে পাচ্ছ না?

গীত।

কি পুণ্যফলে রত্ন পেলে।
(কত সাধন ক'রে সে ধন পেয়েছ)
আমরা জানিনে, কি কি সাধনে,
তোমার গর্ভের ধনে মেলে॥
(কি ব্রত ক'রে মা)
কি ক'র্‌বে কাজী, কে কাজের কাজী,
(ও সব ভুয়ো বাজী বুঝেছি মা)
আজ জয়ী হবে মা তোমার ছেলে॥
(কাজী দমন ক'রে) আজ—
দেখে তোর ছেলের কর্ম্ম, এখন পেলিনে মর্ম্ম,
সে পূর্ণ ব্রহ্ম, নইলে যবন ছেড়ে আপন ধর্ম্ম,
(তোর ছেলের পায়ে প'ড়্‌বে কেন)
(দেখ হরিদাস তার সাক্ষী গো মা)
কেন নাচে হরি হরি ব'লে॥
(তোর ছেলের সঙ্গে)

কি ক'র্‌বে তুচ্ছ যবনে, বিজয়ী সে ত্রিভুবনে,
কি ভয় জীবনে, তোর ছেলের নাম যে শোনে শ্রবণে,
(কি ছার যবন, শমন দূরে যায় মা)
(তোর ছেলে ত মা সামান্য নয়)
সে ভব তরে অবহেলে ॥
(সাঁতার পাথার ঠেলে) সে ভব তরে—

(শ্রীধরের প্রবেশ)

শচী। ও কে! শ্রীধর আস্‌ছে নয়? সেই ত বটে, না জানি কি সর্ব্বনাশের কথাই ব'ল্‌বে! (শ্রীধরের প্রতি) বাপ্‌ শ্রীধর! তুমি কি সংবাদ নিয়ে এলে? আমার নিমাই আছে ত? শীঘ্র বল? আমার নিমাই আবার আমাকে মা ব'লে ডাক্‌বে ত?

শ্রীধর। (স্বগত) এ আবার কি কথা! শচী মাতার মুখে এরূপ কথা শুন্‌ছি কেন? তিনি ত কাজী দমন ক'র্‌তে গিয়েছেন, সহস্র সহস্র দাস তাঁর সঙ্গে আছে। আজ ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বরুণ এসে যুদ্ধ ক'র্‌লেও প্রভুর কাছে কারু নিস্তার নাই। তবে মার মুখে এ কথা কেন? কি উত্তর দেব? ভাবই যে বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে।

শচী। শ্রীধর! চুপ ক'রে থাক্‌লে যে? তবে কি আমার ভবের খেলা ফুরিয়েছে! নিমাই কি আমার নাই! বাপ্‌ নিমাই!—(বলিতে বলিতে মুর্চ্ছা)।

শ্রীধর। ওমা—ওমা, এ কি হ'লো! এ কি হ'লো!

বিষ্ণুপ্রিয়া। আর কি হবে, শ্রীধর! সর্ব্বনাশ হ'লো, এতক্ষণ যে আশায় আশায় মা'র জীবন ছিল। শ্রীধর! তুমিই আমার মা'র নাশের কারণ হ'লে, কেন উত্তর না দিয়ে চুপ ক'রে থাক্‌লে? শ্রীধর! দেখ্‌ছো কি, জগৎ আঁধার হ'লো! (রোদন) আমার আর কে আছে শ্রীধর?

ঠাকরুণ। ওমা! তোমরা কর কি? জল দেও, জল দেও। শোকা-তাপা মানুষ, অল্পেই কাতর হয়! মূর্চ্ছা হ'য়েছে, জল দেও।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ঠান্‌দিদি! আর এ জলে কি হবে? এখন মাকে অন্তর্জলে নিয়ে চল। সকল সুখে জলাঞ্জলি দিলাম, এখন মাকে অন্তর্জলি করিগে। (রোদন) হা নাথ! হা প্রিয়দর্শন! তোমার অদর্শনেই মার এমন দশা হ'লো। একবার এসে দেখ্‌লে না? আজ তোমার বর্ত্তমানে তোমার কার্য্য আমাকে ক'র্‌তে হবে! আর গৃহে এসে কাকে মা ব'লে ডাক্‌বে? আজ উচ্চৈঃস্বরে হরি হরি ব'লে রোদন ক'র্‌ছো, গৃহে এসেই যে মা মা ব'লে কাঁদ্‌তে হবে তা ভাব্‌ছো না? হরি নাম ক'রে পরকে তরাচ্ছ, এ দিকে যে মাতৃবধ ক'রে নিজে পতিত হ'লে! একবার এসে মার দুর্দ্দিশা দেখ, তোমাকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ ক'রে মা আজ কি ফল ধারণ ক'রেছেন, দেখে যাও! (শচীমাতার প্রতি) মা—ওমা! মাগো! তোমার হতভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফেলে কোথা যাও? একদণ্ড যে আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে না, সে ভালবাসার পরিচয় কি এই? মা! উঠ, তোমার পুত্র এখনি আস্‌বেন। কথা শুন্‌বে না? এত নির্দ্দয়! তা তোমার হৃদয় যে কঠিন, তার পরিচয় ত তোমার পুত্র দিয়েই হ'চ্ছে। তুমি কঠিন না হ'লে তিনি এত কঠিন হবেন কেন? যে যেরূপ গর্ভে জন্ম গ্রহণ করে, সে সেইরূপ স্বভাবই প্রাপ্ত হয়। এক কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে দেবতাদিগের জন্ম, দিতির গর্ভে অসুরের জন্ম, কদ্রুর গর্ভে সর্পের জন্ম, বিনতার গর্ভে পক্ষীর জন্ম; তোমাদের শরীরে দয়া মায়ার লেশমাত্র নাই। মাগো! যদি এ হতভাগিনীকে সঙ্গে ক'রে না নেও, আমি জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ ক'র্‌বো। তবে দুঃখের মধ্যে এই, মরণকালে পরমধন পতির চরণ দর্শন হ'লো না। (রোদন)।

ঠাকরুণ। ওমা একি হ'লো! কি ক'র্‌তে এলাম কি হ'লো! তোরা দুজনে দুজায়গায় ছিলি, বেশ ছিল! আমি তোকে শচীর কাছে এনে কি সর্ব্বনাশ ক'র্‌লাম। ওমা! এখন যে আমার মরণ হ'লে বাঁচি।

শ্রীধর। হাঁ মা! তোমাদের কেন এ ভাব হ'লো? আমি যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। ভাল, পূর্ব্ব সূত্রটী কি বলুন দেখি? ধন্বন্তরির পরিবার ব্যাধিযুক্ত? এ যে বড় আশ্চর্য্যের বিষয়!

ঠাকরুণ। শ্রীধর! পূব্ব সূত্র ত এমন কিছুই নয়! আমি শচীর কাছে আস্‌ছি, দেখ্‌লাম নাত্‌বৌ আঁচল পেড়ে শুয়ে কাঁদ্‌ছে। আমি ভাব কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌লাম না, পরে হাত ধ'রে শচীর কাছে আন্‌লাম। শচীর মুখখানিও ভাবনায় ভরা ভরা দেখ্‌লাম, তবুও শচীকে শুধালাম, হাঁ মা! তোমার বউমা কাঁদ্‌চে কেন? কথায় কথায় উঠ্‌লো, নিমাই আজ নগর কীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে কাজীবাড়ী গিয়েছে। এই কথা শুনেই শচী যেন শোকে ক্ষেপে উঠ্‌লো। ব'ল্লে, সে কাজী একদিন খোল ভেঙ্গেছে, আজ হয় ত নিমায়ের প্রাণদণ্ড ক'র্‌বে। পরে তুমি এলে, তোমাকে তাড়াতাড়ি গৌরের কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, তুমিও কোন উত্তর দিলে না; শচী তাইতে বিশ্বম্ভরের অমঙ্গল ভেবে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়্‌লো।

শ্রীধর। কি সর্ব্বনাশ! আমি কি এত অজ্ঞানি যে, শচীমাতার মনে এ বিশ্বাস হবে? তাঁর পুত্রের কি পতন আছে? কথা শুনে আমার আশ্চর্য্য জ্ঞান হ'লো ব'লেই উত্তর দিতে পাল্লেম না। চৈতন্যদেবকে গর্ভে ধারণ ক'রে যার এমন চৈতন্য নাই যে, বিশ্বম্ভর মানব নন। দুগ্ধ হ'তে দুগ্ধের সার মাখন বহির্গত হ'লে দুগ্ধ যেমন অপদার্থ হয়, বোধ হ'চ্ছে তদ্রূপ শচীর দেহের সার কি, সারাৎসার বহির্গত হ'য়েছেন কি না, তাই ও দেহের আর পদার্থ নাই। হরি বল, হরি বল, হরি বল, কি শোকাবহ ঘটনা! (বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রতি) ওমা বিষ্ণু-ভক্তি-প্রদায়িনি বিষ্ণুপ্রিয়ে! কাঁদ্‌চো কেন? তুমিও কি আপনাকে আপনি ভুলেছ? না, লীলার তাৎপর্য্য কাহাকেও বুঝ্‌তে দেবে না? তাই এ ভাব! সীতা হ'য়ে লঙ্কায় কাঁদ্‌লে, রাধা হ'য়ে ব্রজে কাঁদ্‌লে, আবার এরূপে নবদ্বীপে কান্না? তা যাই হ'ক্, তোমাদের ভাব তোমাদের অন্তরেই থাক্‌বে। কাউকে বুঝ্‌তে দেবেও না, কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বেও

না। এখন অনুমতি হয় ত, মাতা শচী দেবীর চৈতন্যের চেষ্টা করি। চৈতন্যের ঔষধি, তোমার পতি চৈতন্যদেব আর তুমি চৈতন্যরূপিণী, তোমাদের কৃপাতেই পেয়েছি।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বাপ শ্রীধর! যদি পার ত, শীঘ্র মাকে চেতন কর, আমি জগৎ শূন্য দেখ্‌ছি!

শ্রীধর। মা! তুমি জগৎ শূন্য দেখ্‌বে না ত দেখ্‌বে কে? জগতে যে কিছুই নাই, কেবল তোমারই মায়া। জগতের সব মিথ্যা, তা তুমি না দেখ্‌লে আর কে দেখ্‌তে পাবে? আমরা যদি তা দেখ্‌তে পেতাম, তা হ'লে কি ও রাঙ্গা চরণ লাভে বঞ্চিত হই! জগৎ শূন্য করার কর্ত্তা কর্ত্রী ত তোমরাই, মা! জগৎ শূন্য ত দেখ্‌ছোই, পা-দুখানিও কি শূন্য দেখ্‌ছো? ও পায় কি পতিত শ্রীধর ব'লে কেউ পতিত হয় নাই?

বিষ্ণুপ্রিয়া। বৎস! এখন ও সব কথা রাখ, শীঘ্র মাকে চেতন কর।

শ্রীধর। মা! তোমার শ্বশ্রূমাকে চেতন ক'র্‌বো ব'লেছি, চৈতন্য ঔষধ পেয়েছি ব'লেছি, কিন্তু স্বয়ং অশুচি হ'লে দেবতাস্পর্শ, কি দেবতাকে কিছু নিবেদন করা যায় না; শুচি হ'তে হয়। মা! তবে অগ্রে অশুচি-দাসকে শুচি কর, নতুবা দেবী-অঙ্গ স্পর্শ ক'র্‌বো কেমন ক'রে? যে নিজে মরা, সে পরকে বাঁচাবে কিরূপে? কয়েক প্রকার মৃত্যুর মধ্যে শোক এক প্রকার মৃত্যু। দেবী শচীর এই শোচনীয় অবস্থা দেখে শোকে আমার মৃত্যুই হ'য়েছে, আগে আমাকে ঔষধ দিয়ে বাঁচাও; পরে যা ব'লেছি তা ক'র্‌বো।

বিষ্ণুপ্রিয়া। বাপ! তোমাকে আবার আমি কি ঔষধ দেব? আমার কাছে আবার কি ঔষধ আছে?

শ্রীধর। জননি! আর ছলনা কেন? সকল শোক-নাশক ঔষধ ঐ পদরজঃ, তাই দাস প্রার্থনা ক'র্‌ছে, বঞ্চিত ক'র্‌তে পার্‌বে না; কিঞ্চিৎ দিতে হবে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ওমা—সে কি কথা! তুমি ব্রাহ্মণের সন্তান, বিশেষ বৈষ্ণব-চূড়ামণি, তোমাকে কি পায়ের ধূলো দিতে পারি? তা হবে না বাপু! ও কথা ব'লো না; যদি নিতান্তই কোট কর, তবে জান্‌লাম আমার মাকে বাঁচাবে না ব'লে এই ছল ক'র্‌ছো।

শ্রীধর। মা! বুঝেছি, আর ব'ল্‌তে হবে না। কিঞ্চিৎ প্রার্থনা ক'রেছি তাই ক্ষুণ্ণ হ'য়েছ, দাসকে কিঞ্চিৎ দিয়ে যে তোমাদের তৃপ্তি হয় না! বিশেষ ব্রাহ্মণের প্রতি তোমাদের বড দয়া। মাগো! ব্রাহ্মণের পদ সেবা করা তোমাদের রীতি আছে বটে, কিন্তু মা! ব্রাহ্মণেও তোমাদের পদ ভিন্ন আর কিছু জানে না। ওমা গীতা-গায়ত্রী-রূপিণি! কিঞ্চিৎ পদরজঃ দানে যদি অসন্তুষ্টই হও, এস এই দিকে এস।

বিষ্ণুপ্রিয়া। না বাপু, তুমি আমার পায়ে হাত দিতে পাবে না; জোর ক'রে পায়ে হাত দেও, এখনি এ দেহ পরিত্যাগ ক'র্‌বো।

শ্রীধর। না মা! তা দেব না। এ হতভাগার হাত এমন কি কার্য্য ক'রেছে যে, সহসা ও চরণ স্পর্শ ক'র্‌তে পার্‌বে? একবার এদিকে এস।

বিষ্ণুপ্রিয়া। (গমন) এই ত এলাম।

শ্রীধর। আর একবার এদিকে এস।

বিষ্ণুপ্রিয়া। (গমন) এদিকেও এলাম, আর কি ক'র্‌তে হবে বল?

শ্রীধর। এখন চঞ্চলা নামটী পরিত্যাগ ক'রে স্থির হ'য়ে ঐখানে দাঁড়াও, ওমা বাসনা-ফলদায়িনি! কিঞ্চিৎ পদরজঃ প্রার্থনা ক'রেছিলাম, তাতে সর্ব্বাঙ্গ লেপন ক'র্‌তে অভাব হ'ত ব'লেই তা দিলে না, ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ ক'র্‌তে এই প্রাঙ্গণময় তোমার পদরজঃ ক'রে দিলে। আর আমার অন্তরাত্মাকে ব'লে দিলে, শ্রীধর! সাধ মিটিয়ে পদ-রজঃ অঙ্গে মাখ। মা! আমি এই রজঃ মধ্যে গড়াগড়ি দেই, আর ঐখানে দাঁড়াও, তোমার অপরূপ রূপ দেখি, আর হরিগুণ গাই। সেই হরিনামের গুণে জগজ্জনকের জননীও চেতন হবেন। আজ আমি ধন্য। ও প্রতিবাসি প্রতিবাসিনি! আজ তোমরা শ্রীধরের সৌভাগ্য দেখ! আজ শ্রীধর নামের সার্থকতা সম্পাদন ক'র্‌লাম। শ্রীধর

নামের অর্থ সত্য হ'লো! শ্রীকে না ধ'র্‌লে শ্রীধর হয় না। শ্রী চঞ্চলা, তাকে আজ স্থির ক'রেছি, না ধ'র্‌লে স্থির হয় না; শ্রী ধ'রেছি, শ্রীধর হ'য়েছি। অঙ্গ ধর! মার পদরজঃ অঙ্গে ধর। একে নবদ্বীপ ধাম, তাতে শচীর অঙ্গন; একে বিশ্বম্ভরের লীলাস্থান, তাতে বিষ্ণুপ্রিয়ার পদরজঃ; এমন তীর্থ আর কোথা আছে? একে তাম্রের পবিত্র পাত্র, তাতে গঙ্গাজল তুলসীপত্র; সেই ত দেবের দুর্লভ। সেই জল যদি লক্ষ্মী নারায়ণের স্নানীয় হয়, সে ত মহাদেবেরও প্রার্থনীয়। সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকায় লক্ষ্মীর পদ এত দিনে মিল ক'রেছি, আজ শ্রীধর উদ্ধার হ'লো। রসনা! হরি হরি বল।

গীত।

এত দিনের পরেতে হ'লো আমার পথের সম্বল।
ও ত্রিলোকবাসী দেখ আসি শ্রীধরের সৌভাগ্যবল॥
নাই ভক্তি উপাসনা, হরি পূরালেন বাসনা,
হরিনাম কর ঘোষণা, ওরে রসনা—
এখন হরিগুণ গেয়ে ঐ শচী মাতায় বাঁচাই চল॥

শচী। (চেতন প্রাপ্ত হইয়া) বাপ নিমাই! একবার দেখা দিলিনে?

শ্রীধর। এই যে, মা আমার চৈতন্য প্রাপ্ত হ'য়েছেন! তা কেনই না হবে? হরিনামে চৈতন্য না হ'লে আর কিসে হবে? অগ্নি কাকে ভস্ম ক'র্‌তে পারে না? (শচীর প্রতি) ওমা নীলাম্বর-নন্দিনি! আর ধূলায় প'ড়ে কেন? তোমার সন্তানের জীবনাশঙ্কায় শোকে বিহ্বলা হ'য়েছ? দেবি! জীবের ভয় দূর ক'র্‌তেই তোমার ছেলের আগমন। তার আবার ভয় কি? কাজী তাকে নষ্ট ক'র্‌বে কি, কাজী যেরূপে তোমার বিশ্বম্ভরের বশীভূত হ'য়েছে, বলি শোন। মা! গা তোলো।

শচী। (গাত্রোত্থান) বাপ! আমার নিমাই ত বেঁচে আছে? আগে তাই বল। দুরন্ত যবনের ভয়ে যে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে!

শ্রীধর। মা! তোমার গৌর-সিংহ যখন তর্জ্জন গর্জ্জন ক'রে কাজীর বাটীতে সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে উপস্থিত হ'লেন, দুষ্ট লোকও অনেক সঙ্গে ছিল, তারা কাজীর বাগানের বৃক্ষাদি নষ্ট ক'র্‌তে লাগ্‌লো। তোমার নিমাই হরিনামে হুহুঙ্কার ক'র্‌তে লাগ্‌লো, কাজী নিমায়ের কাছে এসে যেন পবন-তাড়িত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপ্‌তে লাগ্‌লো। আবার ব'ল্লে, গৌর! তোমার মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীকে আমি চাচা ব'লে ডাকি। তোমার মা আমার ভগ্নী, তুমি আমার ভাগ্নে, মামার প্রতি ভাগ্নের কি এরূপ ব্যবহার করা উচিত?

শচী। শ্রীধর! সত্য ব'ল্‌ছিস্‌, কাজী দাদা এই কথা ব'লেছে? আহা! সে যে আমাকে বড় ভাল বাসে। আমাকে ভগ্নী ব'ল্‌তে যে অজ্ঞান হয়!

শ্রীধর। শুভে! সে কি সহজে বলে? তোমার পুত্রের ঐশ্বর্য্য দেখেই সে হতজ্ঞান হ'য়েছিল, ভয়ে ভীত হ'য়ে নিমাইয়ের শরণাগত হ'লো। গৌরচন্দ্র ব'ল্লেন, আমি তোমার প্রতি রুষ্ট নই; তবে তুমি আমার দুটী প্রার্থনা পূর্ণ কর। পশুর মধ্যে গো শ্রেষ্ঠ, কারণ শস্যাদি উৎপাদন ক'রে জীবের মহৎ উপকার করে; তাকে নষ্ট ক'রো না। আর যে ব্যক্তি হরি-নাম ক'র্‌বে, তার প্রতি কখন অত্যাচার ক'রো না। তাতে কাজী ব'ল্লেন, গোমাংস আমাদের ভক্ষ্য, তা ত্যাগ ক'র্‌তে পার্‌বো না; তবে আমার বংশে কেউ গো-হত্যা ক'র্‌বে না। আর হরিনামকারীকে, আমার বংশের মধ্যে কেউ পীড়াদায়ক হবে না। মা! তোমার গৌর আজ এক কীর্ত্তি-পতাকা উড়িয়ে নগর সংকীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে ফিরে আস্‌ছেন। হয় না হয় রাজপথের ধারে গিয়ে দেখ, অধম তারণ জন্যই গৌরহরির ধরায় আগমন। অনেক দিনের পর দুষ্ট কাজী দমন হ'লো, শত্রুর মুখে চুণ কালী প'ড়্‌লো!

শচী। শ্রীধর! বাপ্‌! অমন কথা ব'লো না! আমার নিমাইয়ের আবার শত্রু কে? বাল্যকালাবধি আমার নিমাইকে দুরন্ত ব'লে সকলে জানে, কিন্তু কেউ তাঁর প্রতি অত্যাচার করে নি, বরং ভালই বেসেছে।

যে সকলের প্রিয়, তার আবার শত্রু কে? অর্থ সকলের প্রিয়, অর্থের আবার শত্রু কে?

শ্রীধর। সে কি মা! অর্থের শত্রু নাই? যে ব্যক্তি অর্থের সম্বল করে, সেই অর্থের মিত্র। আর যে অর্থকে অপব্যয় করে, সে কি তার শত্রু নয়? তোমার ছেলে ত সামান্য অর্থ নয়, ও যে পরমার্থ! ওকে যে চিন্‌তে পার্‌লে না, ঘৃণা ক'র্‌লে, সেই ত তোমার নিমাইয়ের শত্রু। মা! আপনার কোমল হৃদয়। আপনার মন যেমন, সকলকেই সেই ভাবে দেখেন। ছায়া যেমন স্বভাবতঃই শীতল, তার আশ্রয় যে নেয়, সেও শীতল হয়। আপনার যেমন মন, যেমন দর্শন, তেমনি কি সকলের? নবদ্বীপে অনেক পাজী আছে, তারাই কাজীকে লাগিয়ে ত এতদূর ক'রেছে! কাজী স্পষ্টাক্ষরে ব'লেছে যে, নদের লোকের জন্যই আমি খোল ভাঙ্গ্‌তে হুকুম দিই। নতুবা হরিনাম সংকীর্ত্তনে আমার ক্ষতি কি?

শচী। বৎস শ্রীধর! ভগবান্ কি এরূপ লোককেও সৃষ্টি ক'রেছেন যে, হরিসংকীর্ত্তনে বিরক্ত হয়? হরিনামে দ্বেষ করে?

শ্রীধর। বিশ্বম্ভর-জননি! কোন্ কালে হরিনাম গ্রহণ সর্ব্ববাদি-সম্মত হ'য়েছে? হিরণ্যকশিপু, শিশুপাল, কংস প্রভৃতি দুরাত্মাগণ নিজে হরিনাম করা দূরে থাক্, অন্যে হরিগুণ কীর্ত্তন ক'র্‌লে তাদেরও জীবন দণ্ড ক'র্‌তো। এ সময়েও দুরাত্মা যবন হরিদাসকে কত যন্ত্রণাই দিয়েছে। তবে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরাদি যুগে দুটি একটিমাত্র হরিদ্বেষী ছিল, কিন্তু মা! এখন দেখ্‌ছি সকল দেশই হরিদ্বেষী। এমন ধর্ম্মবিপ্লবে হরির আগমন ভিন্ন কি ধর্ম্মসংস্থাপন হয়? মা! তোমার ছেলেই যে যুগে যুগে নানারূপ গ্রহণ ক'রে পরম ধন ধর্ম্মধনে রক্ষা ক'রছেন; সে ছেলেকে সামান্য ভেবে ভীত হ'য়ো না।

গীত।

মা তোর সেই কুমার নয় গো সামান্য।
মায়াবশে ভাব ক্ষুদ্র, সে যে রুদ্র-মান্য॥

পাপে ডুবে যায় ধরা, কার সাধ্য তারে ধরা,
ধরাধর-ধারী ভিন্ন।
তাই সেই নীরদবরণ, গৌর রূপ ক'রেছে ধারণ,
অকাতরে প্রেম বিতরণ, দুর্ম্মতি ত্রাণ জন্য॥

শচী। বাপ শ্রীধর! আমার নিমাইকে তোমরা আর ঈশ্বর ব'লে উল্লেখ ক'রো না। তুমি যাকে রুদ্র-মান্য ব'লে জ্ঞান কর্‌ছো, আমি ব'ল্‌ছি সে রুদ্রদাস। বাবা বুড় শিবকে আমি কোটি কোটি প্রণাম করি, তিনি আমার নিমাইকে কৃপাচক্ষে দর্শন করুন। আমার কুমার সুমতিই হ'ক্ দুর্ম্মতিই হ'ক্, তাঁরই দাস। তিনিও হরিনাম কীর্ত্তন করেন, তাঁর দাসেও তাই ক'র্‌ছে; প্রভুর প্রিয় কার্য্য দাসে ক'ল্লে প্রভুর কৃপা হওয়াই সম্ভব। বাবা বুড় শিব কেবল নবদ্বীপের নয়, যিনি সপ্তদ্বীপের ত্রাণ কর্ত্তা, তিনি বিশ্বম্ভরকে রক্ষা করুন। বাবা বুড় শিব আর পোড়া-মা এঁরাই চিরকাল পৃথিবীর ভার ধারণ ক'রে আস্‌ছেন। তাঁরা পাপ-ভারাক্রান্তা ধরণীকে রক্ষা ক'র্‌বেন, আমার নিমাই সে ভার ধ'র্‌বে, এ কি সম্ভব? বাসুকি যে ভার ধারণ করেন, সামান্য গোক্ষুরো সাপে কি সে ভার ধ'র্‌তে পারে? গঙ্গার বেগ মহাদেবই সম্বরণ ক'রেছেন। ঐরাবত, পর্ব্বত ভেদ ক'রে বেগ সহ্য ক'র্‌তে চেয়েছিল, শেষে তৃণবৎ ভেসে গেল; কই সহ্য ক'র্‌তে পাল্লে না? আমার নিমাই যদি সে বাসনা ক'রে থাকে যে, অধর্ম্মকে নষ্ট ক'রে পৃথিবীর ভার লাঘব ক'র্‌বো, সে তার—কর দ্বারা সমুদ্র সেচন ক'রে রত্ন লাভের বাসনার ন্যায় হবে। এখন কীর্ত্তন ক'রে নিমাই আমার ঘরে এলে বাঁচি!

শ্রীধর। (স্বগত) আহা! মার প্রাণ সন্তানের কল্যাণ প্রার্থনা ব্যতীত আর কিছুই জানে না; এই জন্যই মহাত্মাগণে ব'লেছেন "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" যাঁদের কাছে গৌরাঙ্গের কল্যাণ প্রার্থনা ক'র্‌লেন, তাঁরাই গৌরলীলার মধুর মাধুরী দেখ্‌বার জন্য, আর

হরির মুখে হরিকথা শুন্‌বার জন্যই স্বধাম পরিত্যাগ ক'রে নবদ্বীপ ধামে বিরাজ ক'র্‌ছেন, তা জানেন না! আমি একদিন নিমায়ের সঙ্গে বুড়শিব তলায় গিয়ে দেখেছি, গৌর যখন শিবপূজা সমাধার পর গাল বাদ্য ক'রে নাচ্‌তে নাচ্‌তে শিবস্তব পাঠ ক'র্‌তে লাগ্‌লো, মধ্যে মধ্যে প্রেম-ভরে বুড়শিবকে জড়িয়ে ধ'র্‌তে লাগ্‌লো, অমনি আমার বোধ হ'তে লাগ্‌লো যেন রজতসূত্র-বিনির্মিত দুটি হস্ত বহির্গত হ'য়ে নিমাই-কেও জ'ড়িয়ে ধ'র্‌লে। কেউ হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ ব'ল্‌ছেন, কেউ বম্ বম্ শিব ডমরুধারিন্ ব'ল্‌ছেন; তাই দেখে আবো কত ভাব ক্ষণে ক্ষণে মনোমধ্যে উদয় হ'তে লাগ্‌লো। প্রেমাশ্রুতে মন্দিরতল ভেসে যেতে লাগ্‌লো। ভাব্‌লাম, কুমুদিনী দিবাভাগে চন্দ্রকে দেখ্‌তে পান না, আজ দিন পেয়ে জড়িয়ে ধ'রেছেন; বুঝি আর ছাড়্‌বেন না। মন্দিরতল জলপূর্ণ দেখে ভাব্‌লাম, এত জল কেন? সেই জল পান ক'রে দেখি, জল নয় সে সুধা; সুধাকরের সুধার ঢেউ খেল্‌ছে। আবার ভাব্‌লাম, জল নইলে ত কুমুদিনী থাকে না? এ সরোবরই বটে। পুনরায় ভাব্‌লাম, এ আর কিছু নয়, ঐরাবত শ্বেত-কর দ্বারা স্বর্ণকুম্ভ ধারণ ক'রে পাপপীড়িতা বসুমাতাকে সুস্থ করবার জন্য শান্তিজল দান ক'র্‌ছেন। সে যে কি ভাব তা আর কি ব'ল্‌বো? ব'ল্লেও শচীদেবী বিশ্বাস ক'র্‌বেন না। যশোদা গোপালের মুখে ব্রহ্মাণ্ড দেখেও তাঁর স্বপ্ন ব'লে বোধ হ'য়েছিল। ছেলে যে ভগবান্ তা জ্ঞান হ'লো না, মার এইরূপ ভাবই হ'য়ে থাকে।

(শিতিকণ্ঠ নামক বালকের প্রবেশ)।

শিতিকণ্ঠ। (করতালি দিয়া নাচিতে নাচিতে) বোল হরিবোল, বোল হরিবোল, বোল হরিবোল, নিতাই অদ্বৈত বোল, বোল হরিবোল, বোল হরিবোল।

শচী। ও কে শিতিকণ্ঠ নয়? ও আবার কি ব'লে হরিবোল হরিবোল ব'লে নাচ্‌তে নাচ্‌তে আস্‌ছে? আহা! এমন ভাব ত কখন দেখিনি!

শ্রীধর। (শচীর প্রতি) মা! এ আর কিছুই নয়, এ তোমার ছেলের খেলা। জগৎ মাতালে, হরিনাম সুধা দিয়ে সব মাতালে। আজ নদের বালক হরি ব'লছে, এরা কি হরিনামের মাহাত্ম্য জেনে ব'লছে? তা নয়, দ্রব্যগুণ যাবে কোথা? অগ্নিতে কাষ্ঠ প'ড়লে কাষ্ঠও অগ্নি হয়। দেখ মা! হরিনামের গুণ দেখ, অবোধ বালকেও মত্ত। মা! এখনি হ'য়েছে কি? তোমার সন্তান এই নবদ্বীপকে সুধাকর ক'রে দিলেন। কালে এইখানে ম্লেচ্ছ জাতিতেও খোল করতাল নিয়ে এইরূপ বালক নিয়ে হরিগুণ গান ক'রবে। (শিতিকণ্ঠের প্রতি) বৎস শিতিকণ্ঠ! হরি ব'লতে ব'লতে কোথা হ'তে আস্‌ছো?

শিতি। আপনার বাটী হ'তে। হরি হরিবোল!

শ্রীধর। সেখানে কি ক'র্‌তে গিয়েছিলে?

শিতি। নিমাইয়ের সঙ্গে কীর্ত্তন ক'র্‌তে ক'র্‌তে গিয়েছিলাম। তিনি আপনার বাটীতে এলেন। অত্যন্ত পিপাসায় কাতর হ'য়ে আপনার লোহার কড়ায় জল ছিল, তাই খেলেন। অদ্বৈত আপনাকে ডাকৃতে আমাকে পাঠালেন, তাই এসেছি। হরি হরিবোল!

শ্রীধর। কি! মহাপ্রভু আমার বাটীতে এসে সেই ভগ্ন লৌহ পাত্রের জল পান ক'রেছেন কেন? পিপাসাতুর হ'য়ে? তাঁর আবার পিপাসা? জগতের পিপাসা নষ্ট ক'র্‌তে যে নিয়ত সুধা দান ক'র্‌ছে, তার আবার পিপাসা? হাঁ বুঝেছি, আমি আজ মধ্যাহ্নে গঙ্গাস্নান ক'রে সেই পাত্রে জল এনেছিলাম, পরে সেই জলে তুলসীপত্র ধৌত ক'রে পূজাদি ক'রেছি; পাছে সেই জল অপচয় ক'রে অপরাধী হই, তাই দয়াময় গৌর আমার ভাবি দুরদৃষ্ট নষ্ট ক'র্‌বার জন্য সেই জল স্বয়ং পান ক'রেছেন। অন্য স্থানে সে জল নিক্ষেপ ক'র্‌লেও অন্যের পদদলিত হবার সম্ভব। তাতে উভয়েরই দুরদৃষ্ট হবে, সেই জন্য এই কার্য্য। আহা! এত দয়া নইলে জগদ্বন্ধু নাম হবে কেন? (শচীর প্রতি) মাগো! এক্ষণে দাসকে বিদায় দেন। যেমন আপনার অঙ্গনে এসে বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতাকে দেখ্‌লাম,

তেমনি আজ শ্রীধর-প্রাঙ্গণকে বৈকুণ্ঠধাম দর্শন ক'রে চরিতার্থ হইগে। খোলাবেচা শ্রীধরের ভাগ্যে যে এরূপ ঘট্‌বে, তা স্বপ্নেও জানিনি। প্রণাম করি।

শচী। বাপ! তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হ'ক্। আমার নিমায়ের প্রত্যাগমন সমাচার পেয়ে দেহে প্রাণ এলো। এতক্ষণ স্বর্গে কি মর্ত্তে ছিলাম, তা ব'ল্‌তে পারিনে! তোমাদের সঙ্গে কথা ক'য়েছি বটে, কিন্তু কি কথায় কি উত্তর দিয়েছি ব'ল্‌তে পারিনে। বাপ! কিছু মনে ক'রো না, শীঘ্র বাড়ী যাও, আমার নিমাইকেও শীঘ্র পাঠিয়ে দেওগে। আমি তার আহারাদির আয়োজন করিগে, অনেক রাত্রি হ'য়েছে! (ঠাকুরুণের প্রতি) মা! আপনার আশীর্ব্বাদে তার বিপদ্ ঘটেনি। এখন আসুন, আর একবার আস্‌বেন।

ঠাকুরুণ। মা তুমি সুখে থাক, আমি আবার আস্‌বো ॥

[প্রস্থান।

শ্রীধর। যে আজ্ঞা, এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন, গমন মাত্রেই যেন চিন্তামণিকে দেখ্‌তে পাই। (বালকের প্রতি) বাপ চল।

শচী। যাই, আমার নিমাই এসেই ব'ল্‌বে মা খেতে দেও খাই।

শ্রীধর। (গমন করিতে করিতে) পদ চল, সচল হও, সেই বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধনের নিকটে চল। মন! আর ব্যগ্র হ'চ্ছ কেন? তোমার ভয় ত গিয়েছে। পারের সময় তুফানে প'ড়েছিলে, কিন্তু সেই প্রবল বায়ুই যে অনুকূল হ'য়ে তরীকে পারে এনে দিয়েছে। আর ভয় কি?

গীত।

মন আর কিসের জন্য ভয়।
এই অগণ্য অমান্য বিষম বিপদাপন্ন,
শ্রীধর ধন্য জন্য,
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তোর পর্ণকুটীরে উদয় ॥

সেই গৌরাঙ্গের ভ্রূভঙ্গে, পতঙ্গে মাতঙ্গের সঙ্গে,
রণরঙ্গে হয় জয়ী, ওরে মন তোরে কই,
কি ভয় শমনাতঙ্গে, তর্‌বি ভবতরঙ্গে,
ব'ল্লে শ্রীগৌরাঙ্গের জয় ॥

[বালক ও শ্রীধরের প্রস্থান।

(শচীমাতার বাটীতে অদ্বৈত ও হরিদাসের প্রবেশ)

অদ্বৈত। হরিদাস! প্রভু গেলেন কোথা? কই তাঁর কোন সন্ধান পাচ্ছিনে, তাঁকে দর্শন ক'র্‌তে তাঁর বাসে এলাম, এখানেও ত নাই। প্রভুর মনের ভাব কি কিছু বুঝ্‌তে পেরেছ? আর সেরূপ হরি সংকীর্ত্তনে আসক্তি নাই, সর্ব্বদাই যেন অন্যমনস্ক। কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে শীঘ্র উত্তর দেন না, দু তিনবার জিজ্ঞাসার পর হয় ত কেবল "য়্যাঁ" এই শব্দ মাত্র মুখ দিয়ে নির্গত হ'লো। সে দিবস শ্রীবাসের সন্তানের মৃত্যু হ'লে যখন শ্রীবাস সে ভাব গোপন ক'রে, প্রভুর কীর্ত্তনের রস ভঙ্গ হবে ব'লে স্বয়ং পুত্রশোক সম্বরণপূর্ব্বক গৌরের সঙ্গে কীর্ত্তন ক'রেছিলেন, পরে সেই বৃত্তান্ত শ্রবণ ক'রে বিশ্বম্ভর ব'ল্লেন, কি পুত্রশোক লক্ষ্য না ক'রে শ্রীবাস সংকীর্ত্তনে মত্ত হ'য়ে আছে! এমন বন্ধুকে কি প্রকারে ত্যাগ ক'র্‌বো? তখনি শুনেছি ত্যাগ ক'র্‌বো কথা প্রয়োগ ক'রেছেন। তবে কি মহাপ্রভু গৃহে থাক্‌বেন না? শেষে কি সন্ন্যাসী হবেন? ভাব যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে? আমাদের এ আনন্দের বাজার কি ভেঙ্গে যাবে? বিষম শীত ঋতুতে সূর্য্য অস্তমিত হ'লে যেমন দীনগণ শীতের ভয়ে একান্ত কাতর হয়, আমাদেরও কি তদ্রূপ গৌরাঙ্গ গমনের পর পাষণ্ড কর্ত্তৃক দুর্গতি ভোগ ক'র্‌তে হবে? গৌরের কি লীলা খেলা শেষ হ'লো? নবদ্বীপ কি আবার গৌরচন্দ্র বিরহে পুনঃ পাপ-তমসাবৃত হবে?

হরিদাস। মহাভাগ! আর সে কথা আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন কেন? মহাপ্রভুর ত একান্ত ইচ্ছা যে, সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ ক'র্‌বো। একদিন একটী টোলের ছাত্র বিশ্বম্ভরের নিকট এসেছিল, এমন সময় তিনি গোপী গোপী ব'লে রোদন ক'রে উঠ্‌লেন। ছাত্রটী ব'ল্লেন আপনি গোপী ব'ল্‌ছেন কেন? কৃষ্ণনাম স্মরণ করুন্। গোপী গোপী ব'ল্লে কি হবে? সেই কথা শুনে মহাপ্রভু কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ ক'রে ব'ল্লেন, কি! সেই লম্পট, তস্কর, দস্যুর নাম গ্রহণ ক'র্‌বো? তার নাম ক'র্‌লে কি হবে? তুমি আমাকে কি সেই স্ত্রীহত্যা-কারীকে স্মরণ ক'র্‌তে বল? এই ব'লে যষ্টি হাতে ক'রে সেই ছাত্রকে প্রহার ক'র্‌তে উদ্যত। ছাত্র পলায়ন ক'র্‌লে, তিনিও তার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়িলেন।

অদ্বৈত। হাঁ তাতো শুনেছি! পরে সেই ব্রাহ্মণগণ একত্রিত হ'য়ে বলেন, তিনি ত রাজা নন যে, আমাদের প্রহার ক'র্‌বেন। এবার প্রহার ক'র্‌তে এলে, আমরাও তাঁকে প্রহার ক'র্‌বো। তার পর কোন ঘটনা হ'য়েছে নাকি?

হরিদাস। তার পর আর কোন ঘটনা হয়নি। সেই কথা শ্রবণ ক'রে দয়াল প্রভু দুই চ'ক্ষের জলে ভেসে নিত্যানন্দকে ব'লেছিলেন, নিতাই! কফ দমনের নিমিত্ত পিঁপুল চূর্ণ ক'র্‌লাম, তাতে বাতাশ্রয় ক'রে কুটিল হ'লো। আমি জীবের উদ্ধার ক'র্‌বো বলে কৃতসংকল্প হ'য়েছি, তা না হ'য়ে তাদের সংহার ক'র্‌লাম! যারা আমাকে প্রহার ক'র্‌বো ব'লেছে, তারা পাছে নিরয়গামী হয়! আমি আর সংসারে থাক্‌বো না। শীঘ্র সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ ক'র্‌বো। তা হ'লে গৃহী ব'লে আর কেউ আমাকে উপেক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে না।

অদ্বৈত। প্রভু আমাদের নিত্যানন্দকে একথা ব'লেছেন? তবে আর সন্দেহ নাই। এই ভারতবর্ষে সন্ন্যাসী হ'য়ে বৈরাগীর বেশ না ধ'র্‌লে, তাঁর ধর্ম্ম ভাবের প্রভাব সাধারণ সমীপে অভাব হ'য়ে পড়ে। বোধ হয় সেই জন্যই তিনি সন্ন্যাসী হ'তে ইচ্ছুক হ'য়েছেন। জীবকে

শিক্ষা দিবার জন্যে তাঁর সন্ন্যাস ব্রতধারী হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। আমরা তাঁর সঙ্গে নিয়ত সংকীর্ত্তন ক'র্‌ছি বটে, কিন্তু গাঢ় সংসারা-সক্তি-পাশ হ'তে প্রায় কেউ মুক্ত হ'তে পারে নি। গৌরাঙ্গের তা হ'য়েছে, কিন্তু আমাদের হৃদয় মধ্যে যেন শূন্যাঘাত হ'লো। রাবণ ধ্বংস ক'রে রামচন্দ্র যখন অযোধ্যায় প্রত্যাগমন ক'রেছিলেন, তখন লঙ্কাবাসী সকলেই কেঁদে আকুল হ'য়েছিল। গৌর তেমনি জগাই মাধাই উদ্ধার, কাজী দমন ও আপাল গোপালকে নিস্তার ক'রে এক্ষণে বোধ হয় স্বধামে গমন ক'র্‌বেন। কিন্তু এই ব্যাপারে শত্রু মিত্র শোকাকুল হ'য়ে রোদন ক'র্‌বে।

(মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, ও গদাধরের প্রবেশ)

অদ্বৈত। (দূরে দর্শন করিয়া) ঐ যে নিত্যানন্দ ও গদাধরের সঙ্গে দয়াল নিমাই আস্‌ছেন। হা! দেহে বৈরাগ্যের লক্ষণই বিলক্ষণ দেখ্‌ছি, ভাল জিজ্ঞাসা করি। (উভয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম) দেব! অন্যান্য দিন আপনার মুখে হরিগুণ গান শ্রবণের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হয়। আজ যে একটী হৃদয় বিদারক কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে প্রাণ অস্থির হ'য়েছে, আজ্ঞা হয় ত বলি।

গৌর। দেব অদ্বৈত! আপনার যা ইচ্ছা হয় তাই বলুন। আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে সক্ষম হই ত অবশ্যই ব'ল্‌বো। আপনার আজ্ঞা পালন করাই আমার সনাতন ধর্ম্ম, বলুন।

অদ্বৈত। আজ কয়েক দিবস হ'তে আপনার এ ভাব দেখ্‌ছি কেন? সকল বিষয়েই অনাসক্তি। সে সংকীর্ত্তনের শক্তি যেন হ্রাস হ'য়ে আস্‌ছে। অনন্য মনে যেন দিবা রাত্রি কি চিন্তা করেন। কেবল ভক্তির চিহ্ন ভিন্ন অন্য কিছু আপনার শ্রীঅঙ্গে লক্ষিত হয় না, এর তাৎপর্য্য কি?

নিত্যানন্দ। আমি আর স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পার্‌লাম না, আমাকেই

ব'ল্‌তে হ'লো। আর্য্য অদ্বৈতাচার্য্য! তাৎপর্য্য আর কি? বোধ হ'চ্ছে গৌর ধনে হারা হ'লেম। নিমাইয়ের নিতান্ত ইচ্ছা যে, এছার সংসার পরিত্যাগ ক'রে সার ধর্ম্ম সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন ক'র্‌বেন। দেব! এতদিনে নবদ্বীপ অন্ধকার হ'লো। অল্প জলসংযুক্ত সামান্য জলাশয়ে যদি পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়, তা হ'লে সে সরোবরের শোভার সীমা থাকে না বটে, কিন্তু যদি সেই পদ্ম কেউ তুলে নিলে ও সূর্য্য সুতীক্ষ্ণ করে সে জল শোষণ ক'ল্লেন, তখন সে সরোবর যতদূর অপ্রিয় দর্শন হ'তে হয় তা হয়। বুঝি আমাদের ভাগ্যেও তাই ঘটে। আমাদের দেহ-সরোবরে সামান্য আনন্দ-জলে সুখ-পদ্ম বিকসিত হ'য়ে মন-মধুকরকে শান্তি-মধুদানে সুস্থ ক'রেছিল। আমাদের দুরদৃষ্টরূপ সূর্য্যে সে আনন্দ-জলকে শুষ্ক ক'র্‌ছে। কোন্ দিন দুর্দ্দিনরূপ দুষ্টজনেও পদ্মটী ভেঙ্গে দিয়ে যাবে। মন-মধুকরও পদ্মের লোভ ত্যাগ ক'র্‌তে না পেরে ঐ পদ্ম মধ্যেই থাক্‌বে। শেষে আমাদের শূন্য দেহমাত্র প'ড়ে থাক্‌বে। তখন কোথায় বা জল, কোথায় বা পদ্ম, কোথায় বা মন, কোথায় বা আমাদের দেহের শ্রী।

গদাধর। প্রভো নিত্যানন্দ! যথার্থ ব'লেছেন। তাই ভাবি, যার সরোবর সে কেন মধ্যে মধ্যে পঙ্ক উদ্ধার করে না? তা হ'লে ত আর জল শুষ্ক হয় না। এ সব দেহ ত গৌরের সরোবর, তবে উনি কেন পঙ্ক উদ্ধার ক'র্‌ছেন না? (গৌরের প্রতি করযোড়ে) শচীনন্দন! তবে কি যথার্থই আমাদের বঞ্চনা ক'র্‌বে? আর কি নবদ্বীপে এ চাঁদের উদয় হবে না? আর কি শ্রীবাস-অঙ্গনে হরিবোল হরিবোল ব'লে নাচ্‌বে না? আর কি "প্রেমধন বিতরণ ক'র্‌ছি কে নিবি আয়" ব'লে পাষণ্ডদের ডাক্‌বে না? গৌর! প্রাণনাথ! বুক যে ফাট্‌বো ফাট্‌বো হ'লো? এ সোণার অঙ্গে কেমন ক'রে ছাই মাখ্‌বে? তুমি গৃহত্যাগ সাধ ক'র্‌লেই তা পূর্ণ হবে কেন? তুমি ত স্বাধীন নও, তুমি যে ভক্তাধীন, ভক্তের সাধ পূরাতে হ'লে তোমার ত কোন সাধই খাট্‌বে না। তবে এত রঙ্গ কেন?

গীত।

একি রঙ্গ শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীঅঙ্গে নাকি ছাই মাখিবে।
বল ভক্তের চন্দন তুলসী কেমনে তা উপেখিবে॥
(সে যে ভক্তিমাখা) (সুধু তুলসী নয়) (ভক্তি চন্দন মাখা)
তুমি ত্যজিয়ে ভবন, ঘুরিবে ভুবন,
কখন গাছের তলে থাকিবে, (তাকি ছাড়্‌তে পার)
(ওহে ওহে গৌর) (ভক্তে না ছাড়্‌লে তাকি ছাড়্‌তে পার)
কিন্তু তোমার ভক্তের সাধন মন্দির কিরূপে ত্যজিবে॥
(তার হৃদয় আছে) (সুধু মন্দির নয়)
(ভক্তের হৃদয় আছে)
তুমি সুখের আহার, করি পরিহার,
(নির্জ্জনের বিহার করিবে) (সে কি এতই মিঠে)
(ওহে ওহে গৌর) (হরীতকী কি এতই মিঠে)
(গৌরহরি হরীতকী কি এতই মিঠে)
হবে ভক্তের আয়োজন কি বিফল যখন যা নিবেদিবে
(তুমি খেয়েছ) (ওহে ওহে গৌর)
(বিষ খেয়েছ) (প্রহ্লাদের দেওয়া বিষ খেয়েছ)
তুমি ভেবেছ সার, ত্যজিয়ে সংসার,
সংসারী নাম না রাখিবে, (এসব মায়া ব'লে)
(ওহে ওহে কেশব) (এসব কার মায়া)
(ওহে কেশব এসব কার মায়া)

কিন্তু সংসার যে পালন করে লোকে তাকে কি বলিবে ॥
(কই ছাড় দেখি) (ওহে ওহে গৌর)
(ভক্তের পালন করা ভার) ॥

অদ্বৈত। গৌর-জীবন গদাধর! তুমি যা ব'ল্লে, তা ত খণ্ডন করা যাবেই না, কিন্তু আমিও একটী কথা বলি। (গৌরের প্রতি) বিশ্বম্ভর! সন্ন্যাসী হ'য়ে গৈরিক বসন ধারণ ক'রে দণ্ড কমণ্ডলু গ্রহণ, মস্তক মুণ্ডন ক'র্বে সত্য, লোকে দেখ্বে গৌর সন্ন্যাসী হ'য়েছেন, আমরা ত তা দেখ্‌ব না। তুমি কার অঙ্গে ছাই মাখ্‌বে? হৃষীকেশ! কার কেশ মুড়াবে? কার কটিতে গৈরিক বসন প'র্‌বে? কার করে দণ্ড কমণ্ডলু ধরাবে? ও ত তোমার অঙ্গ নয়! ব্রজের খেলা কি ভুলে গিয়েছ? মনে ক'রে দেখ দেখি, শ্রীরাধিকার মান ভঞ্জন ক'র্‌তে গিয়ে কি ব'লে দাসখত লিখে দিয়েছিলে?

গৌর। সীতানাথ! আমি যদ্যপি বিস্মরণ হ'য়ে থাকি, আপনিই কেন ব্যক্ত করুন না? আপনার কথা শুন্তেই ত আমার আসা।

অদ্বৈত। বিশ্বনাথ! কি ব'ল্লে, বিস্মরণ হ'য়েছ? তা হবেই ত, অন্যের কাছে বল ভুলে গিয়েছি, আমরা ও ভোলায় ভুল্‌বো না। তবে যদি আমার মুখে শুন্‌তে ইচ্ছা হ'য়ে থাকে ব'ল্‌ছি। শ্রীমতীকে এই ব'লে কি দাসখত লিখে দেওনি যে, যদি কখন শ্রীরাধার রূপ ধারণ ক'র্‌তে পারি, তবে তোমার ধার পরিশোধ ক'র্‌বো? তার তাৎপর্য্য, আর বিচ্ছেদ হবে না। সেই খত পেয়েই ত শ্রীমতীর মান দূর হয়। সে মানভঞ্জন ক'রতে ত সন্ন্যাসীও হ'য়েছ। কই মান ভঙ্গ ক'র্‌তে পারনি? আবার রাসলীলা ক'র্‌তে ক'র্‌তে শ্রীরাধা অত্যন্ত ক্লান্ত হ'য়ে ব'ল্লেন, আর আমি চ'ল্‌তে পারিনে, আমাকে স্কন্ধে কর। তুমি ব'ল্লে এস, স্কন্ধে ক'রে লয়ে যাই। ব্রজেশ্বরী তোমার স্কন্ধে আরোহণ ক'র্‌তে গেলেন, তুমি অন্তর্হিত। শ্রীমতী তোমাকে দেখ্‌তে না পেয়ে, হা কৃষ্ণ!

হা নাথ! হা প্রাণবল্লভ! ব'লে বনে বনে কত অন্বেষণ, কত রোদন ক'ল্লেন। কিছুতেই তোমার দেখা না পেয়ে, জীবন নাশে উদ্যত হ'লেন। তুমি তখন দেখা দিলে, তিনি তোমাকে পেয়েই অমনি, নাথ এসেছ? দাসী ব'লে মনে প'ড়েছে? এই ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে তোমাকে গাঢ় আলিঙ্গন দান ক'রে ব'ল্লেন, তোমাকে ছেড়ে যত সুখ তা জেনেছি; আর ছাড়্‌ব না। যদি কখন আবার ধরাধামে আস্‌তে হয়, তবে আর পৃথক্‌রূপে আস্‌ব না। তোমাকে অন্তরে ক'রে দুই দেহ একদেহ হ'য়ে আস্‌বো। প্রভো! ভেবে দেখুন, প্রকারান্তরে আপনার লিখিত খতের ভাবই হ'লো কি না? নবদ্বীপ ধামে কি সেই মহা· রাসের মিলনরূপ রাধাকৃষ্ণ এক হ'য়ে, অবতীর্ণ নয়? আজ নিজের অঙ্গটী লুকিয়ে রেখে, রাধার অঙ্গে ছাই মাখাতে চাচ্ছ? মানে তোমাকে সন্ন্যাসী সাজিয়ে ছিলেন ব'লে, এইবার কি তার প্রতিশোধ? ভাল তোমাতে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি, তোমার চক্র কি যাবে না? অন্যান্য লীলায় বহির্ভাগও কাল, অন্তরেও কাল ছিল। এ লীলায় যে অধিক কপটতা প্রকাশ হ'চ্ছে, সামান্য জীবে কেমন ক'রে তোমাকে চিন্‌বে? তোমাকে যে কতই বিচিত্র ভাব দেখ্‌ছি, তা কিঞ্চিন্মাত্রও বর্ণনা ক'র্‌তে পারিনে। তোমার অঙ্গ হ'তে যে যে জন্মেছে, তারা ত সকলেই জীবের শুভদায়ক; তুমি এমন হ'লে কেন? হাঁ বুঝিছি, তার প্রমাণ-স্থল রেখেছ। পঙ্ক হ'তে যে পদ্ম জন্মে, সে পদ্ম লোকের নয়নানন্দকর, সুগন্ধ দানে লোকের চিত্ত প্রফুল্ল করে। মধুমক্ষিকায় তা হ'তে যে মধু আহরণ ক'রে মধুচক্রকে রক্ষা করে, সেই মধু ত নয়ন-রোগনাশক। কিন্তু পঙ্ক চিরকালই মলিন। তেমনি তোমা হ'তে গঙ্গা জন্মেছেন, তিনি ত্রিলোক-নিস্তারিণী। নাভি হ'তে ব্রহ্মা জন্মেছেন, তিনি বেদকর্ত্তা; যাতে জীবের অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হয়। নয়ন হ'তে যে চন্দ্র সূর্য্য জন্মেছেন, তাঁরাও ধ্বান্তারি। নাসারন্ধ্র হ'তে যে পবন জন্মেছেন, তিনি ভুবন-জীবন। কিন্তু তুমি চিরকালই চক্রী, নিয়ত বিষ্ণুমায়াতে জীবকে বদ্ধ ক'র্‌বার চেষ্টায় ফির্‌ছো। ধন্য তোমার লীলা!

গৌর। আচার্য্যরত্ন! আমার প্রতি এত দোষারোপ ক'চ্ছেন কেন? আমি কি হরিনাম প্রচার ও প্রেম বিতরণ ক'রে জীবকে নিস্তার ক'র্‌ছিনে, কেবল কি মায়াতেই মুগ্ধ ক'র্‌ছি?

অদ্বৈত। আমার বোধ হয় তুমি হরিনাম কীর্ত্তন করনি, লোকে অন্তরের ভাবই বাক্যের দ্বারায় ব্যক্ত করে, শ্রীরাধার অন্তরে তুমি বাস ক'র্‌ছো, তাঁর অন্তরের একমাত্র ভাবই তুমি। সেই শ্রীরাধার রূপই আমরা দর্শন ক'র্‌ছি। আমাদের বোধ হ'চ্ছে, সেই বিষ্ণুভক্তি-প্রদায়িনী আদ্যাশক্তি গোলোকেশ্বরী রাধিকাই—হরিবোল হরিবোল ব'লে জীবকে উদ্ধার ক'র্‌ছেন। নতুবা হরি হ'য়ে হরি বলে একি সম্ভব? আপনার গুণ কি কেউ আপনি প্রকাশ করে, না আপনার মর্ম্ম কেউ আপনি পায়? সুধায় কি সুধার মর্ম্ম জানে? তাকে যে পান করে, সেই জানে সুধা কি বস্তু। শ্রীমতী তোমাকে অন্তরে পেয়ে, প্রেমে পুলকিতা হ'য়ে অকাতরে কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ ক'র্‌ছেন। তিনি যেমন রাসস্থলে তোমাকে গাঢ় আলিঙ্গন ক'রে তোমাকে পেয়েছেন, তেমনি এখন তিনি যার মুখে হরি কথা শুন্‌ছেন, তাকেই গাঢ় আলিঙ্গন দিয়ে শিখিয়ে দিচ্ছেন যে, ভাই সব! এমনি ক'রে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন কর, তা হ'লেই তাকে পাবে। নতুবা তুমি যে হরিনাম কীর্ত্তন ক'রে জীবকে উদ্ধার ক'র্‌ছো, এ আমার বিশ্বাস হ'চ্ছে না। আর তুমি সন্ন্যাসী হ'লে আমরা বিশ্বাস ক'র্‌বো না যে, গৌর সন্ন্যাসী হ'য়েছেন। আমরা দেখ্‌বো শ্রীরাধিকার অঙ্গেই বিভূতি, তাঁরই করে দণ্ড; লোককে বুঝাও যে নিমাই সন্ন্যাসী হ'য়েছে।

গৌর। দেব অদ্বৈত! আপনাদের বুঝাবার জন্যে ত সন্ন্যাসী হ'চ্ছিনে, জীবকে বুঝাবার জন্যেই ত বটে; আমি যে জীবকে হরিনাম ক'রে উদ্ধার হ'তে ব'ল্‌ছি, অনিত্য বিষয়ে মায়া ত্যাগ ক'র্‌তে উপদেশ দিচ্ছি, তা লোকে গ্রহণ ক'র্‌বে কেন? শিক্ষকের স্বভাবই ছাত্রে প্রাপ্ত হয়। আমি সংসারী হ'য়ে জীবকে সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'র্‌তে ব'ল্লে কি তা করে? আমার ত স্ত্রী পুত্র নিয়ে সংসার ক'র্‌তে আসা নয়, তা

আপনার অবিদিত কি আছে? এক্ষণে কৃপা ক'রে আমাকে বিদায় দেন, আমি আর সংসার-বন্ধন সহ্য ক'র্‌তে পার্‌ছিনে। দাদা নিতাই! ব্রহ্ম হরিদাস! প্রাণ গদাধর! আমাকে বিদায় দাও, আমি করযোড়ে বিনয় ক'রে ব'ল্‌ছি, আর আমাকে বাধা দিও না।

গীত।

বিদায় আমায় দাও সকলে।
সাধুর অনুকূলে বাহু তুলে যাই হরি হরি ব'লে ॥
শুন অদ্বৈত গোঁসাই, হরিদাস নিতাই,
মা নিমাই ব'লে কাতর হ'লে, তাঁকে ডেকো মা ব'লে,
দাদা নিতাই গো তুমি নিমাই হ'য়ে তাঁকে ডেকো মা ব'লে
(যেন কাঁদেন কাঁদেনা) (নিমাই নিমাই ব'লে)
রেখ দুঃখিনী মায় হরিভক্ত ছলে ॥
আর এক দুঃখিনী রমণী, বিষ্ণুপ্রিয়া ধনী,
যায় না যেন সুরধনীর জলে, (জলে ডুবে বা মরে,
আমার বিরহে পাছে পাগল হ'য়ে জলে ডুবে বা মরে,)
(তারে কাঁদালাম কাঁদালাম) (চিরকালের তরে)
তারে স্থান দিও সবে পদ যুগলে ॥

হরি। তবে এত দিনের পর আমরা অনাথ হ'লাম। (জোড়করে গৌরের প্রতি) দীননাথ! এ দীনগণকে ছেড়ে কোথা যাবে? আর কার বলে আমরা নবদ্বীপে বাস ক'র্‌বো? শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখ্‌তে ব'ল্‌ছো, আর নবদ্বীপে আমরা স্থান পেলে ত থেকে সকলকে দেখ্‌বো। তুমি থাক্‌তেই পাষণ্ডগণ আমাদের প্রতি যে অত্যাচার

ক'র্‌ছে, তাতো দেখ্‌ছো, কেবল আমাদের প্রতি কেন? ব্রহ্মাণগণ তোমাকেই প্রহার ক'র্‌তে উদ্যত, তাতেই সংসার পরিত্যাগ ক'র্‌তে ইচ্ছা ক'রেছ। তুমি না থাক্‌লে দুরন্ত কাজী কি আমাদের এখানে থাক্‌তে দিত? গৌরাঙ্গ! আমাদের উপায় কি হবে? তুমি সন্ন্যাসী হ'লে আমরা কার আশ্রয়ে থাক্‌বো? যদি কোন ব্যক্তি ধনোপার্জ্জনের জন্য স্থানান্তরে যায়, অগ্রে আশ্রিত জনের রক্ষার উপায় করে। পিতঃ! তুমিও ধর্ম্মধন উপার্জ্জনে যাচ্ছ, আমাদের উপায় স্থির ক'রে যাও।

গৌর। ব্রহ্ম হরিদাস! তোমরা যত কিছু ব'ল্‌ছ, সবই আমার মন পরীক্ষার জন্য, তা বেশ বুঝেছি। আমি যদিও সন্ন্যাসী হ'য়ে দেশান্তরে যাব ব'ল্‌ছি, তথাপি কি তোমাদের ছাড়া হ'তে পার্‌বো, না কখন হ'তে পেরেছি? তোমরা হৃদয়ের ধন, ব্যক্ত করা কেবল বাহুল্য মাত্র; যার সঙ্গে যার যে সম্বন্ধ, তা সদানন্দ, নিত্যানন্দ, ব্রহ্মানন্দ এঁরা সকলেই সব জানেন। গদাধরের কথা কি ব'ল্‌বো, আমার প্রাণ আর গদাধর পৃথক্ নয়। তুমি আমাকে ব'ল্‌ছো উপায় ক'রে যাও, আমি বলি তুমি কোন্‌টিকে নিত্য ক'রে সৃষ্টি ক'রেছ? সকলকেই যখন কালের অধীনে রেখেছ, তখন আর ও কথা কেন? এক্ষণে নবদ্বীপের ভক্তবৃন্দ সঙ্গে হরিনাম ক'রে কালক্ষয় করুন। আপনাদের সকলকেই ব'ল্‌ছি, কেউ হরিগুণ গান ক'র্‌তে বিরত হবেন না; আমি সন্ন্যাসী হব।

(শচীমাতার প্রবেশ)

শচী। 'সন্ন্যাসী' 'সন্ন্যাসী' কি কথা শুন্‌ছি? হাঁরে নিমাই! সন্ন্যাসীর কথা কি শুন্‌ছি, কথা কচ্ছিস্‌নে কেন? হাঁ বাপ গদাধর! নীরব হ'য়ে ব'সে আছ যে, মুখখানি মলিন দেখ্‌ছি, চোক দিয়েও জল প'ড়্‌ছে বোধ হ'চ্ছে। হাঁ আচার্য্য মহাশয়! আপনিও যে ক্ষুণ্ণভাবে আছেন, আপনার ত সদানন্দ ভাবই সর্ব্বদা দেখি, আজ এ ভাব কেন? হরিদাস! তুমি ত কখন নীরবে থাক না, যখন কথা ক'য়েছ, তখনি যেন বোধ হ'য়েছে,

এক মুখে চার মুখের কথা ব'ল্লে; আজ এরূপ দেখ্‌ছি কেন? তোমাদের ভাব দেখে বোধ হ'চ্ছে কোন বিষাদের ঘটনা উপস্থিত! কি হ'য়েছে বল? হতভাগিনী শচীর ত কোন বিপদ্ ঘটেনি? বল, শীঘ্র বল। আমার প্রাণ বড় অস্থির হ'য়েছে, যেন সব অন্ধকার ব'লে বোধ হ'চ্ছে! আমার নিমাই সম্মুখে থাক্‌তে ত এমন ভাব কখন হয়নি। যে দিন বিশ্বরূপ আমাকে ফাঁকি দিয়েছে, সেই দিন যেন এইরূপ হ'য়েছিল; আজ আবার সেই ভাব কেন? তোমরা যদি আর ক্ষণকাল এ ভাবে থাক, তা হ'লে বোধ হ'চ্ছে আমার প্রাণ থাক্‌বে না; এখনি প্রাণ যেন বেরুব বেরুব ক'চ্ছে। আমার একি হ'লো!

নিতাই। (স্বগত) তবেই হয়েছে! সে শেলসম দারুণ কথা ব'লে কে মার জীবন হরণ ক'র্‌বে? আমি ত পার্‌বো না! এই মা কি নিমায়ের সন্ন্যাসের কথা শুন্‌লে তিলার্দ্ধ জীবন ধারণ ক'র্‌তে পার্‌বেন? যাঁর নিমাইগত প্রাণ, তাঁকে নিমাই সন্ন্যাসী হবে এ কথা কে ব'ল্‌বে? (গৌরের প্রতি) নিমাই! নীরবে কেন? মা কি জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছেন তার উত্তর দেও। আমরা কেউ ব'ল্‌তে পারব না, তুমি পার্‌বে; কেন না তোমার দয়া মায়ার পরিচয় আর কাউকে দিতে হবে না। কংস ধ্বংস ক'র্‌তে মথুরায় গেলে, মা যশোদাকে ব'ল্লে আস্‌বো; পরে মা কেঁদে কেঁদে অন্ধ, আর এলে না। কংস বধের পর সেই কংসালয়ে পিতা নন্দ ব'ল্লেন, গোপাল! এস গোকুলে যাই, তুমি আমাকে ব'ল্লে যে নন্দকে বল আর আমরা গোকুলে যাব না, তিনি ফিরে যান। আমি সে কথা ব'ল্‌তে পাল্লেম না, তুমি অনায়াসে নন্দকে ব'ল্লে—তুমি পিতা নও, গোকুলে ফিরে যাও, আমরা তোমার পুত্র নই, আর গোকুলে যাব না! সেই কথা শুনে নন্দ মৃতবৎ, বক্ষে করাঘাত, শিরে প্রস্তরাঘাত, হা কৃষ্ণ কি ব'ল্লি? তুই আমার পুত্র ন'স্, এ কথা যশোদাকে কেমন ক'রে ব'ল্‌বো? তাতেও তোমার দয়া হয়নি! এখন কি আর সে কথা ব'ল্‌তে পারবে না? অবশ্য পার্‌বে। বল, ব'ল্‌তে হবেই; যেতে হ'লেই ব'ল্‌তে হবে। (অধোবদন)।

শচী। হ্যাঁরে নিতাই! তোর কথার ভাব যে কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। নিমাইকে কি কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌ছিস্? আমার বুক যে কাঁপ্‌ছে, নিমাই কোথা যাবে নাকি? (চম্‌কে উঠে) ষাট্ ষাট্, পোড়া-কপালীর মুখে একি কথা বেরুলো! নিমাই কোথাও আস্‌বে নাকি না ব'লে, যাবে নাকি এ কথা বেরুল কেন? (নিমাইয়ের চিবুকে হস্ত প্রদান) ষাট্ ষাট্ আমার সোণার চাঁদ, চিরকাল নীরোগী হ'য়ে আমার মাথার চুল যত, তত পরমায়ু পেয়ে সুস্থির হ'য়ে ঘরকন্না কর; আমি তাই দেখ্‌তে দেখ্‌তে মরি। (নিতাইয়ের প্রতি) বাপ নিতাই! তোকে দেখেই যে আমার বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে। বৈশাখ মাসের বৈকালে বায়ুকোণে মেঘ সঞ্চার হ'লেই, শীঘ্র ঝড় জল হ'য়ে দুর্য্যোগ হবে ব'লে যেমন তরণীস্থিত আরোহীর প্রাণ ব্যাকুল হয়, বিপদ্‌ও ঘট্‌তে পারে, তেমনি তোর মুখখানি মলিন দেখে আমার নিশ্চয়ই বোধ হ'চ্ছে, আমার কপালে আগুন লেগেছে। যা হবার তাই হবে, হত্যা-কারীর রাজদণ্ড হবে তা সকলেই জানে; যে অপরাধী, সেও জানে। তথাপি বিচারপতি বিচার ক'রে কি অনুমতি দেবেন, তাই শুন্‌তে যেমন হত্যাকারীর প্রাণ ব্যাকুল হয়, আমারও তেমনি হ'চ্ছে। তোদের বিরস ভাব দেখে আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, এ অভাগিনীর কপাল ভেঙ্গেছে। তথাপি একবার বল্; সেই নিদারুণ কথায় প্রাণ যাবে, এই ভয়? তা অন্য সময় হ'তে এখন আমার মরণ হ'লে সে মঙ্গল। আমার নিমাই কাছে আছে, তুই আছিস্; অদ্বৈতাচার্য্য, হরি-দাস, গদাধর সম্মুখে; এ গঙ্গাতীর, এখন আমার মৃত্যু হ'লে আমার তুল্য ভাগ্যবতী আর কে? পুত্রের দ্বারায় অগ্নিক্রিয়া পিণ্ডদান হবে, তোমরা আমার কর্ণমূলে হরিনাম শুনাবে। লোকে ব'ল্‌বে, ও কে ম'লো? নিমাই ব'ল্‌বে আমার মা ম'রেছে; তোরা ব'ল্‌বি নিমায়ের মা ম'রেছে। লোকে ব'ল্‌বে নিমায়ের মা বড় ভাগ্যবতী। প্রতিবাসি-নীরে ব'ল্‌বে যাহ'ক্ বেশ ম'রেছে! মরুক্ষে পোয়াতীর ভাগ্যে এমন হবে, পুত্র রেখে ম'র্‌বে, এ কারু বিশ্বাস ছিল না। আজ আমি নিমাইয়ের

মা হ'য়ে ম'র্‌বো, এর পর ম'র্‌তে হ'লে ভাগ্যে কি আছে কি জানি বল। নিতাই! বল্, ভয় করিস্‌নে, (নিতাইয়ের কর ধারণ) আমি তোর করে ধ'রে ব'ল্‌ছি, মনোগত কথা কি বল্। (ক্ষণেক পরে) ব'ল্‌বিনে? (নিমাইয়ের প্রতি) বাপ নিমাই! তুই বল্, কি হ'য়েছে, কেউ কি তোমাকে কিছু ব'লেছে, না তোমার সোণার অঙ্গে কেউ প্রহার ক'রেছে? এ ভাব কেন বল্!

নিতাই। বল বল, মাতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘন ক'রো না, বল! এ নিতাই নয়, অদ্বৈত কি হরিদাস নয়,—মা; যাঁর গর্ভে দশমাস দশদিন ছিলে সেই সাক্ষাৎ দেবী। বঞ্চনা ক'রো না, বল।

নিমাই। মা! আমাকে কেউ কিছু বলেওনি, প্রহারও করেনি; এক্ষণে আপনার শ্রীচরণে আমি এই প্রার্থনা ক'র্‌ছি, আমাকে বিদায় দিন।

শচী। কি! বিদায়? কোথা যাবি? নিমন্ত্রণ পত্র এসেছে কি, না কোথা হরি সংকীর্ত্তন ক'র্‌তে যাবি? কোথা যাবি ভেঙ্গে বল্।

নিতাই। মা! ভেঙ্গে আর ব'ল্‌বে কি, এ বিদায় জন্মের মত, তোমার গৌর তোমাকে ফাঁকি দিয়ে সন্ন্যাসী—(রোদন)

শচী। কি—কি—কি—সন্ন্যাসী হবে? আমাকে ছেড়ে জন্মের মত বিদায়! নিমাই গিয়েছে নাকি, য়্যাঁ! নিমাই গিয়েছে নাকি? নিতাইরে!—বাপ্ নিমাইরে! (বলিতে বলিতে মূর্চ্ছা ও পতন)।

অদ্বৈত। একি সর্ব্বনাশ! একি সর্ব্বনাশ! কি হ'লো? নিত্যানন্দ যা ব'ল্লে, তাই হ'লো, জননী যে সত্য সত্যই জীবন ত্যাগ ক'ল্লেন! (গৌরের প্রতি) প্রভো! দেখ্‌ছেন কি, এম্‌নি ক'রে কি বন্ধন ছেদন ক'র্‌বেন, তবে ত আর ক্ষণেক পরে বিষ্ণুপ্রিয়া এসেও এইরূপে জীবন হারাবেন। ভগবন্! এ কি ভাব? ভাল তোমার যেন পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যাদি কেউ নাই, ভক্ত আছে ত, ওরা কি তোমার ভক্ত নয়? ভক্তের বন্ধন সহজ বন্ধন ত নয়, সে যে ভক্তিপাশ, তা কি ক'রে কাট্‌বে? তোমার ভাব দেখে যে আমাদেরও বিষম আতঙ্ক হ'চ্ছে। তবে তুমি কি ভক্তির ধন নও? চৈতন্যদেব নাম ধারণ ক'রেছ, মার এ ভাব কেন? তুমি কাছে থাক্‌তে মার এ ভাব!

নিতাই। আজ দেখি কার ক্ষমতা অধিক! এখানে ত সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তা, সংহারকর্ত্তা, তিন কর্ত্তাই উপস্থিত; দেখি কোন্ কর্ত্তা কি করেন!

হরিদাস। আপনিও ভার ধারণকর্ত্তা, খুব সহ্য ক'র্‌ছেন।

নিতাই। (সক্রোধে) কি ব'ল্‌বো, নিমাই হ'তে এ কার্য্য, নতুবা অন্য কেউ হ'লে আজ সৃষ্টি লয় ক'র্‌তাম, কোনও কর্ত্তাকে লক্ষ্য ক'র্‌তাম না। (নিমাইয়ের প্রতি) নিমাই! দেখ্‌ছো কি, মাকে তোল, আর যে সহ্য হ'চ্ছে না, তোমার অসাধ্য ত কিছুই নাই, অদিতিকে প্রবোধ দিয়ে বলিকে ছ'ল্‌তে গেলে, আর ত ফিরে আসনি; আজ মাকেও নয় সেইভাবে প্রবোধ দেও, এ ভাবে থাক্‌লে কি হবে?

নিমাই। দেব অনন্ত! মার জীবনাশঙ্কা নাই, পরিণামে মার ভার আপনাদেরই গ্রহণ ক'র্‌তে হবে। মাকে ডাকি, (শচীর প্রতি) মা—ওমা, মাগো! গা তুলুন, মা—(গাত্রে হস্ত প্রদান)।

নিতাই। মা! তোমার নিমাই ত সম্মুখেই আছেন, তবে এমন হ'লেন কেন? একবার নয়ন ভ'রে নিমাইয়ের মুখচন্দ্র দর্শন করুন।

শচী। (মৃদুস্বরে) কই আমার নিমাই কই? কই কই—সে কই? নিমাই! আমার বাপ! কোথা গেলে? কই কই?

গীত।

কই কই কই নিমাই কই।
দেখারে তোরা, বাপরে তোরা,
আমার হৃদয়ের সে মাণিক কই॥
ধর কথা ধর, নিতাই গদাধর,
(নিমাই আমায় ফাঁকি দিলে)
(জন্মের মতন বুঝি নিমাই আমায় ফাঁকি দিলে)

মা ব'লে যাক, জীবন জুড়াক,
(মা ব'লে কে ডাক্‌বে আমায়)
(তেমন ক'রে মা ব'লে কে ডাক্‌বে আমায়)
মা ব'ল্‌তে কেউ নাই গৌর বই ॥
জীবন সম্বল, নিমাই কেবল, একবার তারে দেখ্‌বো কেবল,
(আমার প্রাণের প্রাণ কে নিতাই বিনে)
(অভাগিনীর প্রাণের প্রাণ কে নিমাই বিনে)
স্থির আঁখিতে, দেখিতে,
(আর পলক ফেল্‌বো নারে)
(এ লোক মাঝে পলক ফেল্‌বো নারে)
স্থির আঁখি ক'রে আমি স্থির হই ॥
ও বাপ নিতাই, এত শত্রুতাই,
কেন ক'রিস্ তোরে সুধাইরে তাই,
(তোর মা কাঁদান শেখা আছে)
(নইলে আস্‌বি কেন, একচাকা ছেড়ে নইলে আস্‌বি কেন)
(সেই পদ্মার বুকে শেল মেরে নইলে আস্‌বি কেন)
ধরি দুটী কর, মার গতি কর,
(একবার ফিরা ফিরারে বাপ)
(আমার গোরাচাঁদে একবার ফিরারে বাপ)
তোরা থাক্‌তে কেন ঘরে ম'রে রই।

নিতাই। (স্বগত) মা নয়ন মুদিত ক'রে যদি ও সব ব'ল্‌তেন, তা হ'লেও বিশ্বাস হ'তো যে, কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছেন না। চারিদিকে দৃষ্টিপাত

ক'র্‌ছেন, তবে নিমাইকে ধর্‌ ধর্‌ ব'ল্‌ছেন কেন? (প্রকাশ্যে শচীর প্রতি) মা! আপনার কুমার গিয়েছে কোথা, তাই নিমাইকে ধর্‌ ধর্‌ ব'ল্‌ছেন?

শচী। বাপ পদ্মাকুমার! তুমি ভাব্‌ছো যে, আমি নয়ন উন্মীলন ক'রে সমস্ত দেখ্‌ছি? বাপ! নয়ন উন্মীলন মাত্র, এতে যে দর্শনশক্তি নাই। মেঘাবৃত রজনীতে বিদ্যুৎ দর্শনের পরেই যেমন অধিক তিমিরাবৃত ব'লে বোধ হয়, তেম্‌নি অভাগিনী নিয়ত দুঃখ-মেঘাবৃত দুর্ভাবনা-রজনী মধ্যে পথ হারিয়ে বিপথে বেড়াচ্ছে, তাতে আবার গৌর-সন্ন্যাসরূপ বজ্রপাতের পূর্ব্বেই নিমাই-দর্শনরূপ বিদ্যুৎ-আলোকে কিঞ্চিৎ দর্শন ক'রে এখন তার অদর্শন-অন্ধকারে আর কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। তুই কথা ক'চ্ছিস্‌, তাতেই বোধ হ'চ্ছে, নিতাই আমার কাছে আছে। আর কে আছে, তাতো দেখ্‌তে পাচ্ছিনে।

নিতাই। (গৌরের প্রতি) হাঁহে নিমাই! শুনছ তো? এই মাতাকে পরিত্যাগ ক'রে যাবে? ভাই! একটী আশ্চর্য্যের বিষয় তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, যা হ'তে যার জন্ম হয়, সেই আবার জন্মদাতাকে মায়ায় মুগ্ধ করে; বিশেষ কন্যার প্রতি তো পিতার বড় মায়া, তোমার কাছে তার বিপরীত ভাব দেখি কেন? তোমা হ'তেই ত বিষ্ণুমায়ার জন্ম, সে কন্যা জগৎকে মুগ্ধ ক'র্‌লে, আর তোমাকে বশীভূত ক'র্‌তে পা'ল্লে না কেন?

হরিদাস। অনন্তদেব! ব্যভিচারিণী কন্যার প্রতি কি পিতার দয়া হয়? সে মায়া কার সঙ্গে বিহার ক'র্‌ছে না? এমন দুঃশীলার প্রতি কি পিতার দয়া হয়? যা হ'তে ভগবানের নামে কলঙ্ক হ'য়েছে, বিষ্ণু নামের পরে সে মায়া প্রয়োগ ক'র্‌লে, বল দেখি কোন্‌ মহাত্মার সে নাম শ্রবণে অশ্রদ্ধা না জন্মে? সাধ ক'রে কি বিষ্ণুমায়ার প্রতি উহাঁর দয়া নাই?

নিতাই। ব্রহ্ম হরিদাস! কোথায় আপনারা প্রবোধ দিয়ে নিমাইকে সুস্থ ক'র্‌বেন, না যাতে বিষ্ণুমায়ার প্রতি অশ্রদ্ধা হয়, সেই প্রসঙ্গ ল'য়ে আন্দোলন ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। যাক্‌ আর ও কথায় কাজ নাই

(শচীর প্রতি) মাগো! আপনার নিমাই এখানেই আছেন, কোথাও যান নাই, আর কেঁদে আমাদের সুদ্ধ কাঁদাবেন না। (গৌরকে ধরিয়া) এস, নির্দ্দয়! এস, যার ধন তাকে দেই, পরে যা হয় কর। (শচীর প্রতি) মাগো! এই আপনার ধন গ্রহণ করুন (শচীহস্তে গৌরকে অর্পণ)।

শচী। আমার প্রাণের নিত্যানন্দ! কই নিমাইকে দেও। (গৌরকে ধরিয়া) হাঁরে বাপ! অভাগিনী মাকে ছেড়ে কোথায় যাবি? হাঁরে সোণার চাঁদ! নিতাইয়ের মুখে কি শুন্‌লাম, তুই নাকি মাকে মেরে সন্ন্যাসী হবি? এই সোণার গায় নাকি ছাই মাখ্‌বি? এই চাঁচর চুল নাকি মুড়িয়ে ফেল্‌বি? হাতে নাকি দণ্ড ধ'র্‌বি? বাপ্! তখন তোর দণ্ড ধ'র্‌তে হবে কেন, আমি ব'ল্‌ছি এখনি দণ্ড ধর্, অভাগিনীর মস্তকে আঘাত কর্। যদি ব'লিস্ দণ্ড পাব কোথা, আমার প্রাণকে দণ্ড কর্, তাতে ভিক্ষার ঝুলি ঝোলাতে হয়, তা আমার যখন প্রাণ দণ্ড হ'লো, তখন তুই ত আমার ভিক্ষার ঝুলি, সেই দণ্ডের সঙ্গে গাঁথা থাক্‌বি। যদি তোকে ছাই মাখ্‌তে হয়, তবে সেখানে ছাই পাবি কোথা? আমার দেহকে পুড়িয়ে ছাই ক'রে নে। সাধে সাধে মস্তক মুণ্ডন ক'র্‌বি কেন, মাতৃবধের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে মস্তক মুণ্ডন ক'রিস্। আমি বেঁচে থাক্‌তে তুই কোথাও যেতে পারিবিনে, এ সোণার গায় ছাই দিতে, হাতে দণ্ড কমণ্ডলু নিতেও পার্‌বিনে। এই ধ'রেছি, আর কি ছাড়্‌বো? দেশ ছাড়্‌বো, বন্ধু ছাড়্‌বো, প্রাণ ছাড়্‌বো, তথাপি নিমাইকে ছাড়্‌বো না, কেউ চাইলেও দেব না; এমন কি, নিতাই যদি চায়, তাকেও দেব না। নিতাইয়ের চাইবারই বা অধিকার কি? এখনি আমার হাতে হাতে নিমাইকে সোঁপে দিয়েছে, আবার সে চাইবে কেন? আর দুঃখিনীর ধন অন্যে প্রার্থনা ক'র্‌বেই বা কেন? এস, বাবা আমার কোলে এস।

গৌর। (স্বগত) এ ত সহজ ব্যাপার নয়! মা যে এখনি পাগলিনীর প্রায় হ'লেন, এ মার কাছ হ'তে বিদায় নিয়ে গমন করা ত বড় কঠিন হ'লো!

আমিও ত আর গৃহে থাক্‌বো না, উপায় কি করি? এ যে উভয় সঙ্কট হ'লো! জলমগ্ন ব্যক্তিকে না তুল্লেও পাপ, তুল্‌তে গেলেও জীবনান্ত হয়, কোন উপায়ই ত স্থির ক'র্‌তে পাচ্ছিনে।

শচী। হারে দুঃখিনীর অঞ্চলের মাণিক! আমি তোকে কোলে আস্‌তে ব'ল্লেম, মুখখানি নামিয়ে থাক্‌লি যে? মার প্রতি অভিমান হ'য়েছে? কিসে অভিমান হ'লো বল্। অমন ক'রে থেকো না। বাবা! তোমার মুখের হাসি দেখ্‌লে আমি অমাবস্যার রাত্রিতেও পূর্ণ চাঁদের উদয় দেখি, আবার তোমার মুখ ভারি দেখ্‌লে আমি দিবসেও নিবিড় মেঘাবৃত অমানিশার নিশার মত অন্ধকার দেখি। বাপ! তুমি শোন নাই কি, এ মন্দ-ভাগিনীর প্রাণ কত শোক সহ্য ক'রেছে? সোণার বাছাদের ভবাভাদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছি, লক্ষ্মীপ্রিয়া মাকে কাল সাপের মুখে দিয়েছি, বিশ্বরূপ বাছাকে বনে পাঠিয়েছি, সে সব সহ্য হ'য়েছে, কেবল তোমারই মুখ দেখে ত। আজ সেই মুখ মলিন, এ কি মার প্রাণে সহ্য হয়! ক্ষুধা হ'য়ে থাকে আমাকে কেন বলনা, মা! আমাকে কিছু খেতে দেও; তোমাধনে পেয়ে পর্য্যন্ত আমার ত কোন ধনের অভাব নাই, যা খেতে চাও তাই দিচ্ছি।

গৌর। মা! আমি যা খাব, তাই যখন দেবেন ব'ল্লেন, তখন আমি আর কিছু খেতে চাইনে, কেবল রাধাকৃষ্ণের চরণামৃত পান ক'র্‌তে চাই, তাই দিন। জননি! জগতে যত প্রকার আহারীয় দ্রব্য আছে, সকলি কুপথ্য, সুপথ্যের মধ্যে কেবল সেই বিপত্তির কাণ্ডারীর চরণামৃত। মাগো! সেই ধন যাতে পাই, তাই করুন।

শচী। বাপ্ নিমাই! মাকে বঞ্চনা করাই কি তোর একান্ত ইচ্ছা? যা খেতে চাবে, তাই দেব ব'লেছি ব'লেই কি আমাকে ও কথা বল্লি? হাঁ নিমাই! আমি এখন হরিচরণামৃত কোথায় পাব? যে হরিচরণামৃত বিধি বিরূপাক্ষের দুর্ল্লভ, আমি সাধনা-হানা হ'য়ে কিরূপে সে অমৃত পাব? তবে বুঝ্‌লেম, হরিচরণামৃতও পাব না, তোর হাস্য-বদনও দেখ্‌তে পেলেম না। বাপ্! বালকে পিতা মাতার কাছে চাঁদ চায়,

ভুলিয়ে চাঁদও দেয়। তোকে কি ভোগায় ভোলাব? নিমাইরে! বিচারে যেমন পণ্ডিতদের ঠকাস্, তেম্‌নি কি মাকেও ঠকাচ্ছিস্? হাঁরে! হরিচরণামৃত কোথা পাব?

অদ্বৈত। (স্বগত) আহা! মা আর বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না যে, স্বয়ং হরিই মার কাছে হরিচরণামৃত প্রার্থনা ক'রছেন। আশ্চর্য্য! যাকে দর্শন ক'রলে মায়া নষ্ট হয়, তিনি কাছে থাকৃতে মায়ের মায়া যাচ্ছে না! আপনার ছেলে যে কে, তা কেবল মায়ার জন্যই জান্‌তে পাল্লেন না। আমার ইচ্ছা হ'চ্ছে, হরি যেমন ছলনা ক'র্‌ছেন, তেম্‌নি আমিও মাকে ব'লে দেই যে, মা তোমার সন্তানের পা-ধোয়া জল একটু তোমার সন্তানকে দেও, তা হ'লেই চক্রীর সকল চক্র নষ্ট হয়। তা মাকে সন্তানের পদস্পর্শ ক'র্‌তে বলা ধর্ম্মবিরুদ্ধ; বাৎসল্য ভাবে যদিও কখন কখন প্রকারান্তে পদস্পর্শ ঘটছে, কিন্তু ছেলেকে ঈশ্বর ভাবে পদস্পর্শ ক'র্‌তে বলা উচিত নয়। অন্য উপায় ব'লে দিতে হ'লো, দেখি তার পর পরাৎপর কি করেন! (প্রকাশ্যে শচীর প্রতি) ওমা শান্তিরূপে! হরিচরণামৃত কোথা পাব ব'লে কাতর হ'চ্ছ? মা! সে অমৃতের অভাব কি? তোমার ছেলের যদি হরিচরণামৃত পানেই একান্ত ইচ্ছা হ'য়ে থাকে, আমি ব'লে দেই, উনি যত পান ক'র্‌তে ইচ্ছা করেন ততই দেও। তোমার ছেলের ছল আমরা ত অনেক বুঝি, কাঁদ্‌চ কেন মা?

গীত

কেন আঁখি ছল ছল।
ধরায় হরিচরণামৃত অযচ্ছল।
বুঝিবে কি মা ওসব তোমার ছেলের ছল॥
কোথা সে ধন পাব ব'লে, কেঁদে যে আকুল হ'লে,
শুন দেই ব'লে;

যে ধন দেব-সমাদৃত, হরিচরণ-নিঃসৃত,
দেও সেই চরণামৃত জাহ্নবীর জল ॥

শচী। বাপ্ অদ্বৈত! চিরজীবী হও। তোমার উপদেশে এ কেবল হরিচরণামৃত পাওয়া নয়, ও মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র, প্রাণ পেলেম। আমার নিমাইকে গঙ্গাজল এনে দেই, বোধ হয় আমার নিমাইয়ের বড় পিপাসা হ'য়েছে, যাই। (গমনোদ্যত)

নিতাই। মা! আর আপনাকে গঙ্গাজল আন্‌তে হবে না, তোমার নিমাইয়ের এখন যে পিপাসা, ও পিপাসা গঙ্গাজলে বৃদ্ধি বই হ্রাস হবে না। গৌরাঙ্গ যে কার্য্য ক'রতে কৃতসঙ্কল্প, তাতে আপনি গঙ্গাজল এনে দিলে অভিষেক করাই হবে, আপনি সরলহৃদয়া, চক্র বুঝ্‌তে পার্‌ছেন না, অদ্বৈত নিজে সন্ন্যাসী, সকলকে তাই ক'র্‌তেই ইচ্ছা। মা! দেখ্‌ছেন না, গঙ্গা নাম শুনেই আপনার নিমাই যেন অস্থির হ'য়েছে, যে জল স্পর্শ ক'র্‌লে কি আর মায়া মাত্র থাকবে?

শচী। বাপ্ অবধূত! তবে কি ক'রে আমার নিমাইকে শান্ত ক'র্‌বো? হরিচরণামৃত কোথায় পাব? যদি তোদের কাছে থাকে ত দে, আমি নিমাইকে দিয়ে সুস্থ করি।

নিতাই। মা! আমরা হরিচরণামৃত অনায়াসেই গ্রহণ ক'র্‌তে পারি, সেই অমৃত লোভেই তোমার ছেলের সঙ্গে সঙ্গে ফির্‌ছি। কিন্তু মা, তুমি তা স্পর্শ ক'র্‌বে কেমন ক'রে? সে যে তোমারই ছেলের পাদোদক। তোমার ছেলের ছল তুমি বুঝ্‌বে কি? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলিতে যত জীব জন্মগ্রহণ ক'রেছে, কেউ বুঝ্‌তে পারেনি, পার্‌বেও না; অধিক কি, এই যে অদ্বৈতাচার্য্য, এই যে হরিদাস, যাদের যাদের দেখ্‌ছো, সকলেই তোমার ছেলের ছলনায় প'ড়ে ঘুর্‌ছেন। শিবলোক, ব্রহ্মলোক, গোলোক, সকল লোক আজ তোমার মন্দিরে; এ ধামের তুল্য ধাম কোন খানেই নাই। কিন্তু মা! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, মায়া

যেন সকল স্থানকে পরিত্যাগ ক'রে আজ তোমার মন্দিরে এসেই বিরাজ ক'চ্ছেন। যা হ'তে যা হ'চ্ছে তা কারু বুঝ্‌তে বাকি নাই। দেখুন হরিদাস, অদ্বৈতও যেন শোকের আধার হ'য়ে প'ড়েছেন। যত দেখ্‌ছো, মা! সকলই তোমার নিমাইয়ের ছল, নইলে আপ্‌না আপ্‌নি কে নিজের পাদোদক পানে ইচ্ছা করে? আজ তুমি ব'লে কেন, মাকে ছলনা করা তোমার নিমাইয়ের চিরধর্ম্ম।

শচী। হাঁরে! তবে কি নিমাই আমাকে ছলনা ক'র্‌ছে, না তোরাই ছলনা ক'র্‌ছিস্? তোর কথার ভাবে বোধ হ'চ্ছে, আমার নিমাই যেন বৈকুণ্ঠনাথ হরি। ষাট্‌ ষাট্‌, ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে? হরি আমার বিশ্বম্ভরকে সকল স্থানে রক্ষা করুন্।

গৌর। কি আনন্দ! কি আনন্দ! দেব অদ্বৈত! দেব হরিদাস! দাদা নিতাই! আর আমার চিন্তা কি? মা আশীর্ব্বাদ ক'রেছেন যে, হরি বিশ্বম্ভরকে সর্ব্বস্থানে রক্ষা করুন। তবে আর চিন্তা কি? আমি আপনাদের শ্রীচরণে প্রণাম ক'রে প্রার্থনা ক'চ্ছি, আপনারাও আমাকে ঐরূপ আশীর্ব্বাদ ক'রুন্, হরি আমাকে রক্ষা ক'রুন্।

অদ্বৈত। (শচীর প্রতি) হাঁ মা! হরি বিশ্বম্ভরকে সর্ব্বস্থানে রক্ষা করুন্ ব'লে কি বিশ্বম্ভরকে বিদায় দিলেন? বাগ্দেবী আপনার রসনাসনে উপবেশন ক'রে শেষে এই ক'ল্লেন? পুত্র কোন স্থানে গমনোদ্যোগ ক'র্‌লে মাতায় যেমন আশীর্ব্বাদ ক'রে বিদায় দেন, এ যে ঠিক তাই হ'লো। তবে ত আর গৌরসুন্দর গৃহে থাক্‌লেন না! তা প্রভুর ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য ক'র্‌তে কে সক্ষম হবে? হ'লো, আমাদের সকল আশা শেষ হ'লো!

শচী। অদ্বৈত! কি ব'ল্লে, আমি কি নিমাইকে বিদায় দিয়েছি? কোথায় বিদায় দিলাম? কি ব'লে বিদায় দিলাম? তবে কি আমার সোণার গৌরাঙ্গ চ'লে গিয়েছে? আর কি তাকে দেখ্‌তে পাব না? না অদ্বৈত, বিদায় দেইনি, তা হ'লে দেহে প্রাণ থাক্‌ত না। প্রাণ থাক্‌বে তার বিচিত্র কি? মধু ভেঙ্গে নিলে মধুমক্ষিকারা যেমন সেই শূন্য চক্রেই

কিছু কাল থাকে, আমার প্রাণও বোধ হয় সেইরূপ নিমাইশূন্য দেহে বাস ক'চ্ছে। (ক্ষণেক পরে) যাবে? যাবে কি, বুঝি যায়! সব অন্ধকার দেখছি! বুঝি প্রাণ যায়! যায় প্রাণ যায়! বুক ফেটে যায়! কই ফাট্‌ছে না যে! এ পোড়া বুক কি সহজে ফাট্‌বার? কথায় কি রোগ যায়, ওষুধ চাই, যাতে ফাটে এই দেখ। (বক্ষে মুষ্ট্যাঘাত) পাষাণ বুক! ফাট্‌বিনে? (পুনঃ মুষ্ট্যাঘাত) দে, প্রাণকে ছেড়ে দে, নিমাইয়ের সঙ্গে যাক্। (পুনঃ মুষ্ট্যাঘাতে উদ্যত)।

গৌর। (শচীর কর ধারণ করিয়া) মা! করেন কি? মা! করেন কি? আমি যে আপনার সম্মুখেই আছি। আপনি বিদায় না দিলে কি আমি কোথাও যেতে পারি, না এ পর্য্যন্ত কোথাও গিয়েছি? ক্ষান্ত হউন।

শচী। কে আমার হাত ধ'র্‌লি? ছেড়ে দে, আর শত্রুতাচরণ ক'রিস্‌নে! প্রাণ কি ধ'রে রাখ্‌বার জিনিস, তাই ধ'রে রাখ্‌বি? গোরাগত প্রাণ আমার গোরা হারা হ'য়ে থাক্‌বে কেন? ছেড়ে দে, ছেড়ে দে, বুক ফাটিয়ে প্রাণের বেরিয়ে যাবার সরল পথ ক'রে দেই। যে আমার নিমাইকে ভালবাসে, সে কষ্ট পাবে কেন? আমি থাক্‌তে সে কষ্ট পাবে কেন? ছাড়্, ছাড়্, প্রাণ নিমাই! বাপ্ নিমাই! তোর সঙ্গে আমার প্রাণ গেল, অপেক্ষা ক'রে সঙ্গে নিয়ে যা। নিমাই! নিমাই! নিমাই! (মূর্চ্ছা)।

গৌর। (মাতাকে ধারণ) দাদা নিতাই! তুমি থাক্‌তে আমাকে ভার ধারণ ক'র্‌তে হ'চ্ছে কেন? ধর। (মাতাকে শয়ন করান)

নিতাই। ভাই! আমাকে ভার ধারণের ভার ত তুমিই দিয়েছ, আজ নয় সেটী কেড়ে নিলে, তাতে হানি কি? সকল ভারই ধ'রেছি, এখনও ধ'র্‌তে হবে; কিন্তু ভাই, মাতা শচীর শোকপূর্ণ অচৈতন্য দেহের ভার আমি ধ'র্‌তে পার্‌বো না। ও ভার তোমার, তুমিই ধ'রেছ, তোমার ধরাই সম্ভব। লৌহদণ্ড যেমন বজ্রকে আকর্ষণ ক'রে তার বীর্য্য নষ্ট করে, অথচ লৌহদণ্ডের কিছু হানি হয় না, তেমনি মাতার চৈতন্যরূপ বজ্রকে তোমার লৌহময় করদণ্ডে আকর্ষণ ক'র্‌ছে, এ'তে তোমার কোন ক্ষতি হয় নাই, হবেও না।

গৌর। দাদা! আপনি কি ব'ল্লেন, মাতার চৈতন্যরূপ বজ্রকে আমার লৌহময় দেহেতে আকর্ষণ ক'রেছে? হাঁ দাদা! ব'ল্লেন কি? ভাল আমার দেহ যেন লৌহের সঙ্গে উপমা হ'তে পারে, কিন্তু চৈতন্যের সঙ্গে আর বজ্রের সঙ্গে উপমা কিরূপে সম্ভব হ'লো?

নিতাই। কেন হবে না? বজ্রের গুণ ত দগ্ধ ক'রে জীবন নষ্ট করা, তা মাতাব চৈতন্য এক্ষণে বিড়ম্বনা মাত্র! চৈতন্য থাক্‌লে নবদ্বীপবাসী ভক্ত-বৃন্দকে নিয়ত দগ্ধ ক'রে নষ্ট ক'র্‌বার সম্ভাবনা; আজ তোমা হ'তে তা রক্ষা হ'লো। তুমি ভিন্ন ও ভার কি অন্যে ধ'র্‌তে পারে? মার এই শোচনীয়াবস্থা দেখেই আমার জ্ঞান শূন্য প্রায় হ'চ্ছে, ও দেহ স্পর্শ ক'র্‌লে কি আর স্থির থ'ক্‌তে পার্‌তাম? যা'ক্‌ ভাই, ধন্য তোমাকে! সাপ হ'য়ে কামড়ান, আর ওঝা হ'য়ে ঝাড়েন যে বলে, তা তোমা-তেই দেখ্‌ছি। তক্ষক হ'য়ে পরীক্ষিৎকে কামড়ালে, আবার শুকদেব হ'য়ে হরিনাম দিয়ে বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেলে। আজও তেমনি সন্ন্যাসী হব ব'লে মার জীবন হরণ ক'র্‌লে, আবার কৃপা ক'রে মাতার শব দেহটীও ধ'র্‌লে; এক্ষণে আমাদের এই প্রার্থনা, মা যেন আর চেতন প্রাপ্ত না হন, তা হ'লে তোমারও মঙ্গল, মাতারও মঙ্গল। তোমাকেও আর বুঝাতে হবে না, মাকেও আর নিমাই নিমাই ব'লে কাঁদ্‌তে হবে না। তবে যদি বল, চৈতন্যদেব স্পর্শে অচৈতন্য হ'লে নামে কলঙ্ক হ'বে, সে ভয়ও নাই; যুগে যুগে মাতার প্রতি যেরূপ আচরণ ক'চ্ছ, তা জগতে অব্যক্ত নাই; তাতে যখন কলঙ্ক হয়নি, তখন এই সামান্য কার্য্যে কলঙ্ক হবে, কখনই না।

গীত।

যুগে যুগে মার প্রতি যে ব্যাভার।
তুমি করিলে বারে বার,
এত নিত্য ধর্ম্ম নূতন কর্ম্ম নয়হে গৌর তোমার ॥
এ ত আশঙ্কায় মার প্রাণ সংহার,

(নিমাই হারাব কি হবে ব'লে)
(স্বহস্তে ত মাতায় বধ নাই)
আর যে পরশুরাম হ'য়ে
স্বহস্তে মাথা কাট্‌লে মাতা'র ॥
গুণের কথা কব কি তার, হ'লে যখন বামনাবতার,
যে দুর্গতি অদিতি মাতার, জগতে বিস্তার।
তুমি আসি ব'লে এলে না আর,
(বলির কাছে ভিক্ষায় যাই ব'লে)
(তাও দেখেছি এও দেখিলাম)
মার মন-দুঃখে চক্ষের জল বক্ষেতে বহে শতধার ॥
তুমি রামরূপে ত্রেতায়, কাঁদালে কৌশল্যা মাতায়,
আমি সঙ্গী যথায় তথায়, দেখেছি আবার।
ক'র্‌লে যে দুর্গতি যশোদা মার,
(কংস ধ্বংস ক'রে আস্‌বো ব'লে)
(ব্রজে সেই অবধি আস্‌ছো ভাই)
আজ শচীমাতায় ব'ধে যাবে আশ্চর্য্য কিহে তার ॥

হরিদাস। ভগবন্ নিত্যানন্দ! আপনি ভিন্ন এমন ক'রে ব'ল্‌তে আর কেউ নাই। আমরা যদিও জানি সব, তথাপি ব'ল্‌তে যেন আতঙ্ক বোধ হয়। যিনি স্বয়ং জীবকে উপদেশ দেন যে, "মাতার তুল্য গুরু নাই, যে ব্যক্তির মাতৃভক্তি আছে, তার কখন দুরদৃষ্ট জন্মায় না, যে পিতা মাতার সেবা করে, তাকে অন্য দেব দেবীর সেবা ক'র্‌তে হয় না, অন্তে সে বৈকুণ্ঠে স্থান পায়, পিতৃ মাতৃ সেবক আমার আরাধনা না ক'র্‌লেও আমার প্রিয় ভক্ত, যে পিতৃ মাতৃ দ্বেষী সেই নরাধম নারকী", তিনিই যদি মাতাকে যন্ত্রণা দেন, তবে জীবে উপদেশ

গ্রাহ্য ক'র্‌বে কেন? যিনি বিধি ক'র্‌লেন তিনিই বিধি লঙ্ঘন ক'র্‌লে ভক্তগণের কি তার প্রতি শ্রদ্ধা থাকে? বিধিকর্ত্তা অগ্রে সেই বিধিতে বাধ্য হ'লে পরে ত পরে বাধ্য হয়।

অদ্বৈত। হরিদাস! ও কথায় আমাদের প্রয়োজন কি? ভগবানের বচনই গ্রাহ্য, চরিত্র কুচিৎ! যাঁকে ব'লছো, তাঁর আবার পিতাই বা কে, মাতাই বা কে? যিনি সর্ব্বদা নির্লিপ্ত নিরাকার, তিনি আকার বিশিষ্ট হন কেবল ভূভার হরণ জন্য বইত নয়। তবে যে কাউকে মা ব'লে পিতা ব'লে ডাকেন, সে কেবল ঐ মায়াময়ের মায়া বিস্তার মাত্র। স্বয়ং যে চিন্তামণি, সেইটী কাউকে চিন্‌তে দেবেন না ব'লে এত কৌশল। এক্ষণে ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর শ্রীচরণে স্থান পাই। যাঁহ'তে সমস্ত সৃষ্টি হয়েছে, তাঁর আবার পিতা মাতা কল্পনা কেন? সচ্চিদানন্দ ও নিত্যানন্দ এ দুয়ের খেলা দুজনায় বুঝুন, আমাদের কর্ত্তব্য, দেখি হরি কি খেলা খেলেন।

হরিদাস। দেব সদানন্দ! ঐ নিত্যানন্দ সচ্চিদানন্দের ভাব আপনিই বেশ জানেন, আজ আমাকে উপদেশ দিয়ে ধন্য ক'র্‌লেন। একবার প্রভুর প্রতি সন্দেহ ক'রে এই দুর্গতি ভোগ ক'র্‌ছি, না জানি আজি-কার অপরাধে প্রভু আবার দাসের প্রতি কি দণ্ডবিধি ক'র্‌বেন। (গৌরের পদ ধারণ) কৃপাময়! দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করুন, আর যেন কোন দুর্গতি ভোগ না ক'র্‌তে হয়। কেবল আপনার মায়াতে মুগ্ধ হ'য়েই ওরূপ কথা ব'লেছি। যদি বলেন আমাকে স্মরণ ক'র্‌লে মায়া যায়, আমি সম্মুখে থেকে তোমাকে মায়ায় মুগ্ধ ক'র্‌-লাম, এ ত অসম্ভব। পিতঃ! এ কিছু অসম্ভব নয়, আপনি মাতাকে স্পর্শ ক'রেছেন, তথাপি যখন মায়ায় বশীভূত হয়ে মাতার চেতনা শূন্য হ'লো, তখন আপনি বর্ত্তমানে আপনার বৈষ্ণবী মায়াতে যে আমাকে মুগ্ধ ক'র্‌বে, তার আর বিচিত্র কি? এক্ষণে দেব অদ্বৈতের উপ-দেশে সে মায়ার কর হ'তে মুক্ত হ'য়েছি। দাসের প্রতি কৃপা কটাক্ষ-পাত করুন।

গৌর। বৈষ্ণব-কুলতিলক! পদ পরিত্যাগ করুন, কোন চিন্তা নাই, রজনী অধিক হ'য়েছে বিশ্রাম করুন, আমি মাতাকে প্রবোধ দিয়ে স্বকার্য্য সাধন করি।

হরিদাস। গৌরহরি! পদ পরিত্যাগ ক'র্‌তে ব'ল্‌ছেন যে! এ পদ পরিত্যাগ ক'র্‌লে আর কি নিয়ে থাক্‌বো? তবে কি দাসকে পরিত্যাগ ক'র্‌বেন? শ্রীমুখের আজ্ঞা শুনে যে হৃৎকম্পন হ'চ্ছে!

গৌর। আপনাদের এ চিন্তা কেন? আপনাদের ছেড়ে আমি কি কখন থাক্‌তে পারি? যেখানেই থাকি না কেন, আপনাদের ছাড়া কখনই নই। লোক শিক্ষার্থে আপনাদের ধরায় নরাকারে আগমন, তা কি বিস্মরণ হ'চ্ছেন? আপনারা যেমন সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ ক'রেছেন, তেমনি আমাকেও ত ঐ আশ্রম গ্রহণ ক'র্‌তে হবে, নতুবা জীবে আমার কথা বিশ্বাস ক'র্‌বে কেন? দাদা নিত্যানন্দ অবধূত, আপনি গৃহাশ্রম পরিত্যাগী, দেব অদ্বৈত সংসারে থেকেও নির্লিপ্ত, তবে আমার গৃহস্থ হ'য়ে থাকা কি উচিত? শুভকার্য্যে যত বিলম্ব হয়, ততই বিঘ্ন ঘটবার আশঙ্কা বেশী। এক্ষণে আপনারা বিশ্রাম করুনগে, আমি মাতাকে সুস্থ ক'রে পরে বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট বিদায় প্রার্থনা ক'র্‌বো। আপনারা যেন আমার বিরহে হরি সংকীর্ত্তনে ক্ষান্ত হবেন না। এক্ষণে আপনারা আমাকে বিদায় দেন!

অদ্বৈত। নবদ্বীপচন্দ্র! দেখো যেন তোমার শ্রীচরণ লাভে বঞ্চিত না হই!

[অদ্বৈত ও হরিদাসের প্রস্থান।

গৌর। দাদা নিত্যানন্দ! আর বিলম্ব করা বিধি নয়; এই উত্তরায়ণ-সংক্রান্তিতে আমি ইন্দ্রাণী গ্রাম নিকটবর্ত্তী কণ্টকনগরে ভগবান্ কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ ক'র্‌বো। এ কথা যেন আপনি, গদাধর, মুকুন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য আর ব্রহ্মানন্দ, এই পঞ্চজন ব্যতীত অন্য কেহ জান্‌তে না পারে। আপনারাই আমার সঙ্গে থাক্‌বেন।

নিত্যানন্দ। ভাই! তোমার ইচ্ছায় যখন ত্রিজগতের চলাচল কার্য্য নির্ব্বাহ হ'চ্ছে, তখন তার বিপরীত ক'র্‌তে কে সক্ষম হবে? এক্ষণে

মাতাকে সুস্থ কর, পরে যা কর্ত্তব্য ক'রো। মাকে দিব্যজ্ঞান দিয়ে বুঝাবে তা বুঝেছি, কিন্তু আমি দেখ্‌বো কেমন ক'রে জীবকে দিব্য জ্ঞান দেও। আর বিলম্ব ক'রো না, মাকে সুস্থ কর।

গৌর। যে আজ্ঞা। (মাতার প্রতি) মা! গা তুলুন, আর এ ভাবে ধরাশয়নে কেন? (মাতার বক্ষে হস্ত প্রদান) মা! উঠে দেখুন, আমি আপনার নিমাই সম্মুখে ব'সে মা মা ব'লে ডাক্‌ছি। মা! ওমা! মাগো!

শচী। (চেতন প্রাপ্ত হইয়া) কেরে! আমার নিমাই আমাকে মা ব'লে ডাক্‌ছে, না ঘুমিয়ে স্বপন দেখ্‌ছি! কই, আমার নিমাই কই? এই যে আমার সোণার চাঁদ! বাপ্‌ আমার! জগৎ আঁধার ক'রে কোথায় যাবে? মাকে কাঁদিয়ে কি ধর্ম্ম উপার্জ্জন হবে? তুমি লোককে ধর্ম্ম শিক্ষা দিচ্ছ, এদিকে স্বয়ং অধর্ম্ম ক'র্‌ছো কেন? (ক্রোড়ে ধারণ) এস কোলে এস, আমি মাটিতে প'ড়ে আছি ব'লে দুঃখ ক'র্‌ছো, আর তুমি যে আমার বুকের ধন, মাটিতে আছ কেন? ব'স কোলে ব'স। বাপ! কোথা যাবে? ঘরে থেকে কি ধর্ম্ম হয় না? সংসারের সকলেই কি সন্ন্যাসী হ'চ্ছে? সবাই বলে নিমাই পণ্ডিত দিগ্বিজয়ী। বাবা! কি বিচারে দিগ্বিজয়ী হ'য়েছ? মাতাকে বধ ক'র্‌তে আছে কি না এ বিচার কি এক দিনও করনি?

গৌর। মা। আপনি কি সব ভুলে গেলেন? আমাকে কি কেবল এই নবদ্বীপেই পুত্র রূপে পেয়েছেন, না আর কখন আপনার পুত্র হয়েছিলাম, স্মরণ ক'রে দেখুন দেখি। যখন আপনার পৃশ্নি নাম ছিল, তখন আমি আপনার পুত্র; পরে অদিতি, তাতেও বামন হ'য়ে আপনার গর্ভ্তে জন্ম ল'য়েছি; যখন দেবহূতি হয়েছিলেন, তখন কপিল নামে আমিই আপনার কুমার, যখন কৌশল্যা, তখন রাম নাম ধারণ ক'রে আমিই আপনার নন্দন; যখন দেবকী, তখন কৃষ্ণরূপে আমি আপনার সুত; নবদ্বীপেও আপনার গর্ভ্তে আমার জন্ম, আরও আপনার গর্ভ্তে আমায় দুই জন্ম গ্রহণ ক'র্‌তে হবে। হাঁ মা! আপনাকে ছেড়ে আমি কোথায় থাক্‌বো, না থাক্‌তেই পারি! বিষম ধর্ম্মবিপ্লব

উপস্থিত, পাপাত্মা যবনে একেবারে ধর্ম্মকে লোপ ক'র্‌তে উদ্যত, কাজে কাজেই সেই নরকরূপ যবনকে দমন ক'রে জীবের উদ্ধারের পথ পরিষ্কার ক'র্‌তেই আপনার ও আমার আসা, তা কি আপনার স্মরণ হয় না? কার জন্যে রোদন ক'র্‌ছেন? আমি কি তিলার্দ্ধ মাত্র সময় আপনাকে পরিত্যাগ ক'রে থাকৃতে পারি? যেখানে আপনি, সেখানে আমি। যদিও কখন কখন আপনার নয়নের অন্তর হই, হৃদয়ের অন্তর হ'তে পার্‌ব না। যখন আপনার ইচ্ছা হবে যে গৌরহরিকে দেখ্‌বো, তখনি নয়ন মুদ্রিত ক'রে দেখ্‌বেন আপনার হৃদয় মাঝে আমি আছি। হয় না হয়, পরীক্ষা ক'রে দেখুন!

শচী। হ্যাঁরে নিতাই! আমার নিমাই বলে কি? আমার যে কেমন কেমন বোধ হ'চ্ছে। আমি কি যখন তখন নয়ন মুদ্রিত ক'র্‌লেই নিমাইকে দেখ্‌তে পাব? না আমাকে ভোগায় ভুলিয়ে যাচ্ছে? ভাল দেখি, নয়ন মুদ্রিত ক'র্‌লে দেখ্‌তে পাই কি না। (নিমাইকে নিতাইয়ের করে অর্পণ) বাবা নিতাই! তুই আমার নিমাইকে ধ'রে রাখ্‌, দেখিস্‌ যেন আমি নয়ন মুদ্রিত ক'র্‌লে আমার নিমাই আমাকে ফাঁকি দেয় না।

নিতাই। মা! তোমার ছেলেকে কি সামান্য বন্ধনে বন্ধ ক'রে রাখ্‌তে পারা যায়? নিমাই তোমাকে যে উপায় ব'লে দিয়েছে, তাই কর। নিমাই যেখানে যাকৃনা কেন, নিমাইকে যে হৃদয়ে স্থান দেয়, তার হৃদয় ছাড়া কখনই হয় না। এখন স্বকার্য্য সাধন করুন্‌।

শচী। আচ্ছা বাপ! আমি নয়ন মুদ্রিত ক'রে দেখি, নিমাই আমার হৃদয়ে দেখা দেয় কি না। (নয়ন মুদ্রিতাবস্থায় অবস্থিত)

গৌর। মা! দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

শচী। নিমাইরে! বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি। তুই আমার হৃদয় মধ্যে থেকে কথা ক'চ্ছিস্‌, না বাইরে আছিস্‌? আমার বোধ হ'চ্ছে আমার বুকের ভেতর থেকেই কথা ক'চ্ছিস, এই যে মুখ নড়্‌ছে। বাপ্‌! আর তোমাকে বাইরে যেতে দেব না। পিঞ্জরে যেমন পাখী রেখে তাকে বুলি বলায়, তেমনি তুমিও আমার হৃদয়-পিঞ্জরে থেকে মা মা বুলি

ব'লবে, আমি শয়নে স্বপনে তোকে দেখ্‌বো ও বুলি শুনবো, দেখিস্ বাপ! জীর্ণ পিঞ্জর দেখে যেন ভেঙ্গে পালাস্‌নে। হৃদয় পিঞ্জরে রাখ্‌বো ব'ল্‌ছি, কি সাহসে রাখি।

গীত।

নিমাইরে তুই হ'লি আমার হৃদ্‌পিঞ্জরের পাখীরে।
হয়েছেরে জর জর, ভগ্নপ্রায় হৃদ্‌পিঞ্জর,
দেখিস্ যেন ভগ্ন ক'রে দিস্‌নে আমায় ফাঁকিরে॥
অভাগিনী যেটী পোষে, উড়ে যায় সে কপাল দোষে,
মা বুলি শুনিবার তরে, ভগ্ন পিঞ্জর ভিতরে,
বলরে বাপ আজি তোরে, কি সাহসে রাখিরে॥

গৌর। মা! পালাব ব'লে বিলাপ ক'র্‌বেন না; আগে যে পাখী পুষেছিলেন, তাদের ডাক্‌লে শুন্তে পেতো না, আমাকে ডাক্‌লেই শুন্‌তে পাব, হৃদয়ে দেখ্‌লেই দেখা দেব। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ ক'রে আমাকে বিদায় দেন।

শচী। বাপ্! যখন নিতান্তই গৃহে থাক্‌বিনে, তখন আর কি ব'ল্‌বো! (মস্তকে হস্ত প্রদান ক'রে) হে নিত্য নিরঞ্জন! অখিল ভয় নিবারণ! নিদানের নিধি! নিধুবন বিহারী! নিমিত্ত কারণ! নিয়ন্তা! নিরুপম গুণনিধান! নিরূপণ রহিত! নির্গুণ! নির্ব্বাণপদ দাতা! হরি! এই নিরাশ্রয় নিঃসম্বল নিঃসঙ্গ নিমাইকে নিয়ত কৃপানেত্রে নিরীক্ষণ ক'রো।

গৌর। এতদিনে আমার বোধ হ'চ্ছে আমার বাসনা পূর্ণ হ'লো। যখন ৺গয়াধামে গমন ক'রেছিলাম, সেই সময়ে দেব ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষিত হ'য়েও এত চিত্ত প্রসন্ন হয়নি, আজ আপনার আশীর্ব্বাদে বোধ হ'চ্ছে কৃষ্ণ আমাকে আর নিকৃষ্ট ব'লে ঘৃণা না ক'রে পদাশ্রয় দিলেন। আপনিই ধন্য, আপনার গর্ভে জন্ম গ্রহণ ক'রে আমিও ধন্য হ'য়েছি। এক্ষণে আপনি শয়ন করন্‌গে, আমিও শয়নাগারে যাই।

শচী। হ্যাঁ বাপ, অনেক রাত্রি হ'য়েছে, শোওগে। (নিত্যানন্দের প্রতি) বাপ্ নিতাই! তুমিও একটু বিশ্রাম করগে, রাত্ জাগলে অসুখ হবে, যাও।

নিতাই। মা! আমি আপনার পুত্রের শয়নাগারের দ্বারেই শয়ন ক'র্‌বো, তুমি যেন হৃদয়ে দেখ্‌লেই দেখ্‌তে পাবে, আমাদের প্রতি ত তোমার ছেলের সে দয়া হ'লো না। পাছে আমাদের ফাঁকি দিয়ে যান। আমি সেইখানেই থাক্‌বো।

শচী। আচ্ছা বাপ, তুমি সেইখানেই থাকগে। এখন চল।

[সকলের প্রস্থান]

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বিষ্ণুপ্রিয়ার গৃহ।

বিষ্ণুপ্রিয়া আসীনা।

বিষ্ণুপ্রিয়া। (স্বগত) আজ প্রাণ আমার এমন ক'চ্ছে কেন? কিছুই ভাল লাগ্‌ছে না, ঘরের প্রদীপ বার বার উস্‌কে দেই, উজ্জ্বল হয় না, ঘর যেন অন্ধকারময় ব'লেই বোধ হ'চ্ছে, না ঘুমের ঘোরে এমন দেখ্‌ছি? তাই বা কই, এ পোড়া কপালীর চোকে কি ঘুম আছে, তাই ঘুম হবে? ডান্ দিক্ ক্রমাগত নাচ্‌ছে, এমনই বা হয় কেন? কাকেই বা জিজ্ঞাসা করি? স্ত্রীলোকের সুখ দুঃখের কথা ব'ল্‌তে স্বামী যেমন, তেমন আর কেউ নাই; এ হতভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার ভাগ্যে এক-দিন এমন হ'লো না যে, দুই দণ্ড তিনি আমার কাছে থাক্‌লেন; হয় ত কোন দিন চোকের দেখা দেখ্‌লেম, কোন দিন তাও ভাগ্যে ঘট্‌লো না। সময়ে একদিন চরণামৃত পেলাম না, কোন আলাপ না করুন্,

দু দণ্ড দেখ্‌লে যে প্রাণ শীতল হয়, তাতেও এ হতভাগিনী বঞ্চিত। আজ আবার একি হ'লো? বিধি কি মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেবেন ব'লে এই সব অলক্ষণের দ্বারায় ব'লে পাঠাচ্ছেন? বিধির মনে কি আরও কিছু আছে? দিদি লক্ষীপ্রিয়া ভাগ্যবতী ছিলেন, সর্পে তাঁকে দংশন ক'রেছে! এ মন্দভাগিনীর কি মৃত্যু নাই? অন্যান্য দিন ত এত মন অস্থির হয় না, আজ একি হ'ল, কিছুতেই যে স্থির হ'তে পার্‌ছিনে, নাথের চরণ দর্শন জন্য প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে। তিনি কি এ দাসীকে একবার দেখা দেবেন না? হা নাথ! কোথায় আছেন, একবার কৃপা ক'রে দাসীর মন্দিরে আগমন করুন, আমার মন বড় অস্থির হ'য়েছে। কান্ত! এক দিনও আপনার জন্যে আমার মন এত ব্যাকুল হয়নি, আজ এমন হ'চ্ছে কেন? বুঝি আর ক্ষণেক দর্শনাভাব হ'লে জীবন থাক্‌বে না।

গীত।

একবার দেখা দেও হে নাথ এ দুখিনীরে॥
তোমা বিনে ভাসিতেছি আঁখি নীরে॥
কেন আজি এমন, ব্যাকুল হইল মন,
ব্যাঘ্র যেমন আক্রমণ, করে হরিণীরে॥
অকস্মাৎ একি বিকার, কি ব্যাধির হ'লো অধিকার,
দীপ থাকিতে অন্ধকার, দেখি মন্দিরে॥

বিষ্ণুপ্রিয়া। (স্বগত) আমার একি হ'লো, আর দাঁড়িয়ে থাকৃতে পার্‌ছিনে, গা কেমন ক'চ্ছে (উপবেশন)।

গৌর। (অন্তরালে স্বগত) একি! প্রিয়া যে আমার সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণের কথা শুন্‌বার পূর্ব্বেই কাতর হ'য়ে প'ড়েছেন। হায়! স্বভাবের কি আশ্চর্য্য বোধ শক্তি, কেউ না ব'ল্লেও যার যা অপ্রিয় কার্য্য, সেটী

উপস্থিত হবার পূর্ব্বেই স্বভাব যেন ভবিষ্যদ্বেত্তার ন্যায় জ্ঞাত হ'য়ে ব'লে দেয় যে, তোমার বিপদ্ নিকটবর্ত্তী। আজ আমার দর্শন জন্য প্রিয়া কত কাতর হ'য়েছেন; ভাল, আজ যেন দেখা দিলাম, কাল যে চির বিচ্ছেদানলে প্রিয়াকে দগ্ধ হ'তে হবে, তখন কে সুস্থ ক'র্‌বে? উঃ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার! (চমকিয়া) একি! চিত্ত! আবার জায়ার মায়ায় মুগ্ধ হ'চ্ছিস্? ধিক্ তোকে! সাবধান! সাবধান! হরি-পাদপদ্মে যদি স্থান পেতে ইচ্ছা করিস্, ছাড়্, সব ছাড়্, জায়া ছাড়্, মায়া ছাড়্, এমন কি যা হ'তে মায়া জন্মে তার ছায়া ছাড়্, হরি ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে কায়া ছাড়্, তবে ত হরি সাধন হবে। এখন স্থির হ'য়ে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে কথা ক, দেখিস্ যেন ব্যাকুল হ'য়ে অকূল ভবার্ণবের কাণ্ডারীকে ভাব্‌তে ভুলিস্‌নে। যাই, প্রিয়ার কাছে যাই, আমি যে সন্ন্যাসী হব, তা বলা হবে না, তা হ'লে হয় ত জীবন ত্যাগ ক'র্‌বেন, নয় সঙ্গে যেতে চা'বেন। একে ত পতিসঙ্গ-সুখ ভোগ বিষ্ণুপ্রিয়ার হ'লো না, আবার মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা মার্‌বো? না ব'ল্‌বো না। নল দময়ন্তীকে কত কত হিতোপদেশ দিয়েছিলেন, দময়ন্তী কিছুতেই বারণ না শুনে পতি সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন, শ্রীবৎসের সঙ্গে চিন্তাও ঐরূপ, সীতাই কি রাম সঙ্গে বনে গিয়ে সামান্য কষ্ট পেয়েছেন? মিথ্যা কথাই বা বলি কেমন ক'রে? তা মিথ্যাই বা কি? বিষ্ণুপ্রিয়াতে আমাতে বিচ্ছেদ, সে কেবল লৌকিক বইত নয়, নতুবা আমরা একাঙ্গ। প্রিয়া আমার মানবী হ'য়েছেন ব'লে পূর্ব্ব কথা সব ভুলে গিয়েছেন বোধ হ'চ্ছে, নতুবা বিলাপ ক'র্‌বেন কেন? না আর গোপনে থাকা কর্ত্তব্য নয়, দেখা দিতে হ'লো। (বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকটে আগমন করিয়া প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! আজ এভাবে ধরা শয়নে কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। (শশব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া) আসুন নাথ! আজ দাসীর কি সৌভাগ্য যে, অধিনীর মন্দিরে পদার্পণ ক'রেছেন, অনেক ডেকেছি ব'লে বোধ হয় শুন্‌তে পেয়েছেন।

গৌর। প্রিয়ে! তুমি কি আমাকে ডেকেছিলে? কুলবধূ হ'য়ে স্বামীকে চীৎকার ক'রে ডাকা বড় অসম্ভব!

বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রাণবল্লভ! উটি অসম্ভব ব'ল্লেন, আর পতিতে পত্নীর তত্ত্ব করে না, এইটীই কোন্ সম্ভব?

গৌর। জগতের লোকে তোমার তত্ত্ব ক'র্‌ছে, আমি একা তোমার তত্ত্ব না ক'র্‌লে হানি কি?

বিষ্ণুপ্রিয়া। হৃদয়েন্দ্র! চন্দ্র যদি কুমুদিনীর তত্ত্ব না করেন, নক্ষত্রে তত্ত্ব ক'র্‌লে কি তাকে দেখ্‌তে পায়? অন্ধকার রূপ মলিন বসনেই দেহকে আবৃত ক'রে রাখে; চন্দ্রের সঙ্গেই কুমুদিনীকে সকলেই প্রফুল্লিতা দেখে বটে, তেম্‌নি জগতের যে যে আমাকে তত্ত্ব করে, সে তোমা ছাড়া আমাকে পেয়েছে কি? অগ্রে তোমার কৃপা, পরে ত আমার, তুমি যেখানে আমিও সেইখানে, কিন্তু কান্ত! এইবার তার বিপরীত দেখ্‌ছি।

গৌর। কেন প্রাণেশ্বরি! বিপরীত হবে কেন? নিজেই ব'ল্‌ছ ডেকেছি, আমিও এসেছি। তুমি ডাক্‌লেই আমি যে আসি তার প্রমাণ প্রত্যক্ষ, বিপরীত ব'ল্‌ছ কেন?

বিষ্ণুপ্রিয়া। আমি কি একা ডেকেছি? আমার সহচরী প্রতিধ্বনিও ততবার প্রাণনাথ প্রাণনাথ ব'লে ডেকেছে।

গৌর। কান্তে! তোমার সহচরীও কি আমাকে পতীত্বে বরণ ক'রেছে?

বিষ্ণুপ্রিয়া। তোমাকে পতিত্বে বরণ করে নাই কে? জগন্নাথ নাম হ'য়েছে কেন? লক্ষ্মী যে চঞ্চলা হ'য়েছেন, তার কারণ বোধ হয় সতিনের জ্বালায় তিনি কোন থানে স্থির হ'য়ে থাক্‌তে পারেন না ব'লেই চঞ্চলা। তুমি জগৎপতি, সকল জায়গাতেই তাঁর সতিন। স্ত্রীজাতি সতিনীর সুখ দেখ্‌লে স্থির হ'তে পার্‌বে কেন?

গৌর। প্রিয়ে! সেই জন্যেই বুঝি এত অস্থির হ'য়েছ? সুন্দরি! আমি জগৎরমণ, তুমি কি জগৎরমণীয়া নও? সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে এমন একটী দেখাও দেখি যে, তাতে শ্রী মাখা নাই, আমি ত কোন বস্তুকেই বিশ্রী দেখিনে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। জীবনময়! তোমার চক্ষু কি কখন বিশ্রী দেখে? তোমার দৃষ্টি যাতে প'ড়্‌বে সে শ্রীযুক্ত হবেই ত; যাতে তোমার দৃষ্টি নাই, সে কি

নয়? হৃদয়রাজ্যেশ্বর! আপনার কথা শুনে আমার একটী উপন্যাস মনে প'ড়্‌লো! একদিন কোন জ্যোতির্ব্বেত্তা মঘা নক্ষত্রযোগে দক্ষিণাভিমুখে প্রবাসের যাত্রা ক'র্‌তে উদ্যত, পুষ্যা তাই দর্শন ক'রে চন্দ্রের নিকটে গিয়ে ব'ল্লেন, নাথ! আজ বড় অসম্ভব কার্য্য হ'লো, কোন মূর্খ লোকে এ কার্য্য ক'র্‌লে ব'ল্‌তাম না; যিনি জ্যোতির্ব্বিৎ পণ্ডিত, তিনি কি না আজ মঘানক্ষত্র যোগে বিদেশ গমনে যাত্রা ক'ল্লেন! হয় না হয় ঐ দেখুন, এক ব্যক্তি যাত্রা ক'ল্লেন। ঐ কথা শুনে চন্দ্রদেব পুষ্যাকে হাস্‌তে হাস্‌তে ব'ল্লেন, প্রিয়ে! উনি ত মঘায় যাত্রা করেন নাই, এখন তুমি ত আমার কাছে উপস্থিত, উনি পুষ্যাযোগেই যাত্রা ক'রেছেন, বিশেষ আবার ঐ বিদেশ গমনশীল ব্যক্তির চন্দ্রশুদ্ধি পর্য্যন্ত হ'লো, তুমি আমাকে ঐ ব্যক্তিকে দেখালে, তখন আর ওর অযাত্রা কি? ঐ কথায় পুষ্যা হাস্‌তে হাস্‌তে স্বস্থানে গমন ক'র্‌লেন। প্রাণনাথ! আপনার চক্ষু তদ্রূপ বিশ্রী দর্শন করে না, যদি কোন একটী বস্তুকে বিশ্রী ব'লে দেখায়, আপনার দৃষ্টিপাত মাত্রেই সে শ্রীমন্ত। তবেই দেখুন, যাতে আপনার দৃষ্টি তাতেই শ্রী, যাতে আপনার অদৃষ্টি সেই শ্রীহীন।

গৌর। (স্বগত) তাই বটে, এতদ্‌ব শক্তি না হ'লেও কি বিষ্ণুপ্রিয়া হ'তে পারে? যা হ'ক্ কৌশলে প্রিয়াকে ব'লে যেতে হ'লো, তবে স্পষ্ট বুঝ্‌তে না পারেন যে, আমি রজনী শেষেই গৃহাশ্রম পরিত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ ক'র্‌বো। (প্রকাশ্যে) প্রিয়ে! তোমাকে বিবাহ ক'রে পর্য্যন্ত তোমার মুখে এমন কৌশল যুক্ত হৃদয়গ্রাহী কথা একদিনও শুনি নাই। আজ তোমার কথায় কর্ণ শীতল ও মন আনন্দসাগরে ভাসমান হ'লো, এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ব্যাকুল হ'য়ে আমাকে ডাক্‌ছিলে কেন? কৃপা ক'রে শীঘ্র বল।

। মনমোহন! কেন আপনাকে ডাক্‌ছিলাম তা আর ব'ল্‌তে পাচ্ছিনে, ভাব্‌লেও মনে প'ড়্‌ছে না, বোধ হ'চ্ছে আপনার দর্শনাভাবেই সে ভাব ঘ'টেছিল।

গৌর। যাক্, আর তা শুন্‌তে চাইনে। মনমোহিনি! আজ আমার

একটী পূর্ব্বের কথা স্মরণ হ'লো, তুমি যেমন আমাকে দেখে পূর্ব্বভাব ভুলে গিয়েছ, আমিও তেমনি সেই কথাটী তোমাকে ব'ল্‌বো ব'ল্‌বো মনে করি, তোমাকে দেখেই ভুলে যাই, আর বলা হয় না, আজ কিন্তু মনে প'ড়েছে।

বিষ্ণুপ্রিয়া। নাথ! কি কথা মনে প'ড়েছে বলুন, শুন্তে আমারও চিত্ত বড় ব্যাকুল হ'য়েছে। (ক্ষণেক পরে) নাথ! নীরব হ'য়ে থাক্‌লেন যে, এ চির দুঃখিনীকে কি কোন সর্ব্বনাশের কথা শুন্‌তে হবে? প্রাণনাথ! আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না।

গীত।

কি বলিবে বল বল নাথ বিলম্বে আর আমায় দিওনা যাতনা।
ভেবে না পাই কূল, হ'লো প্রাণাকুল,
মন ব্যাকুল ধৈরজ মানে না॥
অঙ্গ ভঙ্গ কে যেন করিল, কে যেন দেহের শক্তি হরিল,
সব যে আঁধার, একি হ'লো আমার,
মরি হায়, প্রাণ যায়, একি দায় ঘটিল,
বাঁচাও যদি অধিনীরে নাথ হে আর নীরবে থেকোনা॥

বিষ্ণুপ্রিয়া। প্রিয়ম্বদ! নিতান্তই কি আপনার ইচ্ছা যে আমি হুতাশে প্রাণত্যাগ করি? ব'ল্‌বেন না, ব'ল্‌বেন না?

গৌর। মধুরবাদিনি! ব'ল্‌বে না কেন, পূর্ব্বেই ত ব'লেছি, যে কথাটী ব'ল্‌তে ইচ্ছা করি, তোমার কাছে এলেই ভুলে যাই, প্রথমে একবার স্মরণ হ'য়েছিল, আবার ভুলেছিলাম, এখন আবার স্মরণ হ'য়েছে, ব'ল্‌ছি। হৃদয়চারিণি! ত্রেতায় রামাবতারে যখন তোমাকে বাল্মীকির বনে দিয়ে আমি অশ্বমেধ যজ্ঞ ক'রেছিলাম, সেই সময়ে তুমি বাল্মীকিকে ব'লেছিলে যে, "তাত! রঘুনাথ অশ্ব-

মেধ যজ্ঞ কিরূপে সম্পূর্ণ ক'র্লেন? শুনেছি সস্ত্রীক হ'য়ে সে যজ্ঞ ক'র্তে হয়, তবে কি তিনি আবার দ্বিতীয় দার গ্রহণ ক'রেছেন?" তাতে বাল্মীকি ব'লেছিলেন, "জনক-রাজনন্দিনি! সে বিষয়ে সন্দেহ ক'র্বেন না, রাম কি আপনার তেমনি পতি যে, আপনাকে ত্যাগ ক'রে আবার বিবাহ ক'র্বেন? স্বর্ণময়ী সীতা গঠন করিয়ে সে যজ্ঞ সম্পূর্ণ ক'রেছেন।" তুমি সেই কথা শুনে কেঁদে কেঁদে ব'লেছিলে, "আহা! আমি এমনি হতভাগিনী যে, এমন গুণময় পতির পদ সেবা ক'র্তে পেলেম না।" পরে আমিও তোমার সেই কথা শুনে কেঁদে আকুল হ'য়ে ব'লেছিলাম, "হে বনবাসিনি রাম-হৃদয়েশ্বরি! আমি যেমন তোমাকে হারা হ'য়ে গৃহে থেকে স্বর্ণময়ী সীতা ল'য়ে যজ্ঞ উদ্‌যাপন ক'র্লেম, কালে তুমিও তেম্‌নি আমাকে পরিত্যাগ ক'রে আমার দারুময় দেহ গঠন ক'রে পতিব্রতা ব্রত উদ্‌যাপন ক'রো। স্বর্ণময়ী সীতাকে দেখে আমার বিচ্ছেদানল দ্বিগুণ জ্ব'লে উঠেছিল, তোমাকে এই বর দিচ্ছি, আমার দারুময় অঙ্গ দেখে তোমার পতি বিচ্ছেদ যাতনা দূর হবে। তুমি আমাকে হারা হ'য়ে বাল্মীকির আশ্রমে থেকে কেঁদেছিলে, আমি তোমাকে হারায়ে নিরাশ্রয়ে পথে পথে কেঁদে বেড়াব, তোমার স্বধাম গমনের পর তোমার পিতৃবংশ ক্রমান্বয়ে সেই বিগ্রহ সেবা ক'র্বেন।" প্রিয়ে! সে ত্রেতা গিয়েছে, তার পর দ্বাপর গিয়েছে, এই ত কলি, এর পর ত আর কোন যুগ নাই, আবার সত্য ত্রেতাদি হবে, তখন আবার যেমন কার্য্য ক'রে এসেছি তাই ক'র্তে হবে। যা কিছু বাকি আছে, তার কাল ত এই। পাছে সেই বিচ্ছেদ যাতনা ভোগ ক'র্তে হয়! তা যে অন্যথা হবে এমন আমার বোধ হ'চ্ছে না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কি ব'ল্লেন, কি ব'ল্লেন, বিচ্ছেদ যাতনা! এর উপরে আবার বিচ্ছেদ যাতনা! উঃ কি শুন্‌লাম? কর্ণ! এখনও যখন বধির হ'চ্ছিস্‌নে, তখন আরও কিছু তোর শুন্‌তে সাধ আছে। প্রাণ! এখনও যখন এ দেহকে পরিত্যাগ ক'রিস্‌নে, তখন তোর কপালে নাথের বিচ্ছেদ যাতনা আছে। কণ্ঠ! এখনও যখন রুদ্ধ হ'চ্ছিস্‌নে,

তখন তোরে উচ্চস্বরে কাঁদ্‌তে হবেই হবে। যদি তোরা আমার হ'স্, তবে কর্ণ! শ্রবণশক্তি হীন হ; নয়ন! অন্ধ হ; কণ্ঠ! রোধ হ; পোড়া-প্রাণ, বেরোরে বেরো। কই কেউ ত আমার কথা শুন্‌ছ না। তা শুন্‌বে কেন, এরা যে কেউ আমার নয়; নয়ন, মন, দেহ, প্রাণ সব যে প্রাণনাথকে অর্পণ ক'রেছি, এরা যে সব নাথের বশ, আমার কথা শুন্‌বে কেন? ওরে ইন্দ্রিয়-গণ! তোরা যে প্রাণনাথের অনুগত তা এখন দেখ্‌ছি। নাথ যখন আমাকে পরিত্যাগ ক'র্‌বেন, তখন তোরা নাথের সঙ্গে যাবি ত? কেউ কথা কয় না। নাথ! আপনি ত দর্পহারী, আমি আপনার সম্মুখেই দর্প ক'রে ব'ল্‌ছি আমি বেঁচে আছি, দর্প চূর্ণ ক'রুন্, নিশ্চেষ্ট হ'য়ে থাক্‌লেন যে? দর্প দূর ক'রুন্। হাঁ বুঝেছি আমার প্রতি আপনি বিরূপ, সেই জন্য শ্রবণ, দেহ, জীবন এরা সকলেই বিরূপ। হা দারুণ বিধি! এই সময়ে যদি তোমাকে একবার দেখ্‌তে পাই, তা হ'লে জিজ্ঞাসা করি যে, এত কষ্ট লেখ্‌বার ভাগ্য জগতে কি আর কারু পাওনি?

গীত।

কষ্ট লিখেছ যত পেয়েছ দারুণ বিধি।
বল অভাগিনীর কি লেখ নাই মরণ বিধি॥
জান অবলা ত চতুরা নন, তবে কেন এত নিদয় চতুরানন,
ধরি তোমার পায়ে ধরি, এস এস ত্বরা করি হে,
পুনঃ যদি লেখ্‌বার সময় থাকে,
যাও হে ভাগ্যে মৃত্যু লিখে,
বল বাঁচিব আর কোন্ সুখে, আমার জনম গেল দুখে দুখে,
কড়যোড়ে আমি তোমায় সাধি। রে বিধি!
আমি হারাইয়ে প্রাণেশ্বরে,
কেমন ক'রে কাঁদিব হে উচ্চৈঃস্বরে, হে—

ক'রেছ যে কুল নারী, ফুকারে কাঁদিতে নারি,

আমার মনের জ্বালা মনে রবে,

থাকিতে হবে নীরবে, হে—

আমার কঠিন প্রাণে সব সবে, কিন্তু তোমার কি সুখ্যাতি হবে,

ফাট্‌বে না বুক শেল হানি যদি। রে বিধি!

তুই জানিস্‌ যদি এত হবে,

কেন তবে নারী ক'রে পাঠালি ভবে, রে—

অন্ধের চক্ষে কটু রস, সে দুঃখ দিয়ে কি পৌরুষ,

একে নারী তাতে কুলবালা, তার উপরে এত জ্বালা,

হায় বিধি তোরে বৃথা বলা,

তোর যত খেলা, নারীর বেলা রে—

অবলা কাঁদালি নিরবধি॥ রে বিধি!

গৌর। প্রেয়সি! ভবিষ্যৎ কি হবে না হবে, তাই ভেবে এত ব্যাকুল হ'চ্ছো কেন? তোমার বি·াপ শুনে বোধ হ'চ্ছে এখনি যেন আমাকে হারিয়েছ। তোমাতে আমাতে কি বিচ্ছেদ আছে? লোক শিক্ষার্থ আমাদের ভূতলে আগমন, তা কি ভুলে গেলে? ত্রেতায় যে তোমায় ত্যাগ ক'রেছিলাম তাতে এই শিক্ষা দিয়েছি, "প্রজা-রঞ্জন হেতু যদি স্ত্রীকে পরিত্যাগ ক'র্‌তে হয় তাও রাজারা ক'র্‌বে।" এ লীলায় লোককে ধর্ম্ম শিক্ষার্থে যদি আমাকে স্থানান্তরেই যেতে হয়, তাতে তোমার বিচ্ছেদ যাতনার ভয় কেন? আমি কি তোমাকে ছেড়ে থাক্‌তে পারি? যার নাম হ'লো শ্রীনাথ, শ্রীধর, শ্রীনিবাস, শ্রীশ, সে শ্রীকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাক্‌বে? কৃষ্ণলীলার শেষভাগে ব্যাধ কর্ত্তৃক আমি হত হ'লেম, লোকে জান্‌লে কৃষ্ণের মৃত্যু হ'লো, সমুদ্র দ্বারকাধামের

সমস্ত ভূমি জলসাৎ ক'র্লেন, কৈ তোমার মন্দিরকে ডুবাতে পেয়েছেন কি? না আমি হত হ'য়েছি ব'লে তোমার মন্দির ছেড়ে আছি? শুভে! সামান্য রমণীর ন্যায় শোকাতুরা হ'য়ে রোদন ক'রো না, ক্ষান্ত হও।

বিষ্ণুপ্রিয়া। কান্ত! দাসীকে ক্ষান্ত হ'তে ব'ল্ছেন, প্রাণ ত সুস্থ হ'চ্ছে না, কেমন ক'রে ধৈর্য্য ধ'র্‌বো? একে উত্তপ্ত তৈল, তাতে সামান্য অগ্নি কণা পতিত হ'লে সে ত একেবারেই জ্ব'লে ওঠে, আর কি তৈল সত্ত্বে সে অগ্নি নির্ব্বাণ হয়? নাথ! একেই আমার দেহ দুঃখে পরিপূর্ণ, তার উপর আবার এই সর্ব্বনাশের কথা, দেহান্ত ভিন্ন কি এ দুঃখ যাবে? যত কেন বলুন না, দাসী আর আপনার চরণ ছাড়্‌বে না।

(পদধারণ)

গৌর। লক্ষ্মি! এ কি তুমি আজ নূতন ধ'র্‌লে? ক্ষীরোদকূলে অনন্ত শয্যায় ত এইরূপই ব্যবহার, এ তোমার নূতন কার্য্য নয়। এক্ষণে রজনী অধিক হ'য়েছে, বিশ্রাম করিগে চল।

[বিষ্ণুপ্রিয়ার হস্তধারণ করিয়া গৌরের প্রস্থান

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কণ্টক নগরে কেশব ভারতীর আশ্রম।

কেশব ভারতী আসীন।

কেশব ভারতী। (স্বগত) আহা! আজ যে সব সুলক্ষণের চিহ্ন দেখ্‌ছি; দিক্ প্রসন্ন, পৌষ মাস—এ অসময়ে মলয়ানিল মন্দ মন্দ বহন ক'র্‌ছে, কোকিল কুহু কুহু রবে কর্ণ কুহরকে যেন সুধাদান ক'র্‌ছে, নিয়ত সুগন্ধ আস্‌ছে, নন্দন

কাননে বাসব যে সব সুখানুভব করেন, আজ কেশব ভারতীও যেন সেই সুখ ভোগ ক'র্‌ছে, বোধ হয় তা হ'তেও অধিক। ইন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ সে স্থানে কেবল বিহার সুখ সম্ভোগ করেন, আজ আমি এই ইন্দ্রাণী নিকটবর্ত্তী কণ্টক নগরে যেন কৃষ্ণ প্রেমানন্দ বিহার সুখ ভোগ ক'র্‌ছি। বিনা সাধনায় ইষ্ট-দেবের মূর্ত্তি হৃদ্‌পদ্মে আপনি প্রকাশ পাচ্ছে, হরি বুঝি এত দিনের পর এ দীনের প্রতি সদয় হ'লেন। ওরে মন! ভবারাধ্য ধন ত আপনা আপনিই হৃদয় মধ্যে উদয় হ'য়েছেন, তবে আর ব্যগ্র কেন? ঐ দেখ ইষ্টদেব-কৃষ্ণের ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ-চিহ্নিত পদ বাম পদের উপর হেলান আছে, তাতে স্বর্ণ নূপুর শোভা পাচ্ছে, পীত ধটীর অঞ্চল ভাগ পদের উপর স্পর্শ করায় বোধ হ'চ্ছে যেন ধটী বন্ধন দায় মুক্ত হবার জন্যে শ্রীপদের স্মরণ ল'চ্ছে। ঐ দেখ, নবীন নীল নীরদ নিন্দিত রূপরাশির কটী পীতধটীতে বদ্ধ দেখে বোধ হ'চ্ছে বিদ্যুল্লতা মেঘকে দৃঢ় ক'রে বেঁধেছে, যেন নীরদ-মালা আর ছিন্ন ভিন্ন না হয়। গলদেশে বনমালা, ভৃগুমুনি-পদলাঞ্ছিত হৃদয়ের উপর দিয়ে প'ড়্‌ছে, দেখে বোধ হ'চ্ছে যেন মেঘমধ্য হ'তে চন্দ্র-কর নির্গত হ'য়ে কুমুদিনীকে প্রফুল্লিতা ক'র্‌ছে। উভয় করে মুরলী ধ'রে অধরে অর্পণ ক'রেছেন। বোধ হ'চ্ছে যেন গোপীর কর্ণকুহরে সুধাসেচনের জন্যে ঐ নল যন্ত্রটি সুধার হ্রদে ব'সিয়ে সুধাকর্ষণ ক'র্‌ছেন। বদনমণ্ডলে অলকা তিলকা শোভা পাচ্ছে, বোধ হ'চ্ছে যেন সরোবরের নীল জলরাশিতে শৈবাল ও শ্বেত সহস্রদল প্রস্ফুটিত হ'য়েছে। শিরোপরে চূড়া, যেন ময়ূর কৃষ্ণরূপ দর্শনে মেঘ ভ্রান্তিতে পুচ্ছ বিস্তার ক'রে নৃত্য ক'র্‌ছে। বামে নীলবসনাবৃতা শ্রীমতী রাধিকাই বা কত শোভা পাচ্ছেন, যেন সমুদ্রের মধ্য হ'তে পূর্ণিমার চাঁদ উদয় হ'চ্ছে। মন! দেখ দেখি, গুরু উপদেশ মত রূপ বটে কি না! মন এখন বল, ধন্যোঽহং ধন্যোঽহং।

(নেপথ্যে)

গীত।

হৃদ্‌মাঝে কি সাজে সাজেরে রাধাকৃষ্ণ।
বল মনরে এমন রূপ কোথায় হবে দৃষ্ট, এ যে জগতের উৎকৃষ্ট॥

শ্রীকৃষ্ণ রাধা সহিত, রূপের উপমা রহিত,
যাতে মহাদেব মোহিত, সেইরূপ হৃদে জাগে স্পষ্ট,
আজ কি আমার শুভাদৃষ্ট ॥
আমার এই হৃদয় মধ্যে, যুগলরূপের পাদপদ্মে,
মন-মধুকর মধুপানে হও হৃষ্ট ;
জ্ব'ল্‌বে না আর ক্ষুধার আগুন, গুণ গুণ স্বরে গাও হরিগুণ,
গাবে যত গুণ তত গুণ সুধা পাবে যাবে কষ্ট,
মতি পূরাওরে অভীষ্ট ॥

হরি হরি বল, হরি হরি বল, হরি হরি বল ॥

কেশব ভারতী। (চমকিয়া) এ কি! কে হরি হরি বল ব'ল্‌ছে নয়? এমন মহাত্মা কে, যে মধুর হরিধ্বনি ক'রে আমার কর্ণ-কুহরকে পবিত্র ক'র্‌লে? আমার হৃদয় মাঝে হরি উদয় হ'য়েছেন, তা কি অন্যে জান্‌তে পে'রে সকলকে হরি ব'ল্‌তে ব'ল্‌ছে, না আমি মনকে হরিগুণ গান ক'র্‌তে ব'ল্‌ছি, তাই প্রতিধ্বনি হরিগুণ গান ক'র্‌ছে! না আমি ত উচ্চৈঃস্বরে ব'লিনি, তাই প্রতিধ্বনি হবে, এ কোন হরিভক্তেই ব'ল্‌ছে হরি হরি বল। তা না হবে কেন? বিপদের অনুগামী যেমন বিপদ্‌, তেমনি সম্পদের অনুগামী সম্পদ্‌। আজ শ্যামপদ পেয়েছি কি না, আজ আবার হয় ত তাঁর কোন প্রিয়ভক্তরূপ সম্পদ্‌ পাব। (কেশব ভারতীর নিকটে গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, গদাধরের প্রবেশ), এই যে কয়েকটীকে দেখ্‌ছি, এঁরা কোথা হ'তে আস্‌ছেন?

গৌরাঙ্গ। (কেশব ভারতীর পদে দণ্ডবৎ পতিত) গুরো! দাসকে নিস্তার ক'রুন। গুরো! আমি আপনার অনুগত দাস, কৃপা ক'রুন। (পদধারণ করিয়া থাকা)।

(নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, ব্রহ্মানন্দ, চন্দ্রশেখর, গদাধর, কেশব ভারতীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান)

কে, ভা। (স্বগত) এ কি ভাব! এদের সকলকেই যেন চেন চেন ক'রছি, স্পষ্ট চিন্‌তে পার্‌ছিনে? হরি কি ছলনা নিমিত্ত আমাকে এই সন্দেহে ফেল্‌ছেন্? এ ছেলেটীই বা এমন ক'রে পদ ধারণ ক'রে প'ড়ে থাক্‌লো কেন? এরাই বা আমাকে দণ্ডবৎ প্রণাম ক'রে করযোড়ে আমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকে কেন? এত দিন কাটোয়ায় আছি, এভাব ত একদিনও হয়নি, এমন মধুমাখা হরিনামও কারু মুখে শুনিনি। এমন ভাব হয়নি ব'লছি, এমন রাধাকৃষ্ণ রূপই বা হৃদয় মধ্যে কবে দেখেছি, যা হ'ক্ এরা সামান্য লোক নয়। আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা ক'রতে হ'লো; রোগী দেখে তর্ক করা হ'তে অবস্থা জিজ্ঞাসা ক'রে বিশেষরূপে অবগত হ'য়ে তর্ক করাই ভাল। (প্রকাশ্যে) বৎসগণ! তোমরা কে? কোথা হ'তে আস্‌ছো? (গৌরাঙ্গের হস্ত ধরিয়া উত্তোলন) উঠ উঠ বাপ্ উঠ। আর পদ ধারণ ক'রে থাক্‌তে হবে না, তুমি ত আমার কাছে কোনরূপে অপরাধী নও, তবে এতদূর কেন? বল তোমরা কে? কোথা হ'তে আস্‌ছো, আর কি অভিপ্রায়েই বা এসেছ? তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখে সামান্য ব'লে বোধ হ'চ্ছে না। বোধ হয় তোমাদের কোথা দেখেছি, নানা স্থানে ভ্রমণ, অনেক লোকের সঙ্গে দেখা শুনা, সকলকে চিনে রাখা সুকঠিন। বৎসগণ! শীঘ্র তোমাদের পরিচয় দেও, আর যদি অতিথি হও, পরিচয়ে প্রয়োজন নাই।

গৌরাঙ্গ। (করযোড়ে) গুরো! আমার জন্মস্থান নবদ্বীপে, আমি ৺জগন্নাথ মিশ্র মহাশয়ের পুত্র, দেবী শচীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছি, বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণ, আমার নাম কেউ বলে নিমাই, কেউ বিশ্বম্ভর, কেউ গৌরহরি, কেউ গৌরাঙ্গ, এই চারি নাম, তবে নিমাই নামটিই বিশেষ খ্যাত। আর এই যে নবীন সন্ন্যাসীটিকে দেখ্‌ছেন,

ইনি বীরভূম প্রদেশে একচক্র গ্রামে রাঢ়িশ্রেণী ব্রাহ্মণ কুলে দেব হাড়ওঝার ঔরসে দেবী পদ্মাবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ ক'রেছেন, এঁর নাম নিত্যানন্দ।

কে, ভা। ও! এঁকেই এক অতিথি এঁর পিতা মাতার কাছ হ'তে ভিক্ষা ক'রে নিয়ে গিয়েছিল বটে! সেই মহাত্মা কর্তৃক ইনি গৃহত্যাগী; (নিত্যানন্দের প্রতি) মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশীতে তোমার জন্ম হয়?

নিত্যানন্দ। আজ্ঞা হাঁ।

কে, ভা। বৎস! যখন তুমি মথুরায় বাস কর, সেই স্থানে মাধবপুরী নামক কোন মোহন্তের সঙ্গে তোমার আলাপ হ'য়েছিল?

নিত্যা। আজ্ঞা হাঁ হ'য়েছিল, তিনি আমার পরম বন্ধু, তাঁর কর্তৃকই আমি নবদ্বীপের সমাচার পেয়েছিলাম, তাঁকে আমি নমস্কার করি।

কে, ভা। আমি একচাকা গ্রাম জানি, বীরভূমে সাঁইতের কাছে সে গ্রাম। সেই গ্রামে ময়ূরেশ্বর নামে শিব আছেন?

নিত্যা। আজ্ঞে হাঁ। আপনার অগোচর আর কি আছে, যা দেখ্‌বার নয় তাই দেখ্‌ছেন, সামান্য স্থান আর দেখ্‌বেন না?

কে, ভা। (বিস্ময়ে) একি কথা ব'ল্লে? যা দেখ্‌বার নয় তাই দেখ্‌ছি! এ বালক হ'য়ে জান্‌তে পার্‌লে কি ক'রে? তবে ত এরা সাধারণ ব্যক্তি নয়। একি কেউ ছলনা ক'র্‌তে এলো? ভাব যে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে; ভাল, সব জান্‌তে পার্‌বো, কিছুই অব্যক্ত থাক্‌বে না; বনমধ্যে প্রবেশ কালে যত আতঙ্ক হয়, ক্রমে বন ভ্রমণ ক'র্‌লে আর তত ভয় থাকে না। (প্রকাশ্যে অন্য চতুষ্টয়ের প্রতি) বৎস! তোমাদের নাম কি কি?

ব্রহ্মানন্দ। আজ্ঞা আমার নাম ব্রহ্মানন্দ, এঁর নাম মুকুন্দ, এঁর নাম গদাধর, আর এঁর নাম শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, আমরা সকলেই এই নবদ্বীপচন্দ্রের দাস।

কে, ভা। বটে! আহা, আজ আমার কি সৌভাগ্য! নবদ্বীপে

যখন গিয়েছিলাম, তখন ঐ গৌরচন্দ্রের ভক্তি শ্রদ্ধাতে আমি যার পর নাই সন্তুষ্ট হ'য়েছিলাম। বিনা শ্রমে সেই ধনকে আজ স্বীয় আশ্রমে পেয়েছি। তা এ সব ধন যে আজ আমার লাভ হবে, তার পূর্ব্ব লক্ষণে জান্‌তে পেরেছি। (গৌরের প্রতি) বাপ নিমাই! কি জন্যে এত শ্রম ক'রে তোমার কোমল দেহকে কষ্ট দিয়েছ? আমার কাছে কোন প্রয়োজন, কি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তে বাসনা! তা হ'লে জনেক লোক পাঠালেই ত আমি নবদ্বীপে গিয়ে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্‌তাম, তোমার পূর্ব্বের ভক্তি শ্রদ্ধাতে আমি ত তোমার কাছে চিরবিক্রীত হ'য়েছি; আমার মন, প্রাণ সব তোমার নিকট বিক্রীত, বক্রি ত কিছু নাই, তবে এত কষ্ট ক'রে এলে কেন? যেন উন্মাদের ভাব দে'থ্‌ছি, নয়নদ্বয় হ'তে নিয়ত বারিধারা নির্গত হ'চ্ছে। তুমি নবদ্বীপের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত, অর্থাদিরও অভাব নাই, তবে এমন দীনবেশ কেন? কোন নিগূঢ় তত্ত্ব আছে ব'লেই বোধ হ'চ্ছে, শ্রবণ জন্য আমার মন বড় ব্যাকুল হ'য়েছে।

গৌর। (করযোড়ে) দেব! আমার বাসনাটি আপনাকে পূর্ণ ক'র্‌তে হবে, আমি যে ব্রতে ব্রতী হ'য়েছি তা উদ্‌যাপন ক'রে দিতে আপনি ভিন্ন অন্য কেউ নাই, এ নরাধমকে উদ্ধার ক'র্‌তে হবে।

কে, ভা। কি কথাটী বল; এত ব্যাকুল হ'চ্ছো কেন? তোমার ভাব দেখে যে আমার প্রাণ ব্যাকুল হ'চ্ছে। তোমার সমস্ত শরীরে সাত্ত্বিক ভাবের লক্ষণ দেখ্‌ছি। তুমি যে সামান্য লোক নও, তা নবদ্বীপেই জেনেছি। তোমা হ'তে যে ব্রত উদ্‌যাপন হয় না, এমন কি অসামান্য ব্রতে ব্রতী হ'য়েছ, যা এই সামান্য কেশব ভারতীর দ্বারায় সম্পূর্ণ হবে? ভাব যে কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে, বল শীঘ্র বল।

নিত্যানন্দ। মহাভাগ! সে অসামান্য ব্রত বটে, কলিতে তা হয় না, বড় কঠিন। ব'ল্‌বো কি, নিমাই আপনার কাছে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ ক'র্‌বেন। সেই জন্য বৃদ্ধা মাতা, যুবতী ভার্য্যা, বন্ধু, বান্ধব, দাস, দাসী, গৃহ, সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে কাহাকেও কিছু না ব'লে অতি প্রত্যূষে

গাত্রোত্থান ক'রে একাই এই কাটোয়াভিমুখে আস্‌ছিলেন, আমরা পথমধ্যে এসে ধ'রেছি। গৌর যে গৃহত্যাগী হ'য়ে বেরুলেন, তা জান্‌তে কেবল আমরাই পঞ্চজন, আর কেউ না। বোধ হয় নবদ্বীপে এতক্ষণ ভক্ত মণ্ডলীতে হাহাকার রব উঠেছে; শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া হয় ত এতক্ষণ জীবন ত্যাগ ক'রেছেন।

কে, ভা। কি ব'ল্লে? কি! নিমাই সন্ন্যাসী হবে? এই বয়সে! (গৌরের প্রতি) হাঁ বাপ নিমাই! তুমি সন্ন্যাসী হবে ব'লে কি এইরূপ উন্মত্ত প্রায় হ'য়ে আমার কাছে এসেছ? বৎস! একি সর্ব্বনাশের কথা! তোমার মাতা, বন্ধু, বান্ধব, ভার্য্যার ত কাতর হ'য়ে জীবন ত্যাগ করাই সম্ভব; এ কথা শুনে যে আমার হৃদয় পর্য্যন্ত ব্যথিত হ'লো। য়্যাঁ—য়্যাঁ, এই সোণার গায় ছাই মাখ্‌বে? এই কোমল করে দণ্ড কমণ্ডলু ধ'র্‌বে? এই চাঁচর চিকুর মুণ্ডন ক'র্‌বে? এ দেখে কার প্রাণে সহ্য হবে? তোমার কি এই সন্ন্যাসী হবার বয়ঃক্রম? এ বাসনা কেন? য়্যাঁ এ বাসনা কেন?

গীত।

কেন হে নিমাই তোমার এ বাসনা।
এ বয়সে সাজে কিহে কৃষ্ণ উপাসনা॥
তুমি সর্ব্বস্ব ত্যজিবে, সন্ন্যাসীর সাজ সাজিবে,
তারি বুকে শেল বাজিবে দেখিবে যে জনা;
জগতে আমারি হবে কলঙ্ক ঘোষণা॥

গৌর! গুরো! কেন ও সকল কথায় আমাকে মায়ায় মুগ্ধ কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছেন? বন্ধু কে? বান্ধব কে? মাতাই বা কে? পিতাই বা কে? বিপদ্‌কালে, রাজদ্বারে, শ্মশানে যে সহায় হয়, তাকেই ত বান্ধব বলে। সামান্য বিপদে ত অনেকেই সাহায্য করে, শেষের মরণ বিপদে রক্ষা ক'র্‌তে জগদ্বন্ধু হরি ভিন্ন কে? যিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই ত পিতা, তবে সেই জগৎপিতা হরি বই পিতা আর কে? যার গর্ভে

এসে জন্মগ্রহণ, তিনিই ত মাতা, কার গর্ভে আছি? সেই লম্বোদর বিরাট-রূপী ভগবানের গর্ভেই ত আছি, তবে তিনি ব্যতীত মাতা কে? জায়া কাকে বলেন? আত্মারূপে যার গর্ভে যাওয়া যায় তিনিই জায়া, তা আমার আত্মা ত সেই হিরণ্যগর্ভের গর্ভে গিয়েছে, তবে তাঁকে ছাড়া জায়া কাকে ব'ল্‌বো? ধন কাকে বলেন? জীবের সম্বল যা তাই ধন, দেব! সেই অন্তের পথে নিত্যধন রাধাকান্ত ভিন্ন অন্য কোন ধনই ত সঙ্গে যায় না। আমি যাতে সেই বন্ধু, সেই পিতা, সেই মাতা, সেই জায়া, সেই ধন পাই, তারই উপায়ের জন্য আপনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি। এখন কেমন ক'রে এ অঙ্গে ছাই মাখ্‌বো ব'ল্‌ছেন? এ দেহ ত এখনি পতন হ'তে পারে। এমন স্থির নাই যে, এতদিন পরে দেহ ক্ষয় হবে, এখনি পতন হ'লে এখনি লোকে একে পুড়িয়ে যে ছাই ক'র্‌বে। যাতে সাযুজ্য ফল পেয়ে এ অঙ্গ সেই শ্রীঅঙ্গে যোগ ক'র্‌তে পারি, তারই সদুপায় ক'রে দেন। কেমন ক'রে মস্তক মুণ্ডন ক'র্‌বো ব'ল্‌ছেন? এ কেশের শোভা কদিন? আর এতে কি শোভা ক'রেছে? দুদিন পরে এই কেশ শুভ্রবর্ণ ধারণ ক'রে শ্রীহীন ক'র্‌বে! যাতে এই মস্তকে সেই হৃষীকেশকে স্থাপন ক'র্‌তে পারি, তারই যুক্তি দেন। এই করে দণ্ড ধ'র্‌তে কষ্ট হবে ব'ল্‌ছেন, শেষে যে যমদণ্ডে হস্ত পদ সব ভঙ্গ ক'রে অবশ ক'রে দেবে, তা সহ্য হবে ত? আপনার প্রদত্ত দণ্ডে যমদণ্ডকে ভঙ্গ কর্‌বার বাসনায় আপনার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি। আর বঞ্চনা ক'র্‌বেন না, এ নরাধম যে পথে গেলে শ্রীকৃষ্ণ পদে স্থান পায়, সেই পথ দেখিয়ে দেন, আর যাতনা সহ্য হয় না, আশ্রিত জনকে রক্ষা করুন। (পদধারণ)।

গীত।

আমি বিপদাপন্ন।

বল কিসে হবে গতি, (গুরো গো) নাই যে সঙ্গতি,

হরে কে দুর্গতি ভবে অন্য॥

হ'য়ে কালাধীন, গেল গেল দিন,
নিকট সে দিন, শাসন জন্য।
আমি কাঁপি থরহরি, (গুরো গো) কিসে ভয় হরি,
শমন দমন হরির চরণ ভিন্ন ॥
বিহনে উদ্ধব, সখা সে মাধব,
কেহ নয় বান্ধব, সব শূন্য।
ভবে আমার কেহ নাই, (গুরো গো) তোমারে জানাই,
কোথা সে কানাই শ্রীচৈতন্য ॥
লোক বিদ্যমান, কত অভিমান,
আমি বুদ্ধিমান্, অগ্রগণ্য।
কিন্তু কিসে হবে হিত, (গুরো গো) সে বুদ্ধি রহিত,
মায়াতে মোহিত অতি জঘন্য ॥
অহঙ্কারে মত্ত, কুকাজে প্রবৃত্ত,
নিজে নিজেই বলি আমি ধন্য।
ঘুচাও মতির বিকার, (গুরো গো) দেখাও কি প্রকার,
কৃষ্ণ রাধিকার রূপ লাবণ্য ॥

গদাধর। (কেশবভারতীর প্রতি) ভগবন্! শুন্‌লেন? নবদ্বীপচন্দ্রের কথা শুন্‌লেন? আপনি যা যা প্রশ্ন ক'রেছিলেন, তার উত্তর চতুর্গুণ পরিমাণে দিলেন। ঐরূপে নবদ্বীপে অদ্বৈতাচার্য্য, হরিদাস, জননী শচীদেবী কত বুঝিয়েছিলেন, সকলকেই নিরুত্তর ক'রে বুঝিয়ে রেখে শেষে প্রত্যূষে চ'লে এলেন। আমরা যে সঙ্গে এসেছি, একবারও অন্তালাপ করেননি, কেবল নিয়ত ব'লেছেন হরি বল, ভাই সব হরি বল। পথের লোক, যে এই অবস্থা দেখেছে, সেই কেঁদে আকুল হ'য়েছে, নিমাইচাঁদের তাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। এত দ্রুত এসেছেন, সঙ্গে আসা কঠিন, কতবার আমাদের ফেলে দূরে এসে

প্রাণ কৃষ্ণ” “প্রাণ রাধাকৃষ্ণ” ব’লে উচ্চৈঃস্বরে ডাক্‌ছেন, আর দুই চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। আমরা দূর হ’তে ঐ কৃষ্ণ নাম ধ্বনি শ্রবণ ক’রে কাছে এসেছি, নিমাই জান্‌তে পারেন্‌নি; যেন কোন প্রিয় বস্তুকে হারিয়েছেন, অন্বেষণ ক’রে পান্‌নি, তাই বিষণ্ণবদনে একদৃষ্টে একদিকে তাকিয়ে আছেন। আমরা ডেকেছি, উত্তর পাইনি, গায়ে হাত দিয়ে ঠেলেছি, অমনি যেন সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় চ’ম্‌কে উঠে ব’লেছেন, কণ্টকনগর কতদূর? গুরু কেশবভারতী কৈ? আমার প্রাণ রাধাকৃষ্ণকে তিনি ভিন্ন কে দেখাবে? ব’লে কেঁদে উঠেছেন, আমরাও কেঁদেছি। দেব! এখনও কান্না আস্‌ছে। এই কোমল পদে কত আঘাত লেগেছে, একি আমাদের প্রাণে সহ্য হয়? (রোদন)।

কে, ভা। বৎস গদাধর! রোদন ক’বো না, ক্ষান্ত হও, ভাল আরও বুঝিয়ে দেখি, নিমাই বোঝেন কি না। যে পথ অবলম্বন ক’রেছেন, সে পথে যেতে বারণ করা, ভয় দেখান, সে নিতান্ত অন্যায়, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কার্য্য, শেষে নরকগামী হ’তে হয়; কিন্তু এই দ্বিজকুমারের সুকুমার অঙ্গে কেমন ক’রে সেই সব কষ্ট সহ্য হবে ভেবে, সে নরককেও সুখের স্থান ব’লে বোধ হ’চ্ছে, নিষেধ ক’র্‌তে হ’লো। (প্রকাশ্যে) বাপ্‌ বিশ্বম্ভর! তুমি যে সন্ন্যাসী হবে, সন্ন্যাস যে কলিতে নাই, তা কি জান না?

গৌর। ইষ্টদেব! সন্ন্যাস নাই কেন? জীবে যাজন ক’র্‌তে পার্‌বে না ব’লে। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার দ্বারা সন্ন্যাস ধর্ম্মের অঙ্গহীন হবে না, যেমন যেমন উপদেশ ক’র্‌বেন তাই ক’র্‌বো, মন্ত্রের সাধন ক’র্‌তে শরীর পতন হয় তাও মঙ্গল।

কে, ভা। বাপ্‌ নিমাই! যদি শরীর পতনই হ’লো, তা হ’লে আর সন্ন্যাস আশ্রম অতিক্রম ক’রে ভৈক্ষধর্ম্ম কেমন ক’রে যাজন ক’র্‌বে? দেহান্ত হ’লেই ত ব্রতের অঙ্গহীন হ’লো।

গৌর। হে শান্তি-রসাধার! মনকে বশীভূত ক’রে অল্প দিনের

মধ্যেই ত ভৈক্ষধর্ম্ম গ্রহণ ক’র্‌তে পারি? মনকে স্থির ক’রে ইষ্টপদে সংযোগ, ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত ক’রে সুখ দুঃখ সমজ্ঞান করা, এই ত সন্ন্যাসের উপকরণ। কদন্নে, সদন্নে, লোষ্ট্র কাঞ্চনে তুল্য বোধ, এই ত সন্ন্যাসীর কার্য্য। কৃপাময়! আপনার উপদেশের বলে আমি সমস্ত সাধন ক’র্‌বো, আমাকে মন্ত্র দান ক’র্‌তে হবে, আমি আপনার কৃপায় কৃষ্ণের দাস হ’য়ে জীবন শেষ ক’র্‌বো! (রোদন)।

কে, ভা। বাপ্! তোমার তেজঃপুঞ্জ কলেবর, সহস্র নিষ্কলঙ্ক চন্দ্র নিন্দিত মুখপ্রভা, প্রেমোন্মত্ততা, ভাবের উচ্ছ্বাস দেখে আমি স্তব্ধ প্রায় হ’য়েছি, কেমন ক’রে এ কিশোরকে সন্ন্যাসী ক’র্‌বো, ভেবে প্রাণ ব্যাকুল হ’চ্ছে! তোমার এখন সন্তান সন্ততি হয় নাই, পিতৃঋণ শোধ না ক’রে তোমাতুল্য পণ্ডিত লোকের উচিত নয় যে, সর্ব্বত্যাগী হ’য়ে কৃষ্ণ আরাধনা করা। “পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ” এই শাস্ত্রসঙ্গত বচন, তোমারও তা অবিদিত নাই, তবে কেন মহাজন বাক্য লঙ্ঘন ক’রে এ পথে পদার্পণ ক’র্‌ছো? ক্ষান্ত হও।

গৌর। হে অজ্ঞানান্ধকার বিনাশক! কেন বারম্বার আমাকে প্রবোধ দিচ্ছেন? পিতৃঋণ কি? ভগবান্ আমাকে যখন পাঠিয়েছেন তখন ব’লেছেন, ভবে গিয়ে আমাকে উপাসনা ক’রো; আমি ত মাতৃগর্ভে থেকে প্রতিজ্ঞা ক’রেছি যে, ভূমিষ্ঠ হ’য়েই কৃষ্ণারাধনা ক’র্‌বো। তবে দেখুন, সেই ঋণেই ত আমি বদ্ধ, সেই জগৎপিতা কৃষ্ণের কাছে সেই ঋণ পরিশোধ ক’র্‌তে পাল্লেই ত পিতৃঋণ শোধ করা হ’লো। আর “পঞ্চাশোর্দ্ধং বনং ব্রজেৎ” ব’ল্‌ছেন, তবে প্রহ্লাদ কেন শৈশবাবস্থায় হরি-সাধনা ক’র্‌লেন? ধ্রুব কেন পঞ্চম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে হরি-সাধন জন্য বনে প্রস্থান ক’র্‌লেন? হরি কি তাঁদের প্রতি কৃপা করেন নাই? (পদ ধারণ) আমি আপনার পদ ধারণ ক’রে ব’ল্‌ছি আর বিলম্ব ক’র্‌বেন না, এক এক মুহূর্ত্ত গত হ’চ্ছে, আর আমার বোধ হ’চ্ছে যেন আমার কেশাকর্ষণ জন্য শমন বিশাল শালবৃক্ষ সদৃশ কর-প্রসারণ ক’র্‌ছে। গুরো! নিস্তার করুন—

কে, ভা। আহা! এমন না হ'লেও কি কৃষ্ণের আরাধনা হয়? এ বালক ত কৃষ্ণলাভ ক'র্‌বেই। আমার বোধ হয় এই মহাপুরুষের আগমন হবে ব'লেই পূর্ব্বক্ষণে কৃষ্ণ আমাকে যুগল রূপে হৃদয় মধ্যে দেখা দিয়েছেন। স্বয়ং অসিদ্ধ হ'লে পরকে সিদ্ধ করা যায় না, সেই ভ্রম নাশের জন্যই ভগবানের সে খেলা। ধন্য নিমাই, নিমাইয়ের জন্মকেও ধন্য, বিদ্যাকেও ধন্য! বিদ্যা উপার্জ্জন ক'রে যে ব্যক্তি কেবল নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'র্‌বো, সভায় সকলকে পরাজয় ক'র্‌বো, অর্থের দ্বারায় স্ত্রী পুত্রের সুখ সম্পাদন ক'র্‌বো, এমন ইচ্ছা করে, তার বিদ্যাকেও ধিক্‌, তাকেও ধিক্‌! এই ত বিদ্যা। আহা! আজ আমিও পবিত্র হ'লেম, এই মহাপুরুষের আগমনে কাটোয়াও তীর্থ ধাম হ'লো; হরি বল, হরি বল। (প্রকাশ্যে) বাপ্‌! তুমি যা ব'ল্‌ছো, তা লঙ্ঘন করে কার সাধ্য! আমি যে প্রশ্ন ক'র্‌ছি, তুমি শাস্ত্রকে বজায় রেখে ঐহিক ভাব পরিত্যাগ ক'রে স্বকীয় ভাবাকর্ষণপূর্ব্বক উত্তর ক'র্‌ছো, এ উত্তর তোমাতেই সম্ভব। কিন্তু বাপ! না ব'লেও থাকৃতে পার্‌ছিনে, আমি তোমাকে সন্ন্যাসী ক'র্‌লে, সেই সতী শচীমাতা অবশ্যই শুন্‌বেন যে, কেশবভারতী বিশ্বম্ভরকে সন্ন্যাসী ক'রেছে, পাছে সতী আমাকে শাপ দেন! পুত্রশোকে অধীরা হ'লে কখনই হিতাহিত জ্ঞান থাকে না; অনায়াসে আপন জীবনকেই যখন নাশ ক'র্‌তে কুণ্ঠিত হন না, তখন আমাকে শাপ দেবেন তার বিচিত্র কি? স্তম্ভ ভগ্ন ক'র্‌লে তন্মস্তকস্থিত প্রাসাদ কি স্থির থাকে? প'ড়্‌বেই প'ড়্‌বে? পতনকালে সে কি নিম্নস্থিত লোককে লক্ষ্য ক'রে দূরে পতিত হয়? সে নিজেও পতিত হয়, নিম্নস্থিত জীবকেও নষ্ট করে। তদ্রূপ তোমাশ্রিত শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়াকে তোমা বিয়োগী ক'র্‌লে নিশ্চয়ই তাঁরা জীবন ত্যাগ ক'র্‌বেন, সেই সময়ে তাঁদের বাক্যে আমাকেও নিরয়গামী হ'তে পারে। সেই জন্য ব'ল্‌ছি, যদি নিতান্তই সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ কর, তবে অগ্রে তোমার মাতা ও ভার্য্যার কাছে অনুমতি লয়ে এস, তাঁদের সম্মতি ভিন্ন আমি এ কার্য্য ক'র্‌তে সাহস ক'রছিনে। আমি শুনেছি, তোমার জ্যেষ্ঠ বিশ্বরূপ এই-

রূপ কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। মধ্যে আমিও নবদ্বীপে গিয়েছিলাম, তোমার সঙ্গে বিশেষ আলাপ হ'য়েছিল, দেবী শচীমাতা মনে ক'র্‌বেন, সেই নির্দ্দয় কেশবভারতীই আমার নিমাইকে প্রলোভন বাক্যে মোহিত ক'রে এই সর্ব্বনাশ ক'র্‌লে। আমি যে সেই পতি-পুত্র হীনা শচীমাতাকে চিরকালের জন্যে কাঁদাব, তা পার্‌ব না। আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা ক'র্‌ছিনে, তাঁদের যে কোন রূপে হ'ক সন্তুষ্ট ক'রে বিদায় লয়ে এস।

গীত।

শুনহে আমার ভারতী।
ভেবো না বঞ্চনা তোমায় করিছে এখন কেশব ভারতী॥
মাতৃহত্যা যদি না থাকে সাধ,
ত্বরা গিয়ে মাতার পদ ধ'রে সাধ, লও প্রসাদ,
ঘুচাও বিষ্ণুপ্রিয়ার বিষাদ;
একমাত্র তুমি সে রথে সারথি॥

গৌর। দেব! যত কথা আমাকে ব'ল্‌ছেন, সব যেন আমাকে পরীক্ষা ক'র্‌ছেন বোধ হ'চ্ছে। পূর্ব্বে ত ব'লেছি "কা কস্য পরিদেবনা।" তবে আর কালক্ষয় ক'র্‌ছেন কেন? যদি অন্য কোন অভিপ্রায় থাকে যে, আমাকে ধন্য ক'র্‌বেন না, বলুন, এখনি এই সুরধুনীর তীর নিকটবর্ত্তী, আপনার আশ্রমে আপনার সম্মুখে হরিবোল হরিবোল ব'লে প্রাণত্যাগ করি, আর এ পাপভারাক্রান্ত প্রাণকে কষ্ট দেবেন না (রোদন)।

গদাধর। না আর ক্ষান্ত হ'লেন না। ধন্য কেশবভারতী, যতদূর ব'ল্‌তে হয় ব'লেছেন। গৃহসংলগ্ন অগ্নি একবার প্রজ্বলিত হ'য়ে উঠ্‌লে আর তাকে নির্ব্বাণ করা বড় সুকঠিন। নিমাই নিশ্চয়ই দণ্ডধর হ'লেন। (রোদন)।

চন্দ্রশেখর। বিশ্বম্ভর! তবে নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হ'লে? নিশ্চয়ই নবদ্বীপকে অন্ধকার ক'র্‌লে? নিতান্তই মাতা শচীদেবীকে কাঁদালে? একে-

বারে বিষ্ণুপ্রিয়াকে পাথারে ভাসালে? সত্য সত্যই ভক্তবৃন্দকে নিরানন্দ সাগরে ডুবালে? হা নয়ন! শেষে তোকে এই দেখ্‌তে হবে? (রোদন)।

কে, ভা। আর রোদন ক'রে কি হবে? এখন বোধ হ'চ্ছে কৃষ্ণতে আর নিমাইতে এক হয়েছে, নতুবা এমন ভাব হ'চ্ছে কেন? কোন কথার ছলে যদি কৃষ্ণনাম হ'চ্ছে, দেখ্‌ছনা সেই সঙ্গে সঙ্গেই গৌরসুন্দরের অঙ্গে লোমহর্ষণ! এক্ষণে কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান কর। (গৌরের প্রতি) বৎস গৌরচন্দ্র! অদ্য রজনী অধিক হ'য়েছে, আগামী কল্য তোমাকে সন্ন্যাস ধর্ম্মের দীক্ষা দেব, এখন বিশ্রাম করগে। (সকলের প্রতি) তোমরা যথাসাধ্য যা যা প্রয়োজন, তা আয়োজন ক'র্‌বে, আজ আমরা সকলেই বিশ্রাম করিগে, নিমাই আমার কাছেই থাক্‌বেন, এস।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কাটোয়ার রাজপথ।

ও বিজরীর প্রবেশ।

মঞ্জরী। (বিজরীর সঙ্গে পথে চলিতে চলিতে) না লো না, তিন কুলে কেউ থাক্‌লে নাকি সে আবার এই যুবা বয়েসে সন্ন্যাসী হ'তে আসে! হয় তিন কুলে কেউ নাই, নয় খুন ক'রে ভো'ল ফিরুতে এসেছে, বাদ্‌সা টের পেলে শূলে দেবে; ও সব ডাকাত মানুগুরো চোরের কাণ্ড। যত বৈষ্ণব, যত সন্ন্যাসী, যত ব্রহ্মচারী দেখিস্, ও সব ভণ্ড; কেউ খুন ক'রে দেশান্তরী, কেউ ডাকাতি ক'রে ছদ্মবেশী, নইলে একটা সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীরও কি কথা খাটে না? বুজরুকি বা'র ক'র্‌তে যান, দুদিন পরেই সকল গুমোর ফাঁক্ এই বদ্দিনাথের পাণ্ডারা গুণে গুণে সব বলে, সে সব বাইরে

হ'তে আগে শুধিয়ে আসে, প্রথমে কিছু চাইনে ব'লে, শেষে ঘট্‌টে বাট্‌টে নিয়েও সবেন। মুখে আগুন তাদের, পোড়ার মুখোদের কাণ্ড ভাণ্ড দেখে আমার ত ভাই ঘেন্না ধ'রে গেছে। কে সন্ন্যাসী হ'তে এসেছে, তার আর কি দেখ্‌বো! তোর যেতে ইচ্ছে হয়, ভারতী ঠাকুরের আখ্‌ড়ায় যা, আমি ত ভাই যাব না।

বিজরী। ওলো মঞ্জরি! সাধু নিন্দে ক'র্‌তে নেই, যে যেমনই হ'ক্ না কেন, সাধুর পথে ত দাঁড়িয়েছে, লোককে সৎকর্ম্ম ক'র্‌তেই তারা পরামর্শ দেয়, কৈ বৈষ্ণবে কি সন্ন্যাসীতে ত কাউকে বলে না তুমি চুরি কর, ডাকাতি কর; তারা মন্দ হ'ক্, লোকের তাতে হানি কি? কাপড় যত কালই হ'ক্, লজ্জা ত রাখ্‌বেই। শুন্‌লাম একটী নবদ্বীপের বামুনের ছেলে ভারতী ঠাকুরের কাছে সন্ন্যাসী হ'তে এসেছে, তার রূপে নাকি আখ্‌ড়াবাড়ী আলো ক'রেছে, মানুষের তেমন রূপ হয় না, যারা যারা দেখেছে, তারাই ঐ কথা ব'ল্‌ছে। ছেলেটি কেবল হরিবোল হরিবোল ব'ল্‌ছে আর কাঁদ্‌ছে। চল্ একবার দেখে আসি, বেশী দূর ত নয়, ঐ ভারতী ঠাকুরেরব আখ্‌ড়াবাড়ী দেখা যাচ্ছে, কি হ'চ্ছে দেখিগে চল্, কুলের কুলবধূ সব যাচ্ছে, আর আমরা গাঁর মেয়ে হ'য়ে যেতে পার্‌ব না? আস্‌বার সময় গঙ্গা নেয়ে আস্‌বো, চল্, রথ দেখাও হবে, কলা বেচাও হবে।

মঞ্জরী। নালো বিজরি! রথ দেখা কলা বেচা নয়, এ ঠিক ব্যাগারের পুণ্যে গঙ্গাস্নান।

বিজরী। যা বলিস্ ভাই তাই, এখন যাবি কি না বল্?

মঞ্জরী। চল্, তোর যখন এত প্রাণ কাঁদ্‌ছে, তখন একটু ডুব্ দিয়ে আস্‌বি চল্।

বিজরী। মুখে আগুন তোমার! রস টুকু ত খুব!

মঞ্জরী। হবে না কেন? আমার ত এ খয়রাৎখানা নয় যে, দিতে দিতে ফুরিয়ে যাবে।

বিজরী। ও মঞ্জরি! রস দিলে ফুরোয় না, কূয়োর জল যত টুকু

তোল, আবার ততটুকু জুগিয়ে থাকে, কুয়োর জল না তুল্লেই যেমন প'চে গন্ধ হয়, কিছুদিন পরে শুকিয়ে যায়, এও তেমনি।

মঞ্জরী। সেই জন্যেই বুঝি বিজরী মেঘের কোলে থেকেও ছড়িয়ে পড়ে!

বিজরী। ওলো! বিজরী হ'তে বরং মঞ্জরী বেশী। বিজরী ছড়িয়ে পড়ে বটে, যে ধ'র্‌তে যায় তাকেই পোড়ায়! মঞ্জরী ফুটে ছড়িয়ে প'ল্লে মৌমাছি, বোল্‌তা, ভ্রমর, ভিম্‌রুল, পিঁপ্‌ড়ে যে পায় সেই চুচুমুক মধু খেয়ে নেয়। মঞ্জরীর আর সে গুমোর সাজে না—এ থয়রাৎখানা নয়।

মঞ্জরী। ওলো! হাজার হ'ক্ মঞ্জরী তবু ডাল ছাড়া হয় না, কেউ ক'র্‌তেও পারে না, বিজরী যে মেঘ ছাড়া হ'য়ে একবারে অধঃপাতে যায়।

বিজরী। বুকের উপর ব'সে দাড়ী ওপ্‌ড়ান চেয়ে সে অনেক ভাল!

মঞ্জরী। তবে যে ব'ল্‌ছিলি মঞ্জরীর রস খুব, বিজরীর রস যে ছাপিয়ে প'ড়্‌ছে!

বিজরী। ওলো! ছাপিয়ে পড়ার সুখ কি? তোর মত আট্‌কা রসই সদাই টাট্‌কা!

মঞ্জরী। নে ভাই, আমারি হা'র, এখন চল্‌, কে সন্ন্যাসী হ'চ্ছে দেখিগে।

বিজরী। (পশ্চাতে দর্শন) ওলো ভারতী-ঠাকুর আখ্‌ড়ায় ছিলেন না, ঐ যে ক'টী লোকের সঙ্গে আস্‌ছেন, বোধ হ'চ্ছে প্রাতঃস্নান ক'র্‌তে গিয়েছিলেন, এখন আখ্‌ড়ায় যাচ্ছেন। ওলো! (গৌরকে দেখাইয়া) বোধ হ'চ্ছে এই ছেলেটী সন্ন্যাসী হ'তে এসেছে। (সকলের উপবেশন ও হরিধ্বনি)

মঞ্জরী। ঐ ছেলে সন্ন্যাসী হবে? না না, ও ছেলেয় কি সন্ন্যাসী হয়, ও কি দুঃখে সন্ন্যাসী হবে? ষাট! অমন ছেলে সন্ন্যাসী হ'লে ভাই, প্রাণে সবে না, অলক্ষণে কথা মুখে ব'লিস্‌নে, আপনার হ'ক্ আর পরের হ'ক্, ধর্ম্মকথা ব'ল্‌তে হয়, ও ছেলে ত নয়—ননীর পুতুল, রোদের তাত কি ওর গায়ে সয়? দেখছিস্‌নে গা ফেটে যেন রক্ত প'ড়্‌ছে! কার্ত্তিক যদি না কেউ দেখে থাকে, তবে এই নিশ্চয়ই কার্ত্তিক, এসে

দেখুক। (শ্রীচন্দ্রশেখরকে দেখাইয়া) বোধ হ'চ্ছে এই ছেলেটী সন্ন্যাসী হবে, এই ছেলেটীর ও কেউ হবে বুঝি, সন্ন্যাসী হ'চ্ছে ব'লে ছেলেটী কাতর হ'য়েছে, নতুবা ও সন্ন্যাসী হ'লে এত কাতর ভাব কেন? সন্ন্যাসীর যদি শোকই থাক্‌বে, সন্ন্যাসী হ'লেই কি আর না হ'লেই কি?

বিজরী। ও ভাই মকর। আমার বোধ হ'চ্ছে ঐ ছেলেটীই বটে, প্রেমে ও ভাব হ'লেও ত হ'তে পারে। ভাল জিজ্ঞাসা করি। (নিতাইকে) হাঁগা বাছা! সন্ন্যাসী হবে কে?

নিত্যানন্দ। (গৌরকে দেখাইয়া) ইনি সন্ন্যাসী হবেন।

মঞ্জরী। য়্যাঁ—য়্যাঁ! ওমা—ওমা! ঠাকুর কি ব'ল্লেন, এই ছেলে সন্ন্যাসী হবে? মকর ত তবে ঠিক ব'লেছে। ওমা কি হবে; এই ছেলে সন্ন্যাসী হবে! হ্যাঁগা! এর কি মা নাই, এ ছেলের কি বিয়ে হয়নি?

নিত্যানন্দ। মা আছেন, ভার্য্যাও আছেন, তাঁদের পথের কাঙ্গালিনী ক'রে এসেছেন।

মঞ্জরী। ওমা কি সর্ব্বনাশ! শুনে যে আমাদের প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে। (বিজরীর প্রতি) ও ভাই মকর! বোধ হ'চ্ছে এর মা বেঁচে নাই। আহা! যখন এই ছেলে তাকে মা ব'লে ডেকেছে, তখন সে কত সুখই পেয়েছে, এখন আবার তার দশা কি হ'চ্ছে কে জানে। বসন্তকালে গাছের নূতন পাতাগুলিতে কেমন শোভা হয়, আবার শীতের শেষে পাতাগুলি ঝ'রে প'ল্লে দেখ্‌তে কত বিশ্রী! আমার বোধ হয় এর মা ঠিক তাই হ'য়েছে। আহা! কি সাধন ক'রেই সেই ভাগ্যবতী এ ধন পেয়েছিল, আবার কি পাপ ক'রে সে হতভাগিনী এ ধনে বঞ্চিত হ'লো।

এর মা কি সাধনে—কোলে পেয়েছিল এ ধনে।
আবার কি পাপে এ মনস্তাপে সদা দহিছে জীবনে॥
রূপ হেরে জুড়ায় আঁখি, ইচ্ছা নয়ন সুঁপে রাখি,
(রূপের বালাই নিয়ে মরিগো মা,
একি কাঁচা সোণার গড়া পুতুল)
সদা মা হ'য়ে সঙ্গে থাকি, প'ড়েছি মায়াবন্ধনে॥

হ'য়ে আমরা কুলনারী, রেখে ঘরে যেতে নারি,
একে দেখে কে পর ভাবে যেন আপনারি,
এমন ছেলে যোগী হবে, ঘরে পরে কেবা সবে,
(ভেবে বুক ফেটে যায় গো)
হায় এ সোণার অঙ্গে ছাই মাখিবে,
করে দণ্ড কমণ্ডলু লবে, ধিক্ বিধাতার লিখনে ॥

গৌর। মা! তোমরা রোদন ক'চ্ছ কেন? আশীর্ব্বাদ কর, এ নরাধম যেন কৃষ্ণপদে স্থান পায়।

বিজরী। আহা! কি মিষ্টি কথা, এমন ছেলে এমন হ'লো! না, সংসার সব মিথ্যে, এই ছেলে যদি সন্ন্যাসী হয়, আমরা পোড়াকপালীরে কি সুখে ঘরকন্না ক'চ্ছি! ইচ্ছে হ'চ্ছে সব জলাঞ্জলি দিযে এই ছেলের সঙ্গে সঙ্গে যাই। আহা! এর যে কোমল অঙ্গ দেখ্‌ছি, কখনই কষ্ট সহ্য ক'র্‌তে পার্‌বে না, অল্পদিনের মধ্যেই প্রাণ হারাবে। আমরা যদি কাছে থাক্তে পাই, তা হ'লে নয় ক্ষুধার সময় ভিক্ষে ক'রে যা পাই এনে দেই, ঘামের সময় বাতাস করি, ঘুমবার সময় পাশে ব'সে থেকে চাঁদ-মুখখানি দেখি; আর যদি একবার এখনকার মত আবার মা ব'লে ডাকে, তা হ'লে সহস্র দুঃখ ভুলে গিয়ে আনন্দসাগরে ভাসি। আহা! (গৌরের প্রতি) এই বয়সে তোমার কি সন্ন্যাসী হওয়া উচিত? মাকে কাঁদান কি তোমার ভাল হ'য়েছে?

গৌর। মা! আর এ হতভাগ্য নিমাইকে ভর্ৎসনা ক'র্‌বেন না, এখন আশীর্ব্বাদ করুন যেন হরি আমাকে কৃপা করেন, হরিবোল হরিবোল ব'ল্‌তে ব'ল্‌তেই যেন দেহ পতন হয়।

বিজরী। হাঁ ভাই মকর! এ কোন্ নিমাই? আমি ভাই শুনেছি, নদেয় এক নিমাই আছেন, তিনি বড় পণ্ডিত, হরিনাম ক'রে মোসলমানকেও মুগ্ধ ক'র্‌ছেন, ইনি কি সেই নিমাই? (গৌরের প্রতি)

হ্যাঁ বাপ! তুমি যে নিমাইকে ভৎসনা ক'রো না ব'ল্লে, সে কোন্ নিমাই? নিমাই পণ্ডিত, যিনি হরিনামে ন'দে মাতিয়েছেন, যিনি জগাই মাধাইকে উদ্ধার ক'রেছেন, তুমি কি সেই নিমাই?

নিত্যানন্দ। হ্যাঁ মা! উনি সেই নিমাই, নতুবা নিমাই নাম আর কার আছে?

মঞ্জরী। তবে তোমার জগৎ ক্ষেপান রোগ আছে, ন'দে ক্ষেপিয়েছ, আবার আমাদের ক্ষেপালে। তা বাপ, তারা তোমাকে ছেড়েছে, আমরা ছাড়্‌বো না, এস আমাদের বাড়ীতে এস; আমাদের যেমন যোগাবে, তেমনি তোমাকে খাওয়াবো পরাবো, আর এক একবার তুমি মা ব'লে ডাক্‌বে তাই শুন্‌বো, এস।

গৌর। মাগো! আর না, দিন গেল, সন্ধ্যা এল, পার হ'তে হবে, রাত্রি হ'লে আর সে কাণ্ডারীকে পাব না। (নয়ন মুদ্রিত ক'রে) উঃ! কি ভয়ঙ্কর ভবসমুদ্র, কেমন ক'রে পার হব? কোথা, ভবার্ণবের কাণ্ডারী হরি কোথায়? পার কর, দীননাথ! পার কর! (রোদন)।

মঞ্জরী। ও ভাই বিজরি! এ ছেলে আর প্রবোধ মান্‌বে না, না হ'লে কি আর মার কথা শুন্‌তো না। কিন্তু আমিও আর দেখ্‌তে পার্‌ছিনে, চল্ ভাই, বাড়ী যাই। এখনও সহ্য হ'চ্ছে, এর পর যখন ঐ চাঁচর চুল চেঁচে ফেল্‌বে, গেরুয়া বসন প'র্‌বে, তখন কি আর সহ্য হবে? শেষে পাগল হ'য়ে শত্রু হাসাব! চল্।

বিজরী। ভাই! যেতে ব'ল্‌ছিনু, আমাদের আসাই ভাল হয়নি। ঘরে গিয়েই প্রাণ সুস্থ থাক্‌বে, তার বিশ্বাস কি? তখন দুদ্ দে ব'লে ঠাট্টা ক'রেছিলি, এখন মা হ'য়ে দুদ্ দিতে সাধ হয় কি না দেখ্। চল্ যাই, আর দেখ্‌তেও পাচ্ছিনে, এখান হ'তে যাওয়াই ভাল, চল্।

[উভয়ের প্রস্থান।

গৌর। (কেশব ভারতীকে) ঠাকুর! আর বিলম্ব কেন? দাসকে কৃপা করুন্।

কে, ভা। না আর বিলম্ব কি, এখন ক্ষৌরকার্য্য সমাধা কর।

গৌর। কৈ তবে নরসুন্দর কৈ? প্রাণ গদাধর! যদি আমার প্রতি তোমাদের দয়া থাকে, তবে নাপিত ডাক।

গদাধর। কি, আজ গৌরসুন্দর ঐ চাঁচর চুল মুণ্ডন ক'র্‌বেন, আমাকেই নরসুন্দরকে ডাক্‌তে হবে! ধিক্ গদাধরের বাক্‌শক্তিকে! উঃ কি ভয়ঙ্কর অনুমতি! সঙ্গে আসার কি এই ফল? প্রাণ যে যায়, তা প্রাণ যাক্ আর থাক্, আজ্ঞা ত লঙ্ঘন ক'র্‌তে পার্‌বো না, যাই। (কিঞ্চিৎ গমন) হাঁহে, এখানে কোন নরসুন্দর আছ?

(নাপিতের প্রবেশ)

নরসুন্দর। কেন মহাশয়! আমি একজন আছি, কে ক্ষেউরি হবেন?

গদাধর। নবদ্বীপচন্দ্র! এই ত নরসুন্দর এসেছে, যা কর্ত্তব্য করুন।

গৌর। (নাপিতের প্রতি) ভাই! আমাকে ক্ষেউরি ক'রে দেও।

নাপিত। (ক্ষণেক গৌর রূপ দেখিয়া) কই দাড়ি গোঁপ ত কিছুই নেই, নখ ফেল্‌বেন নাকি?

গৌর। না ভাই, সুদু নখ নয়, মস্তক মুণ্ডন ক'রে দিতে হবে।

নাপিত। কেন?

গৌর। আমি সন্ন্যাসী হব।

নাপিত। কি! সন্ন্যাসী হবেন? এই বয়সে? কি দুঃখে? আপনার বাড়ী কোথা? নামই বা কি? ব্রাহ্মণ দেখ্‌ছি। আপনার পিতার নাম কি মহাশয়?

গৌর। ভাই! আমার বাড়ী ছিল নবদ্বীপে, নাম নিমাই, আমার পিতার নাম ঠাকুর জগন্নাথ মিশ্র।

নাপিত। ও—বুঝেছি। যাক্ সে কথা যাক্। জিজ্ঞাসা করি, ক্ষেউরি না হ'লে কি সন্ন্যাসী হওয়া যায় না?

গৌর। না ভাই, ক্ষৌরকার্য্য সমাধা ক'রে গঙ্গাস্নানান্তে শুচি হ'য়ে দীক্ষা গ্রহণ ক'র্‌তে হবে।

নাপিত। তবে ত আমি ক্ষেউরি ক'র্‌তে পার্‌লাম না, আমি ক্ষেউরি

জানিনে, ক্ষৌরকার্য্য সমাধা না হ'লে যখন সন্ন্যাসী হ'তে পারা যায় না, তখন আমি ক্ষেউরি ক'র্‌তে পার্‌বো না, উত্তম উপায় হ'য়েছে, ক্ষেউরি ক'র্‌বো না।

গদাধর। নাপিত, ভাই প্রাণের বন্ধু! আজ যে তুই বড় বন্ধুর কার্য্য ক'র্‌লি, তুইই নাপিতকুলে সাধু? ধন্য তোকে ভাই! ধন্য তোর পিতা মাতাকে! আর বিলম্ব সহ্য হ'চ্ছে না, আয় একবার তোর ঐ গৌরপ্রেমপূর্ণ দেহকে আলিঙ্গন ক'রে তাপিত দেহকে শীতল করি। আয়, ভাই আয়। (আলিঙ্গন)।

নাপিত। ঠাকুর! আমি নরাধম, অতি অপবিত্র জাতি, আমাকে আলিঙ্গন ক'রে আমার পিতৃপুরুষদের পর্য্যন্ত উদ্ধার ক'র্‌লেন। আমার এখন বোধ হ'চ্ছে আর আমি ধরাধামে নাই, চতুর্ভুজময় পুরে বাস ক'র্‌ছি, নিজেও যেন চতুর্ভুজ হ'যেছি। আপনার অঙ্গ আমার অঙ্গে দিয়েছেন, বোধ হ'চ্ছে এ যেন আমারি অঙ্গ, আমার দুই হস্ত আর আপনার দুই হস্ত, দেখুন দেখি চতুর্ভুজ হ'লেম কি না, ঠাকুর! যদি দাসের প্রতি কৃপা ক'ল্লেন, তবে কিঞ্চিৎ পদরজ প্রদান করুন, আমি মস্তকে ধারণ ক'রে জন্ম সফল করি। (পদ-রজ গ্রহণ) আঃ—আজ আমি কি ধন পেলাম! নিত্য নিত্য অপকৃষ্ট অস্পৃশ্য জাতির পদধাবণ ও নখচ্ছেদন ক'রে দিনপাত করি, আজ কি পুণ্যফলে এ ধন পেলাম? দেহ যেন শীতল হ'লো, আর ঐ ছেলেটীর রূপ দেখে (গৌরকে দর্শনে) নয়ন জুড়ালো। কিন্তু এমন সোণার চাঁদ সন্ন্যাসী হবে শুনে দুঃখানলে প্রাণ জ্ব'লে যাচ্ছে। তাইতে ব'ল্‌ছি ক্ষেউরি ক'র্‌তে পার্‌বো না, যে দু-পয়সা পেতাম, তাতে আমার কাজ নাই; অধিক কি, ক্ষেউরি জান্‌লে ত ক্ষেউরি ক'র্‌বো।

গৌর। নরসুন্দর! তুমি আর কেন আমাকে যাতনা দেও, শীঘ্র ক্ষেউরি ক'রে দিয়ে আমাকে বন্ধন হ'তে মুক্ত কর। একে গঙ্গাতীর, তাতে কেশব-ভারতীর আশ্রম, এখানে কি মিথ্যা কথা বলা উচিত।

নাপিত। মিথ্যা কথা কিসে ব'ল্লেম?

গৌর। ক্ষেউরি জানিনে ব'ল্লে নাপিতের ছেলে ক্ষেউরী ভো.ল, এ কি সম্ভব? এক দিন নয় দু'দিন নয়—নিত্য ব্যবসা।

নাপিত। সম্ভব নয় কিসে? তোমার রূপ দেখে যখন আমার মন, প্রাণ ভুলে গেল, তখন আমি ক্ষেউরি ভুল্‌তে পারিনে? বলি, মন প্রাণ হ'তে ত ক্ষেউরি আগের নয়, যখন প্রাণ ভুলেছি তখন আর ক্ষেউরি ভুল্‌তে পারিনে? সত্য ব'ল্‌ছি ভুলেছি, সব ভুলেছি, শুদ্ধ ক্ষেউরি কেন, তোমাকে দেখে পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু সব ভুলেছি, ইচ্ছে হ'চ্ছে তোমার কাছে থাকি, তাহ'লেই সব পাব। কিন্তু প্রাণ থাক্‌তে ক্ষেউরি ক'র্‌তে পার্‌বো না।

গীত।

ক্ষৌর করিতে গৌর পারবো না আমি।
এতে যে দণ্ড দিতে হয় দেন ভারতী গোস্বামী॥
কেমনে ধ'রিয়ে ক্ষুর, মুড়াব চাঁচর চিকুর,
তাই ব'লগো ঠাকুর,
প্রাণ যে আমার কেমন করে জানেন হরি অন্তর্যামী॥

গৌর। (স্বগত) হায়! কালধর্ম্মানুসারে সৎপথে যেতেও কি এত কণ্টক! এ নাপিত যেরূপ মোহিত হ'য়েছে, আমাকে স্পর্শ না ক'রে এর ভ্রান্তি যাবে না দেখ্‌ছি। তাই করি। (প্রকাশ্যে) ভাই নরসুন্দর! তুমি নরসুন্দর হ'য়ে নরাধমের ন্যায় ভ্রান্তিকে হৃদয়ে স্থান দিচ্ছো কেন? ভাল আমার মস্তক এখন মুণ্ডন ক'র্‌তে যদি তোমার ইচ্ছ'ই না হয়, আমার পদের নখচ্ছেদন ক'রে দেও।

নাপিত। (কেশব ভারতীর প্রতি) ভারতী ঠাকুর! নখ ফেলে দিলে ত সন্ন্যাসী হবার যো ক'রে দেওয়া হবে না? কেন না, আমি দেখ্‌ছি, অনেকেই অশৌচ কামানের সময় কেবল নখ চেঁচেই শুদ্ধ হয়,

চুলের দিকে ক্ষুর নিয়ে যেতে দেয় না, তাতেও তারা শুদ্ধ হয়।

গদাধর। ওহে নরসুন্দর! ও অশৌচান্তে ক্ষৌরের কথা ব'লছো কি? যেরূপ কাল, এখন অনেক পাপাত্মা প্রয়াগধামে গিয়েও মাথা মুড়োয় না; তারা শাস্ত্রই না জানুক, এ ভাষা কথাও কি শোনে নাই, যে "পৈরাগে মুড়িয়ে মাথা, ম'রগে পাপী যথা তথা" ? সে পাপাত্মাদের সঙ্গে আর প্রহাপ্রভুর সঙ্গে তুলা ক'রো না, কি মনেও ভেবো না। তোমার বড় সৌভাগ্য, কোটি জন্ম সাধন ক'রে যোগিগণ যাঁর চরণ ধারণ ক'র্‌তে পান্ না, আজ তিনি ব্যাকুল হ'য়ে, এমন কি পদ ধ'র্‌লে হয় এই অভিপ্রায়ে, তোমাকে স্বীয় পদের নখচ্ছেদন ক'রে দিতে ব'ল্‌ছেন। নাপিত হে! আর বিলম্ব ক'রো না, ক্ষণভঙ্গুর দেহের উপর বিশ্বাস নাই, প্রতি নিশ্বাসে আশঙ্কা, ঐ পদ ধারণ ক'রে যা ক'র্‌তে হয় কর। আর আমার একটী কথা রেখো, কার্য্য সাধনের পর তোমার পবিত্র কর এক একবার আমাদের মস্তকে দিও। কণ্টকপুরী মধ্যে তুমিই ধন্য!

নাপিত। বটে! এমন! ভাল দেখি দেখি পায়ে কি আছে। (দ্রুত গমন, পদ ধারণ ক'রে দর্শনান্তে) এ কি! এ কি! এ কি চাঁদ! দিনের বেলায় চাঁদ! কত চাঁদ, কোটী কোটী,এ ত গণা যায় না, এতদিনে চাঁদ ধ'রেছি,অনেক আছে, কত নেব, সকলকেই দেই। ও কাটোয়াবাসী, কে কোথায় আছিস্ শীঘ্র আয়, চাঁদ নিবি ত শীঘ্র আয়।

গীত।

তোরা চাঁদ নিবি ত আয়।
(চাঁদ দেও ব'লে কত খোট্ ক'রেছিস্)
(বাপের কাছে কত খোট্ করেছিস্)
আজ বাপে কত চাঁদ এনেছে, চাঁদের ছড়াছড়ি কাঁটোয়ায়॥
কলঙ্কী বই অকলঙ্কী চাঁদ দেখেছিস্ কোথায়,
কোটী কোটী অকলঙ্ক চাঁদের উদয় হেথায়,

(কত চাঁদ ধ'রেছে) (তরুতে কত চাঁদ ধ'রেছে)
(চাঁদের কল্পতরুতে কত চাঁদ ধ'রেছে)
আজ যার যত সাধ, নে তত চাঁদ,
(আঁধার যদি ঘুচাবি ত্বরায়) (মনের আঁধার যদি ঘুচাবি ত্বরায়)॥
শচীগর্ভ ক্ষীর সিন্ধু, তা হ'তে উঠেছে ইন্দু,
ক্ষয় নাই তার এক বিন্দু, সমান জ্যোতি ধরায়,
(চাঁদকে বলিহারি) (পদ্মফোটার চাঁদকে বলিহারি)
(হৃদ্‌পদ্মফোটার চাঁদকে বলিহারি)
আজ রবির দর্প দূরে গেল সপরিবারেতে পলায়,
(সুধু রবি নয়) রবিসুত আদি সকলে পলায় ॥
সন্ন্যাস অস্তাচলে, এখনি চাঁদ যাবে চ'লে,
পুনঃ এ অঞ্চলে আর হবে নারে উদয,
(চাঁদ চ'লে প'ড়েছে) (সন্ন্যাস অস্তাচলের দিকে চাঁদ চ'লে প'ড়েছে)
আর ক্ষণেক পরে আঁধার ক'বে চাঁদ চ'লে যাবেরে হায়
(সুধা কোথা পাবি) (প্রেম সুধা কোথা পাবি)
চাঁদ চ'লে যাবেরে হায় ॥

গৌর। ওহে নরসুন্দর! আর বিলম্ব ক'র্‌ছো কেন? নখচ্ছেদন ক'র্‌তে গিয়ে যে পা ধ'রেই থাক্‌লে, শীঘ্র সমাধা কর।

নাপিত। আমার কাজ ত আমি ক'রেছি যা পাবার নয় তা গ্রহণ ক'রেছি, যোগেন্দ্রারাধ্য পদ ধ'রেছি। আবার আমার কাজ! আমার কাজের কি এখনও শেষ হয়নি? আবার যে কাজ ক'র্‌তে ব'ল্‌ছেন, কি কাজ ক'র্‌বো? ও পদ ধ'রে আবার কি আমাকে সামান্য জীবের পদ ধারণ ক'রে ক্ষেউরি ক'র্ত্তে হবে? না'দয় চাঁদ! রাহু-চণ্ডালে চাঁদকে গ্রাস ক'রে আবার ত্যাগ করে,

এ নাপিত চণ্ডাল ত আর এ চাঁদ ছাড়্বে না, তোমাকে চির রাহুগ্রস্ত হ'য়ে থাকৃতে হবে।

গদাধর। ধন্য নাপিত! ধন্য তোর ভাগ্য! নাপিতরে! সব সুধা পান করিস্‌নে, আমাদেরও একটু প্রসাদ দিস্। হরি বল, হরি বল।

গৌর। ভাই নরসুন্দর! তোমার ভক্তি শ্রদ্ধাতে আজ আমি যার পর নাই তুষ্ট হ'লাম, আর তোমাকে এ নাপিতের ব্যবসা ক'র্‌তে হবে না, অন্তিমে বৈকুণ্ঠধামে গমন ক'র্‌বে। তোমার বংশাবলীকেও আর এ ব্যবসা ক'র্‌তে হবে না, মোদকের ব্যবসা অবলম্বন ক'রে কালক্ষয় ক'র্‌বে। আজ হ'তে তোমার বংশের নাম মধুনাপিত হ'লো, এক্ষণে তোমার বুঝিতেও আর কিছু বাকি নাই, আমাকে ক্ষৌর ক'রে দেও।

নাপিত। আসুন তবে, ঐ বৃক্ষমূলে ব'সে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা করিগে।

গৌর। চল।

[কেশব ভারতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কে, ভা। (স্বগত) এ ছেলেটীর আকার প্রকার দেখে ত সামান্য মানব ব'লে বোধ হয় না। জাগ্রতাবস্থাতেই যেন স্বপ্নের ন্যায় দেখ্‌ছি! কখন নিমাইকে যেন দ্বিভুজ মুরলীধর কৃষ্ণ ব'লেই বোধ হ'চ্ছে, কখন বোধ হ'চ্ছে যেন শ্রীমতী রাধিকা সখী সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছেন, সঙ্গী ক-জনকে সখী ব'লেই বোধ হ'চ্ছে। একবার যেন দেখ্‌ছি, রাধাকৃষ্ণ একাঙ্গ, আবার ঐ অবধূতকে বোধ হ'চ্ছে যেন বলাই মধুপানে মত্ত হ'য়ে ঢ'লে প'ড়্‌ছে। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! অন্ধকার মধ্যে যেন বিদ্যুতের আলো, দেখ্‌বামাত্র আর নাই, আবার ঘোর অন্ধকার! আমিও মধ্যে মধ্যে সেইরূপ দেখ্‌ছি, তখনি আবার ভ্রমান্ধকারে আচ্ছন্ন হ'চ্ছি, ভাব ত বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে। একি কেউ আমাকে ছলনা ক'র্‌তে এসেছেন? গত কল্য এঁদের আস্‌বার পূর্ব্বক্ষণেই হৃদ্‌পদ্মে রাধাকৃষ্ণ রূপ স্পষ্টরূপে দেখ্‌লাম, এখন আর তা নাই। দেখ্‌লাম নাপিত ঐ নিমায়ের পদ ধারণ ক'রে কেঁদে আকুল হ'লো; যে সব কথা ব'ল্লে, তাতে বোধ হ'চ্ছে নাপিত যেন সেই পূর্ণব্রহ্মসনাতন হরিকে

লাভ ক'রেছে। নিমাই নাপিতকে স্পষ্ট ব'ল্লেন বৈকুণ্ঠে স্থান পাবে। হরি ভিন্ন বৈকুণ্ঠে স্থান দিতে কে পারে? ভূমিশূন্য রাজায় কি ব্রহ্মোত্তর দান ক'র্‌তে পারে, না পর রাজ্যের ভূমি কেউ পরকে দিতে পারে? ইনি বৈকুণ্ঠাধিকারী, তাতে সন্দেহ নাই। ভাল দেখা যাক্, কতক্ষণ লুকিয়ে থাক্‌বেন. পেয়েছি যখন, ছাড়্‌ব না। ক্ষৌর কার্য্য সমাধার পর একেবারে গঙ্গাস্নান ক'রেই আস্‌বেন, আমি অপেক্ষা করি। (ক্ষণেক চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ)।

(গৌর সঙ্গে সকলের প্রবেশ)

গৌর। (কেশব ভারতীর প্রতি করযোড়ে) কৃপাময়! গুরো! এই ত ক্ষৌর কার্য্য সমাধান্তে গঙ্গাস্নান ক'রে এলাম, আর বিলম্ব কি? কৃতার্থ করুন।

কে, ভা। কাকে কে কৃতার্থ ক'র্‌বে? হাঁহে! কাকে কে কৃতার্থ ক'র্‌বে? তুমিই জগৎকে কৃতার্থ ক'র্‌তে এসেছ, তা কি আমি জান্তে পারি নাই? তুমি আবার কার কাছে মন্ত্র গ্রহণ ক'র্‌বে? আর কার মন্ত্র কাকে দেব? তোমার মন্ত্র আমরা জপ ক'রে তোমাকে পেয়েছি, আজ কি তা ফিরিয়ে নিতে চাও? তবে এরূপ ব্যবহারও আছে। সকলের সকল বস্তু থাকে না, ধনিলোকেরই সমস্ত দ্রব্যাদির আয়োজন থাকে; গ্রামের মধ্যে কাহারও কোন ক্রিয়া উপস্থিত হ'লে যার যা অভাব থাকে, ধনিলোকের নিকট হ'তে সে সকল প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রহণ ক'রে, কার্য্যান্তে আবার প্রত্যর্পণ করে, দিতে বিলম্ব ক'র্‌লে ধনিব্যক্তি যত্ন ক'রে সে সব হস্তগত করেন। তা আমার যা অভাব ছিল, তা গুরুদেবের নিকট হ'তে ল'য়েছি. তিনি ব'লেছেন কার্য্য সমাধান্তে শ্রীহরির শ্রীচরণে এ ধন অর্পণ ক'রো; এ তাঁরি বস্তু; আমার কার্য্যের জন্য লয়েছিলাম, আবার "তোমাকে দিচ্ছি, তুমি তাঁকে দিও। তা আমার কার্য্য সমাধা না হ'তেই আমার ধন আমাকে দেও ব'লে অস্থির হ'য়েছ কেন? দিতে বিলম্ব হ'য়েছে ব'লে? ভয় নাই, তোমাকে ফাঁকি দিয়ে ত আর পালাতে পার্‌বো না, যখন সুযোগ পাবে, তখনি জোর ক'রে আদায় ক'রো। আর যদি বল, তোমার

কার্য্য সমাধা হ'য়েছে, তা হ'লে আর আমি তা চাইনে; এখনি তোমার ধন তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। যদি বল ছল ক'র্‌ছি; সে ছল কে ক'র্‌ছে, আমি না তুমি? আর তুমি কতবার ছলনা ক'র্‌বে? তুমিই পবিত্র হবে ব'লে ছল ক'র্‌ছো। কি দিয়ে তোমাকে পবিত্র ক'র্‌বো? এক গঙ্গাজল, তা তোমার পদ হ'তে উদ্ভব। যার পা ধোয়া জল তারই মাথায় দিলে কি পবিত্র হয়? এক মন্ত্র, তা তোমারি নাম, এত ভাব কেন? আর বঞ্চনা ক'রো না। তবে এ কথা ব'ল্‌তে পার, অগ্নিতে অগ্নি মিশালে অগ্নির জোর হয়, জলে জল মিশালে জলরাশি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তা সমুদ্রেতে সহস্র সহস্র নদ নদী প'ড়্‌ছে, তাতে তার হ্রাস বৃদ্ধি কি? বাড়বানলে অগ্নিরাশি মিশাইলেই বা তার কি আধিক্য হবে? সব জেনেছি, এখন কি মন্ত্রণা ক'রে এ ছলনা ক'র্‌তে এসেছ বল?

এলে কি মন্ত্রণা করি।

মন্ত্র লইতে, মন ছলিতে,

কার মন্ত্র কাকে দিব হে গৌর হরি ॥

হরি সন্ন্যাসী সাজিবে, হরি হরিকে ভজিবে,

ক্ষুদ্র জীবে কি বুঝিবে, তোমার এ চাতুরী ॥

গৌর। দেব ভারতি! আপনি আমার গুরু, শিষ্যকে এরূপ বলা কি উচিত? এতে শিষ্যের দুরদৃষ্ট জন্মাতে পারে। আমি নরাধম পামর, আমাকে কৃপা করুন্, আর বিলম্ব সহ্য হ'চ্ছে না।

কে, ভা। কে কার গুরু? তোমার গুরু আমি? না আমার গুরু তুমি? তুমি যে জগৎগুরু, গোপন ক'রে কত রাখ্‌বে? তুমি কি গোপনে থাক্‌বার, তাই গোপনে থাক্‌বে? গন্ধকে কি কেউ লুকিয়ে রাখ্‌তে পারে? হাঁ তবে বায়ুবদ্ধ স্থানে রাখ্‌লে গন্ধ চালিত হয় না, তেমনি তোমার মায়ারূপ বায়ুকে দূর না ক'র্‌তে পার্‌লে ত তুমি গোপনে থাক্তে পার না, আমি চিনেছি।

জয় শচীনন্দন, জনগণবন্দন, হরিপ্রেমমন্থনকারিন্ ।
কীর্ত্তনপ্রচারক, যমভয়বারক, নরাধম-নারকহারিন্ ॥
গতিহীনপাবন, প্রভো মধুসূদন, ভক্তজন-জীবনাধার ।
জয়তি বিশ্বম্ভর, নবদ্বীপ সুন্দর, কুরু ভবসাগর পার ॥

শ্রীনিবাস-অঙ্গন, নর্ত্তনপরায়ণ, নরেশ নারায়ণ গৌর !
ত্বং দেব পুরন্দর, পিতামহ শঙ্কর, গণেশ নিশাকর সৌর ॥
খল-বল-ভঞ্জন, ত্রিজগত-রঞ্জন, বোধ-নয়নাঞ্জন-সার ।
জয়তি বিশ্বম্ভর, নবদ্বীপ-সুন্দর, কুরু ভবসাগর পার ॥

জয় জগদীশ্বর, গোপাল গদাধর, পুরুষ পীতাম্বরধারিন্ ।
রঘুপতি রাঘব, যদুপতি যাদব, জীব-ক্লেশ-লাঘবকারিন্ ॥
মুরাসুরমর্দ্দন, সুরাসুরবন্দন, শোভিতাঙ্গচন্দন হার ।
জয়তি বিশ্বম্ভর, নবদ্বীপ-সুন্দর, কুরু ভবসাগর পার ॥

জলস্থল পাবক, ব্যোমাদি ভূতাত্মক, তবাশ্রিত ত্র্যম্বক বিষ্ণু ।
নমো নমো মাধব, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কেশব, ত্বং হি ভব বৈভব জিষ্ণু ॥
গোলোক-সুধাকর, অহমতি পামর, মম দুঃখ-ভার বিদার ।
জয়তি বিশ্বম্ভর, নবদ্বীপ-সুন্দর, কুরু ভবসাগর পার ॥

গৌর। (করযোড়ে) গুরো ! আর কেন, আপনার অজানিত কি আছে ? দ্বাপরে গর্গরূপে অবতীর্ণ হ'য়ে আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন, আজ কেন এত তর্ক বিতর্ক ক'র্‌ছেন ? আর বিলম্ব ক'র্‌বেন না, দাসকে কৃতার্থ করুন ।

কে, ভা। বটে ! নিতান্তই সন্ন্যাসী হবে ? বুঝ্‌লাম, এ স্থানের নাম যে কণ্টকপুর তা আজ হ'তে প্রসিদ্ধ হ'লো, এ শচীমাতার কণ্টক, বিষ্ণুপ্রিয়ার কণ্টক, গৌরভক্তবৃন্দের কণ্টক, আবার আমিও তাঁদের

এক কণ্টক। আমি কণ্টক ব'লেই বুঝি বিধাতা আমাকে কণ্টকপুরে রেখেছেন। একটি কথা বলি, কণ্টক প্রায় পদেই প্রবেশ করে, তাতে যন্ত্রণাই হয়; কণ্টকবিদ্ধ ব্যক্তি কষ্ট স্বীকার ক'রেও সে কণ্টককে দূর করে; কিন্তু এ কণ্টক পদে প্রবেশ ক'র্‌ছে, যেন পরিত্যাগ ক'রোনা। কেবল এই স্থান আর আমিই যে ঐ পদে কণ্টক তা নয়, জগৎ ঐ পদের কণ্টক, সকলেই শ্রীপদে প্রবেশ ক'রতে প্রার্থনা করে। স্বভাবের গতি অনুসারে আমিও প্রবেশ ক'র্‌তে যাচ্ছি, দেখো যেন যন্ত্রণা পেয়ে ত্যাগ ক'রো না।

গৌর। প্রভো! আপনার সন্দেহ কি যাচ্ছে না? এ কি কালধর্ম্ম ব'লে? এ কণ্টক পদে প্রবেশ ক'র্‌বে কেন? চড়ক পূজায় যেমন সন্ন্যাসিগণ কপালে কণ্টক বিদ্ধ ক'রে দীপ ধারণ পূর্ব্বক শিব-ব্রতের নিয়ম পালন করে, আমিও তদ্রূপ ঐ কণ্টক মস্তকে ধারণ ক'রে জ্ঞান-দীপ প্রজ্বলন পূর্ব্বক শিব-ব্রত উপার্জ্জন ক'র্‌বো। এক্ষণে মন্ত্র দানে আমাকে পবিত্র ক'রুন্।

কে, ভা। কি মন্ত্র দেব, আমি যে কিছুই স্থির ক'র্‌তে পাচ্ছিনে।

গৌর। দেব! চিন্তা ক'র্‌ছেন কেন, আপনাকে আমি ব'লে দেই, সেই মন্ত্র আমাকে দেন।

কে, ভা। হাঁ! এই উত্তম পরামর্শ, অগ্রে তোমা কর্তৃক আমি উদ্ধার হই, তার পর অন্য কথা। নিজে অশুচি হ'লে কেউ কি পরকে শুচি ক'র্‌তে পারে? আগে আমাকে পবিত্র কর।

গৌর। আসুন। (চুপে চুপে কেশব ভারতীর কর্ণে মন্ত্র বলিয়া দেওন)।

কে, ভা। আজ ধন্য হ'লাম! ধন্য হ'লাম! কোটী কোটী বৎসর সাধন ক'রে যে ধনকে ধ্যানযোগে হৃদয় মধ্যে আন্‌তে পারা যায় না, সেই ধন আমার কর্ণমূলে মন্ত্র দান ক'র্‌লেন! আমার তুল্য ভাগ্যবান্ আর কে আছে? হে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলবাসিগণ! তোমরা আজ কেশবভারতীর সৌভাগ্য দর্শন কর, আর বদন ভোরে কেবল হরিবোল হরিবোল বল। (গৌরের প্রতি) গৌর চন্দ্র! তবে আর কি? এস তোমাকে মন্ত্র দান করি। (গৌর-চন্দ্রের দক্ষিণ কর্ণে মন্ত্র প্রদান, সকলের হরিধ্বনি) ভাই সব! দেখ

তোমাদেরই উপদেশ দিবার জন্যে আজ বিশ্বম্ভর সন্ন্যাসী হ'লেন, নতুবা আপন কার্য্য সাধন জন্য নয়। যে নিজেই পূর্ণব্রহ্মসনাতন, সে আর কার উপাসনা ক'র্‌বে? জীব সব! দেখ এইরূপে হরির দাস হ'তে হয়।

গৌর। ভাই সব আর কেন!

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

হরি বল, হরি বল, হরি বল, দিন গেল, হরি বল, হরি বল। (সকলের হরিধ্বনি) (কেশব ভারতীর প্রতি) গুরো! চ'ল্লেম, বৃন্দাবনে চ'ল্লেম, যদি আপনার কৃপায় রাধাকৃষ্ণের চরণযুগল পাই।

কে, ভা। তোমার যেথানে ইচ্ছা সেই খানেই চল, আমিও তোমার পশ্চাদ্‌-বর্ত্তী; তবে প্রার্থনা, আর যেন তোমাধনে বঞ্চিত না হ'তে হয়।

নিত্যানন্দ। প্রভো! এখন আমরা ভাই নিমাইকে কি ব'লে ডাক্‌বো, একটী নাম রক্ষা ক'রুন্।

কে, ভা। দেব নিত্যানন্দ! আমি আর কি নাম রক্ষা ক'র্‌বো, মহাদেব যাঁর সহস্র নাম রক্ষা ক'রেছেন, তা ছাড়া আর কি নাম আছে যে রক্ষা ক'র্‌বো? তবে গৌরচন্দ্র যেমন আমাকে মন্ত্র ব'লে দিয়ে মন্ত্র গ্রহণ ক'র্‌লেন, তেম্‌নি যদি কৃপা ক'রে নাম ব'লে দেন, আমি রক্ষা ক'র্‌তে পারি, বিশেষ আমার বোধশক্তি রহিত হ'য়ে গিয়েছে, সন্ন্যাসের পূর্ব্বে গৌররূপে মোহিত হ'য়েছিলাম, আবার এই নব যতির জ্যোতি দেখে বুদ্ধি লোপ হ'য়ে গিয়েছে, চিন্তা ক'রেই যে নাম রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বো তাও তো বিশ্বাস হ'চ্ছে না, ভাল দেখি! (নয়ন মুদিত ক'রে চিন্তা) না, পাল্লেম না, এই নব সন্ন্যাসীর রূপ ভিন্ন মন আর কিছুই ভাব্‌তে চায় না, স্বয়ং নাম রক্ষা ক'র্‌তে পাল্লেম না!

(দৈববাণী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য)।

দেব নিত্যানন্দ! হ'য়েছে, যাঁর নাম তিনিই রক্ষা ক'রেছেন, ঐ

শোন দৈববাণী হ'লো, "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য"। তবে আজ হ'তে ঐ নূতন সন্ন্যাসীর নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হ'লো।

নিত্যানন্দ। যে আজ্ঞা, আজ হ'তে আমরা গৌরকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ব'লেই ডাক্‌বো। (গৌরের প্রতি) চল শ্রীকৃষ্ণচৈত‍ন্য! বৃন্দাবনে চল।

গৌর। দাদা নিতাই! কই বৃন্দাবন আর কতদূর? আমাকে বৃন্দাবন দেখাও দাদা! তোমার পায়ে ধরি, বৃন্দাবন দেখাও, এস, এস, এস।

[বেগে প্রস্থান।

নিত্যানন্দ। দেব চন্দ্রশেখরাচার্য্য! আমরা চ'ল্লেম, আপনি শীঘ্র নবদ্বীপে গমন ক'রুন্। অদ্বৈতাচার্য্য, হরিদাস, শ্রীনিবাস, শ্রীধরাদি ভক্তবৃন্দকে ও শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়াকে বলুনগে যে, নিমাইচাঁদ সন্ন্যাসী হ'য়ে বৃন্দাবন যাই ব'লে কেশবভারতীর আশ্রম হ'তে চ'লে গিয়েছে। তবে নিত্যানন্দের ইচ্ছা আছে যে, একবার ভক্তবৃন্দের সঙ্গে গৌরের মিলন করাবেন। আমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে ল'য়ে শান্তিপুরে চ'ল্লেম, তুমি শচীমাতাকে ও আর আর ভক্তবৃন্দকে ল'য়ে শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্য ভবনে যেও, তা হ'লেই আমাদের সহিত সাক্ষাৎ হবে। আর একটী কথা শোন, যেন পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া পতিশোকে ব্যাকুলা হ'য়ে তোমাদের সঙ্গে না যান, তাঁকে নবদ্বীপেই রেখে যেও। তার কারণ, গৌর এখন সন্ন্যাসী হ'য়েছেন, পত্নীর মুখ ত আর দেখ্‌বেন না। যাও শীঘ্র নবদ্বীপে যাও।

গীত।

ত্বরা যাও নদীয়ায়।
আর কিসের জন্য মুগ্ধ হওহে মায়ায়॥
বলগে সব প্রকাশি, শুনিবে নদীয়াবাসী,
গৌর হ'য়েছেন সন্ন্যাসী, সেই কাটোয়ায়॥
নিতাই তার সঙ্গে আছে, ফিরিতেছে পাছে পাছে,

গৌর কৃষ্ণপ্রেম যাচে, কভু হরি ব'লে নাচে,
গিয়ে যার তার কাছে, কৃষ্ণপ্রেম চায় ॥

নিত্যানন্দ। আমি চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

চন্দ্রশেখর। হায়! আমি কি অভাজন, নিমাই সকলকেই সঙ্গে ল'য়ে গেলেন, কেবল আমিই তাঁর পক্ষে ত্যাজ্য হ'লেম! আমাকেই কি না সেই গৌর-শূন্য নবদ্বীপে গমন ক'রে হরিভক্তগণের, 'হা ভক্তবৎসল হরে! হা পাষণ্ড উদ্ধার-কারিন্! কোথায় গেলে?' আর শচী মাতার 'হা পুত্র, হা জীবন সর্ব্বস্ব বাপ্ নিমাই! মাকে ছেড়ে কোথায় আছ?' ইত্যাদি শোকপূর্ণ শব্দ শ্রবণ ক'র্‌তে হবে? আমার রসনা হরিগুণ গানে বিরত হ'য়ে গৌরসন্ন্যাস বৃত্তান্ত ব'ল্‌বে, আমার নয়ন প্রেমাশ্রুতে বঞ্চিত হবে, নবদ্বীপ ধাম শোকাশ্রুতে পরিপূর্ণ হবে, যে ধামে গৌরাঙ্গ-কণ্ঠ-নির্গত হরি সংকীর্ত্তন শ্রবণ ক'রে শ্রবণমন্দিরকে পরিতৃপ্ত ক'রেছি, সেই ধামে আবার গৌর-বিরহজনিত বিলাপ স্বর শ্রবণ ক'রে শ্রবণকে তাপিত ক'র্‌বো! না, নবদ্বীপে যাবো না, নবদ্বীপ কি আছে? ডুবেছে, নিশ্চয় ডুবেছে, শোকসাগরে ডুবেছে, নয় গঙ্গাগর্ভে নবদ্বীপ প্রবেশ ক'রেছে। যদি তা হ'য়ে থাকে, সেও শোকসাগরে ডোবা, কেন না গঙ্গাও ত পিতৃশোকে একান্ত কাতরা হবার সম্ভাবনা; তবে গঙ্গাজল শোকময়। ভক্তবৃন্দের শোকাশ্রুতে নবদ্বীপ পূর্ণ, তাতে আবার শচীদেবীর ও বিষ্ণুপ্রিয়ার নয়ন জল, আর শোকসাগর কাকে বলে? গৌরবিরহ জন্য কে না কাতর হবে? গৌরের এই চব্বিশ বৎসর বয়ঃক্রম বটে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণ শ্মশ্রু নির্গত হয়নি, এমন পুত্র সন্ন্যাসী হ'লে কি মাতায় সহ্য কর্‌তে পারে? হায়! এই মাঘ মাসে শচীদেবী কোথায় ইষ্ট আরাধনা ক'রে পরিণামে সদ্‌গতি লাভ ক'র্‌বেন, না পুত্রশোকে তাঁকে আত্মহত্যা ক'র্‌তে হবে! যদিও জীবন থাকে, এ নিদারুণ কথা শোন্‌বামাত্রেই তিনি জীবন ত্যাগ ক'র্‌বেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। আমি ত ব'ল্‌তে পার্‌বো না। হা কুমুদিনীবল্লভ! হা শশাঙ্ক!

তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হ'লো, গৌরের জন্মকালে লোকে বলে তুমি রাহুগ্রস্ত হ'য়েছিলে, আমি বলি তা নয়, তাঁর রূপ দর্শনে তুমি মলিন হ'য়েছিলে, সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত মলিনাবস্থাতেই ছিলে, আজ গৌরচন্দ্র অস্তমিত, তোমার তুষ্টির কারণ হ'লো, কাল হ'তে হয় ত তোমার অঙ্গ ক্রমে পুষ্টিই হ'বে। হও, হৃষ্টপুষ্ট হও, নদের চাঁদ হারা হ'য়ে আর আমাদের তোমাকে দেখ্‌তে হবে না, দিন রাত অন্ধকারই দেখ্‌বো, আর নয়ন উন্মীলন ক'র্‌বো না, এই নয়ন মুদিত ক'র্‌লেম। (নয়ন মুদিতভাবে অবস্থিতি) অহো! কি আশ্চর্য্য! (নয়নোন্মীলন) গৌরচন্দ্র হাস্যবদনে যেন আমাকে ব'ল্‌ছেন, "হে চন্দ্রশেখরাচার্য্য! ব্যাকুল হ'চ্ছ কেন? যেমন "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি" তদ্রূপ "নবদ্বীপং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছতি।" নবদ্বীপ আমার গুপ্তবৃন্দাবন, তাকি আপনি জানেন না? শীঘ্র নবদ্বীপে যাত্রা ক'রুন্‌, সকলে হরিসংকীর্ত্তন ক'রুন্‌গে।" তবে আর কি, চ'ল্লেম, শ্রীধাম নবদ্বীপে চ'ল্লেম, সেইখানেই গৌরকে দেখ্‌তে পাব। হরিনাম ক'র্‌তে ক'র্‌তে নবদ্বীপেই যাই, হরিনামে যত সুধা, এত কি আর কোথাও আছে?

গীত।

হরিনামে যত সুধা, আছে কি তা রত্নাকরে।
সুধাকরে কি এত সুধা ক্ষরে,
কটু তিক্ত যত আছে হরিনামে লব সুধা ক'রে॥
যে বলিল হরি হরি, জন্ম মৃত্যু গেল হরি,
প্রেমে অঙ্গ রহে শিহরি, অষ্টপ্রহরি।
তাই বলি ভাই বল হরি, নামে যায় ভব লহরী,
এ নাম পরিহরি, জীবের কি দুর্গতি হরি হরি,
হরি বিনে কে আছে প্রহরী.
যখন শমন কিঙ্করে আসি বন্ধন ক'র্‌বে করে করে॥

[চন্দ্রশেখরাচর্য্যের নবদ্বীপে প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

—:*:—

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাল্নার প্রান্তর।

(নিমাই সন্ন্যাসীর প্রবেশ)

পশ্চাতে নিত্যানন্দ ও গদাধর।

গৌর। নিত্যানন্দের জন্মস্থান একচক্র গ্রামে তিন দিন বাস ক'ল্লেম, পরে বৃন্দাবন যাব ব'লে যাত্রা ক'রেছি। বৃন্দাবন আর কত দূর? কৃষ্ণ কি এ পামরকে দেখা দেবেন না? কৃষ্ণরে! প্রাণকৃষ্ণ! কোথায় আছ, দেখা দেও!

এতাং সমাস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মুপাসিতাং পূর্ব্বতমৈর্ম্মহদ্ভিঃ।
অহস্তরিষ্যামি দুরন্তপারং,
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব ॥

যাই, বৃন্দাবন আর অধিক দূর নয়, যাই। দাদা নিতাই! বৃন্দাবন কই?

(কয়েকটী বালকের প্রবেশ)

গৌর। (কয়েকটী বালককে দেখিয়া) ঐ যে কয়েকটী বালককে দেখ্ছি, বোধ হয় এরাই ব্রজের বালক, তবে এদের কাছে কৃষ্ণ কই? ব্রজবালক দেখ্ছি, ব্রজসুন্দর কই? আমাকে দেখে কি লুকালেন? ব্রজনাথ! ব্রজকিশোর! দেখা কি দেবে না? হায়! এত পথ এলেম, এক জনের মুখে হরিনাম শুন্তে পেলেম না, যদি ব্রজ বালককে দেখ্লাম, তারাও কৃষ্ণনামে বিরত। কেন, এমন হ'লো কেন? ভাল জিজ্ঞাসা করি, (বালকের প্রতি) হাঁ ভাই ব্রজবালক! তোমাদের কই?

প্রথম বালক। মহাশয়! কি শুধাচ্ছেন?

গৌর। আর কি শুধাব, তোমাদের সখা কৃষ্ণ কই?

দ্বিতীয় বালক। (অন্য বালকের প্রতি) ও ভাই! ও পাগল, দেখ্‌তে পাচ্ছিস্‌নে।

তৃতীয় বালক। হাঁ পাগল, পাগল হ'লে কি দণ্ডীর মত কাপড় পরা থাকে? (নিমাইসন্ন্যাসীর প্রতি) হাঁগা মহাশয়! কৃষ্ণ কোথায় তা আমরা কি জানি?

গৌর। জান না! জান না! আমাকে দেখে গোপন ক'চ্ছ। তিনি কি তোমাদের ব'লেছেন যে, নিমাই জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে ব'লো না যে কৃষ্ণ কোথা? ভাই! আমি কৃষ্ণ হারা হ'য়ে বড় যাতনা পাচ্ছি, শীঘ্র বল কৃষ্ণ কোথা।

নিত্যানন্দ। ও ভাই বালকবৃন্দ! তোমরা কৃষ্ণ পাবে কোথা? সকলে মিলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল. তা হ'লেই ইনি সুস্থ হবেন। ইনি কৃষ্ণ নামেই পাগল।

প্র, বা। না মহাশয়! আমরা তা ব'ল্‌ব না, এঁকে যে রকম দেখ্‌ছি, পাছে আমাদের জড়িয়ে ধরেন। আপনি ওঁকে এখান হ'তে নিয়ে যান, আমাদের বড় ভয় হ'চ্ছে।

গৌর। ভাই! তোমাদের কোন ভয় নাই, একবার কৃষ্ণকে দেখাও, আর একবার কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।

দ্বি, বা। ও ভাই! তাই বল্‌, ভ্যাজাল মিটে যাক্‌।

তৃ, বা। বল্‌ বল্‌। (সকলে মিলে) কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ—

গৌর। কই—কই—কই? আমার প্রাণ কৃষ্ণ কই? হা কৃষ্ণ! হা প্রাণনাথ! কোথা আছ? (মূর্চ্ছা)

প্র, বা। ওমা—ওমা—একি হ'ল! (নিতাইয়ের প্রতি) হাঁ মহাশয়! একি হ'ল? উনি অমন হ'লেন কেন? প্রাণ আছে ত?

নিত্যানন্দ। প্রাণ আছে কি না তা কেমন ক'রে জান্‌বো? তোমরা আর একবার এঁর কর্ণমূলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল, তা হ'লেই বোধ হয় চেতন প্রাপ্ত হ'বেন, কৃষ্ণনাম ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের উপায় নাই।

দ্বি, বা। যদি ম'রে থাকেন, আমরা ছোঁব কেমন ক'রে?

নিত্যানন্দ। ও ভাই! এ ধনের জন্ম মৃত্যু নাই, সে জন্য চিন্তা ক'র্তে হবে না। এস সকলে মিলে কৃষ্ণ নাম করি।

তৃ, বা। আচ্ছা।

গীত।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হরে মুরারে।
জয় রাধাকৃষ্ণ, জয় জয় জগদিষ্ট,
(কৃষ্ণ কৃপাময় কোথা আছ) (জয় যজ্ঞেশ্বর যাদবেন্দ্র)
দয়াসিন্ধু দীনবন্ধু কৃপাবতারে॥
জয় জয় শ্রীমধুসূদন, জয় বংশীবদন,
জয় কৃষ্ণ জগন্নাথ জনার্দ্দন, জয় বলি বলহা বামন,
ব্রজবধূরমণ, (জয় বাসুদেব বনমালী)
জয় গোবিন্দ গরুড়ধ্বজ কালিয়দমন-
কারিন্ কৃষ্ণ কংসারে॥

গৌর। (গাত্রোত্থান করিয়া) ভাই! বল বল কৃষ্ণ বল, হরি বল, রাধাকৃষ্ণ বল। আঃ! কি মধুর নাম! (চমকাইয়া) হ্যা—একি বৃন্দাবন নয়? এখনও যে কৃষ্ণের দেখা নাই, তবে এ কোথা যাচ্ছি? না এখানে থাক্‌ব না, তোমরা যদি আমাকে বৃন্দাবন দেখাতে না পার, আমার সঙ্গে এস না, আমি পথ চিনে যাব।

নিত্যানন্দ। এস শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! এই পথে এস, এই পথেই বৃন্দাবন, এই পথেই যমুনা। ক্ষণেক পরেই যমুনাকে দেখাব।

গৌর। তবে আসুন, শীঘ্র আসুন। (সকলের গমন)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাল্নার ঘাট।

গৌর। কই, যমুনা কই?

নিত্যানন্দ। (অঙ্গুলী দ্বারা প্রদর্শন) ঐ দেখ যমুনা।

গদাধর। আহা! নিত্যানন্দ প্রভুর কি কৌশল! এ ত কাল্নায় এসেছি, কাল্নার পূর্ব্বভাগে ভাগীরথী। দূর হ'তে দেখানর তাৎপর্য্য বোধ হয়, নিকটে গেলেই নিমাই চিন্‌বেন যে, এ যমুনা নয় গঙ্গা। গঙ্গার ত্রিধারা কিনা, পূর্ব্বকূলে যমুনা, তাই সত্যই ব'ল্‌ছেন ঐ যমুনা। যমুনা লাঙ্গলের দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত ক'রেছেন কিনা, উনি যমুনাকে শীঘ্র চিন্‌তে পাব্‌বেনই ত।

গৌর। প্রভো নিত্যানন্দ! সত্য ঐ যমুনা, যমুনাই ত বটে, নতুবা এত কাল জল আর কোন্ নদীর হবে? আমি কালিন্দী জলে অবগাহন ক'রে তাপিত দেহকে শীতল করিগে। (গমন) কই, এ ত যমুনা নয়, এ যে গঙ্গা, স্থানটীকেও কাল্না বোধ হ'চ্ছে, পূর্ব্ব পারে শান্তিপুর ব'লে বোধ হ'চ্ছে। তবে কি আমাকে প্রতারণা ক'রে এখানে আন্‌লে? অবধূতের কি এই ধর্ম্ম?

নিত্যানন্দ। প্রতারণা কিসে? আগে যমুনাই দেখেছ, এখন গঙ্গা হ'লো, তোমার পদ যে জলে প'ড়্‌বে, সেই ত গঙ্গা হবে, কাজে কাজেই গঙ্গা দেখ্‌ছ। আর এই যে গ্রাম, একে এখন কাল্না বোধ হ'চ্ছে; কেবল তোমার কেন, ব্রজবাসী সকলেরই বৃন্দাবনকে কাল্ জ্ঞান হ'য়েছে, এ ধাম কাল্ না হ'লে তোমার প্রাণ কাঁদ্‌বে কেন? আর ঐ যে শান্তিপুর ব'ল্‌ছো, ঐ মথুরা, ওর নাম ত শান্তিপুরই হ'য়েছে। মথুরা কি তোমার শান্তিপুর নয়? আর ব'ল্‌ছো, যমুনা, ব'লে তোমার কাছে মিথ্যাবাদী হ'য়েছি, পার হ'লেই জান্‌তে পার্‌বে, ও যমুনাধারা বটে কি না।

গৌর। নিত্যানন্দ! তবে শীঘ্র পারের উপায় দেখুন, আমাকে পার করুন্, ও যদি শান্তিপুরই হয়, আমি অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখ্বো। আমাকে কে পার ক'র্বে?

গদাধর। তোমাকে আবার কে পার ক'র্বে? তুমিই আমাদের পার ক'রে নিয়ে চল। কেন, হাল্ ধরা ভুলে গেলে নাকি? চিরকাল পার ক'রে আস্ছো, আজ ব'ল্ছো আমাকে কে পার ক'র্বে? আর ত ছলনা শুন্ব না। কেবল পারের জন্যই তোমার সঙ্গে ফির্ছি, পার কর, কূলে এসেছি, পার কর, তরি দেও।

গৌর। প্রাণ গদাধর! (আলিঙ্গন) হৃদয় শীতল হ'লো, প্রাণকে শীতল কর, নাবিক কোথায় ডাক। দেব নিত্যানন্দ! কর্ণধারকে ডাকুন, আর বেলা নাই, পারে যান ত কর্ণধারকে ডাকুন।

নিত্যানন্দ। আমাদের কর্ণধার আমাদের কাছেই আছে, আমরা আর পারের জন্যে ডরাইনে, ও ছল অন্যের কাছে কর; নিত্যানন্দ, গদাধর এরা ভুল্বে না। হাঁ, তবে এখানকার নাবিককে যদি ধন্য ক'র্তে ইচ্ছা থাকে তা কর।

(কর্ণধারের ধীরে প্রবেশ।

নিত্যানন্দ। নাবিকও আসছে, একবার ডাকি (আহ্বান) ওহে কর্ণধার! ও কর্ণধার (সকলের নীরব, পুনরায়) ওহে কর্ণধার! কর্ণধার! উত্তর দিচ্ছ না কেন? (নীরব, পরে) কর্ণধার! শুন্ছো না কেন? আমরা এত ডাকৃছি, কর্ণপাত না করার কারণ কি?

নাবিক। কি মহাশয়! কাকে ডাক্ছেন?

নিত্যানন্দ। তোমাকেই ডাক্ছি। কর্ণধার আর কাকে বলে? আমাদের পার কর।

নাবিক। পয়সা দেও।

নিত্যানন্দ। আমরা অর্থহীন, ব্রাহ্মণের ছেলে, পয়সা পাব কোথা? আমাদের পার কর।

নাবিক। না মশায়! আর বামুন ব'লে মান্‌লে চ'ল্‌বে না, এক জন নয় আদ্ জন নয় যে পার ক'ল্লাম, এ পালে পালে আস্‌তে লেগেছে, কত সাম্‌লাব? আবার পার না ক'র্‌লে রাগ কত! আর ডরাইনে, আর সেকেলে বামুন নেই যে, ব'ল্লেই ভস্ম ক'র্‌ব। পয়সা বের কর, তবে পার ক'র্‌বো।

গদাধর। হাঁরে! আমাদের কাছে কি অর্থ আছে তাই তোকে দেব? তবে সামান্য অর্থ না নিয়ে যদি পরমার্থ চা'স, তা দিতে পারি, কেন না আ রা পরমার্থ সঙ্গে ক'রেই বেড়াচ্ছি।

নাবিক। জানিগো জানি, ও ভদ্রলোকের কথা, সব শেয়ালের এক ডাক, একজনায় গা'ল্ দিলে দশ জনায় গা'ল্ দেয়, সবাই বলে ধর্ বেটাকে। পরমার্থ দেবে? তাতে ত আর পেট ভ'র্‌বে না।

নিত্যানন্দ। ওহে গদাধর! ওরা ছোটলোক, সকল কথা বুঝ্‌তে পারে না, ভাল ক'রে বুঝিয়ে বল।

গদাধর। ওহে নাবিক! পেট ভ'র্‌বে না ব'ল্‌ছো, সে বস্তুতে সকল ক্ষুধা যাবে।

নাবিক। তা বটেই ত, না খেতে পেলেই ম'র্‌বো, সকল খিদে চুকে যাবে।

গদাধর। ওরে নাবিক! তা নয়, সামান্য জঠর-জ্বালা কি, জননীজঠর-জ্বালা পর্য্যন্ত দূর হবে, সংসারের ক্ষুধা যাবে, আর স্ত্রী পুত্রের প্রতি মায়া থাক্‌বে না।

নাবিক। বেশ! মাগ ছেলের প্রতি মায়া থাক্‌বে না, তারা কি পরের দোরে কেঁদে কেঁদে বেড়াবে? তুমি ঠাকুর বেশ লোক! আমার তাতে কাজ নাই, আমি যাদের জন্যে রাত দিন খেটে ম'র্‌ছি, তাদের প্রতি মায়া রাখ্‌ব না?

নিত্যানন্দ। আচ্ছা, তাদের ছেড়ে না থাকে পার, সঙ্গে নিও; এখন আমাদের পার কর।

নাবিক। যে জন আছ, ত পণ কড়ি নাই।

গৌর। নাবিকরে! আর যাতনা দিস্‌নে, শীঘ্র পার কর্। (গদাধরের প্রতি) প্রাণ গদাধর! পার হ'তে কি এত কষ্ট পেতে হয়?

গদাধর। জীবকে পারের জন্য কষ্ট দেবে? তুমি ত সামান্য সময় পারের কষ্ট পাচ্ছ, আর জীব যে ভবার্ণবে প'ড়ে, কোথায় ভবার্ণবের কর্ণধার! ব'লে ডাকছে, কই শুনতে পাচ্ছ না? আজ দেখে শেখ যে পারে কত কষ্ট!

গৌর। ও'হ নাবিক! ভাই শীঘ্র পার কর।

নাবিক। তোমাদের ক জনকেই ত পার ক'র্‌তে হবে, এমন নয় যে কেবল তুমি। সব আ'কড়ে পার?

গদাধর। ওরে পার ক'রলে জানতে পারবি যে কি অর্থ পেলেম।

নাবিক। তা জানি, ফাটা পায়ের ধূলো, তাও হয় ত নয়, জলে পা ধুয়ে উঠলেই ফর্সা, হয় ত খানিক কাদা, নে বেটা ফোঁটা কর্। অমন কাদা নিতে হ'লে আমার ঘরের চার বেড়া দেয়াল হ'য়ে যেত। দিতে হয়, পয়সা দেবে, না হয় না দেবে, কিন্তু এমন ক'রে আর চলে না।

গদাধর। ওরে নাবিক! আজ তোর বড় সৌভাগ্য, আর তোকে এমন ক'র্‌তে হবে না।

নাবিক। পয়সা না নিতে হ'লে কাজে কাজেই আর এ কাজ ক'র্‌তে হবে না। তা যা হয় তাই হবে, এখন নায়ে ওঠো।

গদাধর। নাবিক! যদি দয়া ক'রে পারই ক'বলে, তবে কোল ক'রে এই নূতন যোগীটীকে নৌকায় তুলে নেও! পথশ্রমে ওঁর বড় কষ্ট হ'য়েছে।

নাবিক। বেশ, "লাভ নেই ভূতো, কাটপাড়া গুঁতো," আবার কোলে ক'রে তুলে নেও! ভুয়ো গেলে ওপারের লোকগুলো রোদে পুড়ছে। আচ্ছা এস, (গৌরকে কোলে ধারণ করিয়া) তুমি কেহে? আমি কার কাছে পয়সা চাচ্ছিলাম? ওরে, দাঁড়িরে কোথায় গেল? কাউকে

যে দেখিনে। হাঁ এখন তারা এখানে থাক্‌ব কেন? এ যে আমাদের জাত, এও মাঝি। (গৌরের প্রতি) হাঁ! ক'বার ছল ক'র্‌বে, আর কতবার এমন ক'রে পার ক'র্‌বো? অন্যান্য বার পার ক'রে পরে চিনেছি, এবার যে পারের আগেই ধ'রে'ছ, আর ত শীঘ্র পার ক'র্‌ব না।

গীত।

চিনেছি চিনেছি তোমায় আর কত দিবে ফাঁকি।
হয় পার কর, না হয় জন্মের মত ধ'রে রাখি॥
এ সামান্য নদীর পারে, সাঁতারে লোকে যেতে পারে,
কে রাখে সে ভব পারে, তোমা বিনে কমলাঁখি॥

(নাবিকের স্ত্রীর প্রবেশ।)

নাবিকস্ত্রী। ও কি হ'চ্ছে? আমি যে বাজারের কড়ি নিতে এলাম।

নাবিক। এসেছিস্, আয়, আয়, আয়! আজ কোন্ বাজারের কড়ি নিবি? কালনার বাজারের, না বৈকুণ্ঠ বাজারের? গিন্নি! আর বুঝি আমাদের এ বাজার ক'র্‌তে হবে না, অনেক দিনের হারান ধন পেয়েছি। আজ প্রাতঃকালে উঠে তুই আমাকে যে স্বপ্নের কথা ব'লেছিলি, সেই স্বপ্নের ধন এই, আয় একবার দেখ্, দেখে প্রাণ শীতল কর্।

না, স্ত্রী। কাকে দেখে প্রাণ শীতল ক'র্‌বো, এই সন্ন্যাসীকে দেখে? একে দেখে যে প্রাণ পুড়ে যাচ্ছে! এমন ছেলে সন্ন্যাসী হ'য়েছে, এর কি বাপ মা নেই? যদি থাক্তো, এখন আর নেই, এ ধনে হারা হ'য়ে প্রতিবাসীরে বেঁচে আছে কি না সন্দেহ। বাপ্ মাযে বাঁচ্‌বে! আহা! এ হ'য়েছে কি? পূর্ণিমার চাঁদকে মেঘে ঢাক্‌লে যেমন অন্ধকার হয়, এ চাঁদকেও তেম্‌নি সন্ন্যাস মেঘে ঢেকেছে। আহা! এর মা এখন কি ক'র্‌ছে! হয় ত

ম'রেছে, নয় পাগল হ'য়ে পথে পথে বেড়াচ্ছে, ইচ্ছে হ'চ্ছে আমি ওর মা হ'য়ে ওকে কোলে করি।

গৌর। মা, মাগো!

না, স্ত্রী। কেরে! তুই আমাকে মা ব'লে ডাক্‌ছিস্? আমি প্রাতঃকালে স্বপ্নে দেখেছি, একটী ব্রাহ্মণের ছেলে পার হ'তে এসেছে। আমার ছেলে হয়নি ব'লে ঘাটের ধারে ব'সে কাঁদ্‌ছি, সেই ছেলেটী আমাকে দেখেই, কথা নেই বার্ত্তা নেই, অম্‌নি এসে আমাকে ডাকছে, মা কাঁদ্‌ছ কেন? আমি যে তোমার ছেলে। আমি অম্‌নি তাকে কোলে ক'রে চাঁদমুখে চুমো খাচ্ছি, এমন সময় আম ঘাটে চ'ল্লেম ব'লে কর্ত্তাটী আমাকে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন। আমি উঠে কতই কেঁদেছি। হাঁরে! তুই কি আমার সেই স্বপ্নের ধন? যদি মা ব'লেছিস্ তবে আর একবার কোলে এসে এ অভাগিনীকে মা ব'লে ডাক্, আমাকে মা ব'লে ডাকতে আর কেউ নাই! (গৌরকে ক্রোড়ে ধারণ) ডাক্ বাবা! মা ব'লে ডাক্।

গৌর। মা! কেবল আজ কেন, অনেক দিন হ'তে তোমাকে মা ব'লে ডাক্‌ছি, মা—মা—মা—

না, স্ত্রী। বাপ! আমার সোণার চাঁদ! মা ব'ল্‌ছো বটে, তা এমন ক'রে ফাঁকি দেও কেন? যখন বলিকে ছ'ল্‌তে গেলে, তখন পার হ'য়েও ব'লেছিলে, মা আর তোমাকে চিন্তা কর্‌তে হবে না। যখন আমার মা জানকীকে বিবাহ ক'র্‌তে গেলে, তখন নৌকাখানি সোণা ক'রে দিয়ে মুগ্ধ ক'রেছিলে, পরে পথ হ'তে ডেকে নিয়ে কোলে ক'রেছিলাম! তাতেও ব'লেছিলে, মা! আমি তোমা ছাড়া নই। আজও মা ব'লে ডাকছো, এবার ত আর কোলে হ'তে নামাব না। হয় এ অভাগা অভাগিনীকে পার কর, নয় আমার কোলে থাক। ছেলে উপযুক্ত হ'লে বাপ মাকে বসিয়ে রেখে পালন করে। বাপ! তুমি ত আমাদের উপযুক্ত ছেলে, তবে কেন বুড়ো বাপ মাকে এত খাটাচ্চ? আমাদের খাটুনি কি যাবে না? এ পাটুনী কি ত্রাণ পাবে না?

নিত্যানন্দ। হায়! এ সময় নবদ্বীপবাসী সব কোথায়, একবার এসে দেখুক, আজ সোণার গৌরাঙ্গ কি খেলা খেলছেন। যিনি সন্ন্যাসী হব ব'লে গর্ব্ভধারিণীকে ত্যাগ ক'ল্লেন, তিনি সন্ন্যাসী হ'য়ে পাটুনী পত্নীকে মা ব'লে ডেকে তাঁর কোলে উঠেছেন! আহা! এদের কি সৌভাগ্য! ধন্য নাবিক, ধন্যা নাবিক পত্নী (নাবিক পত্নীকে) ওমা! এ পামর তোমার পদধূলি প্রার্থনা ক'রছে, কিঞ্চিৎ দিয়ে কৃতার্থ কর। যদি বলেন আমার পদধূলিতে তোমার কি ফল হবে? মাগো! মন্দির মধ্যেই দেব দেবীর বিগ্রহ থাকে, লোকে দেব দেবীর পদ স্পর্শ ক'রে প্রণাম করে, না তাঁর পদরজ পায়? মন্দিরের দ্বারে প্রণাম ক'ল্লেই তার দেবতাকে প্রণাম করা হয়, আর সেই সেই মন্দিরের দ্বারের রজ গ্রহণ ক'রলেই সেই দেব-পদরজ ব'লে পরিগণিত হয়। মাগো! আমিও তাই ব'লছি, আপনি কিঞ্চিৎ পদরজ দেন। এ পর্য্যন্ত তোমার ক্রোড়ের ধনের পদরজ আমার ভাগ্যে হয়নি, কারণ আমাকে দাদা ব'লে ডাকেন, আজ প্রকারান্তে সে বাসনা পূর্ণ

না, স্ত্রী। হাঁরে! তুই কেরে? তুই লক্ষ্মণ নয়? সেই ত বটে! আগে ত ছোট ভাই ছিলি, এখন দাদা হ'য়েছিস্? তোদের দুজনার মধ্যে ছোট বড় কে চেনা যায় না। হাঁরে বাপ! আমি বাম কোলে রামকে পেয়েছি, তুই বাম কেন? আমার দক্ষিণ কোল কি শূন্য থাক্‌বে?

নিত্যানন্দ। মা! আপনার ক্রোড় আবার শূন্য থাক্‌বে? যখন পূর্ণব্রহ্মকে কোলে ক'রেছেন তখন আপনার সব পূর্ণ হ'য়েছে, এখন তোমার ক্রোড়ের ধনকে গঙ্গা পারে পাঠিয়ে দেন, আমি নবদ্বীপে শচীমাতাকে একবার এ সমাচার দিইগে, এতক্ষণ সাহস ক'রে যেতে পারিনি, কি জানি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পাছে আমার প্রতি ক্রোধ করেন। এখন আর তা পার্‌বেন না, কেন না মার কোলে উঠ্‌তে মন আছে, তা দেখ্‌লাম, এখন মাকে মা ব'ল্‌তে ইচ্ছা আছে, তা শুন্‌লাম। উনি অদ্বৈত-ভবনে যাবেন, আমিও নবদ্বীপ হ'তে মাকে সঙ্গে ক'রে আনিগে, নবদ্বীপে চ'ল্লেম।

[নিত্যানন্দের প্রস্থান।

গৌর। মা! আর কেন, আমাকে নামান। (অবতরণ)

না, স্ত্রী। বাপ! আর এ হতভাগিনীকে কেন বঞ্চনা ক'র্‌বে? চির-কালই কি মা ব'লে মাথায় মুগ্ধ ক'রে রাখ্‌বে? এখন যদি আবার তুমি আমাকে ছেড়ে যাও, তবে আর কে আমাকে চাঁদমুখে মা ব'লে ডাক্‌বে? আবার কি আমাকে সেই পাপ ঘরে যেতে হবে? আবার কি ঐ হতভাগ্য পাটুনীকে নৌকা নিয়ে নিয়ত যাতায়াত ক'র্‌তে হবে? আবার কি সামান্য অর্থের জন্যে লোকের সঙ্গে বিবাদ কর্‌তে হবে? আমি ব্রাহ্মণের মুখে শুনেছি গঙ্গাজলে হাঙ্গর, কুম্ভীর, কচ্ছপ হওয়া ভাল, গঙ্গাতীরে কৃশ কুকুর-শাবক হওয়া ভাল, তথাপি দূরস্থ কোটী-করিবরেশ্বর নৃপতিও প্রশংসিত নয়। দেখ বাপ! এই নাবিক দিবারাত্রি এই গঙ্গাগর্ভেই বাস ক'র্‌ছ, তথাপি ত দুর্গতি যাচ্ছে না। শীতকালে জলের উপর বিষম শীত কষ্ট, গ্রীষ্মকালে এই মাথার উপর দিয়ে সেই রৌদ্র যাচ্ছে, বর্ষাকালে জলের উপরে রাত্রিদিন ভিজ্‌তে হ'চ্ছে, এই কি গঙ্গা দর্শনের ফল, না কাল-ধর্ম্ম?

গদা। ওমা! নাবিক পত্নী! আপনার পতি নিয়ত গঙ্গা দর্শন ক'চ্ছেন ব'লেই আজ এ ধনকে পেয়েছেন। মাগো! গঙ্গা দর্শনের ফল আর কি? বিষ্ণুকে লাভ। গঙ্গা ত বিষ্ণুভক্তি প্রদায়িনী, আজ ভাগীরথী তোমাদের বাসনা পূর্ণ ক'রেছেন। ঐ দেখ মা! সেই বিষ্ণু স্বয়ং এসে তোমাকে মা, আর নাবিককে পিতা ব'লে সম্বোধন ক'রছেন। এ গঙ্গাতীরে বাসের ফল, তার কি আর সন্দেহ আছে? এখন আমাদের শান্তিপুরে পাঠিয়ে দেও, নাবিককে বল, পার ক'রে দিন।

না, স্ত্রী। আমি ত তোমাকেও চিনেছি, তুমি সেই ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা নও? সেই বটে, এবার পুরুষ হ'য়েছো! তা তোমাদের মধ্যে কে পুরুষ, কে প্রকৃতি, তা আমরা চিন্‌বো কি ক'রে? কৃষ্ণ কালী হ'য়েছিলেন, আজ দেখ্‌ছি তুমি পুরুষ হ'য়েছো, আবার তোমার একাংশ কৃষ্ণাঙ্গকে আবৃত ক'রে কৃষ্ণকে গৌরাঙ্গ ক'রেছে। ধন্য তোমাদের লীলা! আজ ব'ল্‌ছো শান্তি-পুরে যাব, আমাদের পার ক'রে দেও। হাঁ বাপ! আমরা কি শান্তিপুর

পব না? চিরকালই কি এই অশান্তিপুরে থাক্‌বো? আমাদের উপায় কি ক'র্‌লে?

গীত।

তোমরা যাবে শান্তিপুরে।
কি হবে আমাদের উপায়, যাব না কি শান্তিপুরে॥
রাখ্‌তে ভবসিন্ধু পারে, তোমা বিনে কেবা পারে,
বেলা গেল সন্ধ্যা এলো, ফেলে কি পালাবে দূরে॥
নায়ে তুলে নেও নেয়ে, হরি নামের শারি গেয়ে,
সুখে যাই বেয়ে, হারান ধন হাতে পেয়ে,
আর ছাড়্‌বো না যাদুরে॥

গৌর। মাগো! নাবিক আর আপনি কোন চিন্তা ক'র্‌বেন না, যেখানে আমি, সেইখানেই আপনারা। এক্ষণে আমি শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে গমন ক'র্‌ছি, আপনারা আমাকে পার ক'রে কেবল হরিনাম সংকীর্ত্তন করুন, অচিরাৎ স্বধামে গমন ক'র্‌বেন। আর কা'ল বিলম্বে কাজ নাই।

নাবিক। তবে চল, তোমাদের গঙ্গাপারে ল'য়ে যাই।

গৌর। মা! আপনি গৃহে যান, আমি এই খানেই থাক্‌বো। বিদ্যানগরে যেমন দেব বাসুদেব সার্ব্বভৌম মহাশয় কর্ত্তৃক আমি সেখানে থাক্তে বাধ্য হ'য়েছি, তেমনি গৌরীদাস পণ্ডিত কর্ত্তৃক এখানেও প্রতিষ্ঠিত হব।

না, স্ত্রী। যে বৃন্দাবনে সুবল ছিল? বাপ! তাকে ব'লো, যেন আমাদের কুঁড়েতেই তোকে রাখে।

গৌর। যে আজ্ঞা।

না, স্ত্রী। আচ্ছা বাপ! চল্লেম, দেখো যেন ভুলো না, আমিও হরিনাম করিগে।

[প্রস্থান।

গৌর। চল নাবিক, নৌকা ল'য়ে চল।

নাবিক। যে আজ্ঞা।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

(নবদ্বীপের রাজপথে উন্মাদিনী বেশে
শচীমাতার দ্রুতবেগে প্রবেশ।)

শচী। (হাস্য) হা—হা—হা—(করতালি) সবাই বলে আমার নিমাই সন্ন্যাসী হ'য়েছে! ষাট্‌ ষষ্ঠীর দাস, এই আমি তাকে নাইয়ে, খাইয়ে দাইয়ে, শুইয়ে রেখে এলাম। নিমাই আমার ঘুমুচ্ছে, আবার উঠ্‌বে, আবার খাওয়াব। শীত ক'র্‌ছে? কি দেব, আঁচল খানি গায়ে দিয়ে দেই। (আপনার হাতে অঞ্চল দিয়ে) বেশ ক'রে ঢেকে দিয়েছি, আর শীত ক'র্‌বে না, (হাতকেই জিজ্ঞাসা) হাঁরে নিমাই! শীত ক'চ্ছে না ত? বল্‌, ব'ল্‌বিনে? আ—অবাগীর ছেলে! এত ঘুম, আর ঘুমুতে হবে না, ওঠ্‌। আজ পাঁচ ছদিন আমাকে মা ব'লে ডাকিস্‌নি, ওঠ্‌, উঠে একবার মা ব'লে ডাক্‌, ডাক্‌বিনে? তবে কাপড় খুলে দেই, শীত লাগ্‌লেই ঘুম ভাঙ্গ্‌বে। (বস্ত্র খোলা) এ কে? আমার নিমাই কই? এ যে কার হাত দেখ্‌ছি। ছি! মরার হাত ঢেকে তাকেই নিমাই ব'লে ডাক্‌ছি, লোকে দেখ্‌লে যে ব'ল্‌বে শচী ক্ষেপেছে,

ষাট্ ষাট্, আমার নিমায়ের অকল্যাণ হবে! তবে আমার নিমাই কোথা গেল? কত ক'রে বুকের উপর শুইয়ে ঘুম পাড়ালাম, আমি একটু ঘুমিয়েছি, অম্‌নি উঠে পালিয়েছে। কোথা গেল? পাছে কোন সন্ন্যাসীর কাছে যায়, তা হ'লে আবার টোট্‌কা দিয়ে নিয়ে যাবে! (রোদন) আমার বিশ্বরূপকে অম্‌নি ক'রে নিয়ে গিয়েছেরে বাবা— না কাঁদ্‌ব না, নিমায়ের অকল্যাণ হবে। (হাস্য) হা—হা—হা— পোড়াকপালীর ছেলে! আমাকে দেখে লুকিয়ে আছ? (এক- জনকে লক্ষ্য ক'রে) এস! মার কাছে এস! ভয় কি? মার্‌ব না, তুমি একবার আমাকে মা ব'লে ডাক্‌লেই আমার সকল রাগ যাবে, এস। এলিনে? না, ও আমার নিমাই কেন? নিমাই হ'লে কি আমার কথা ঠেল্‌তে পারে? তার মত মাতৃভক্ত আর কে আছে? ও—ঐ—যে— পেয়েছি—পেয়েছি—পেয়েছি—। (করতালি) আমার নিমাইকে কে না ভালবাসে? আমি বুকের উপর শুইয়ে রেখেছিলাম, উনি আমার নিমাইকে বুকের ভেতর রেখে কত আদর ক'র্‌ছেন, কেমন শাল দোশালা গায়ে দিয়েছে! ওকি! ও আবার কি বেশ? এই শীত- কালে আবার চন্দন মাখন তুলসী ওর গায়ে দিচ্ছ কেন? দেও আমার নিমাইকে দেও। (হাস্য) হা—হা—হা ব'কেছি ব'লে রাগ ক'রে- ছেন? আমি আপনার দাসী, কেনা দাসী, বিনামূল্যের কেনা দাসী হ'লাম, যে আমার নিমাইকে ভাল বাসে, আমি তার কেনা দাসী, তার দাসীত্ব ক'র্‌লেও সে ঋণ শোধ হয় না, নিমাই বড় কাঙ্গালিনীর ছেলে, তাকে যে কেউ ভালবাসে, যত্ন করে, সে আমার মাথার ঠাকুর। দেন, আমার নিমাইকে দেন, একবার আমাকে মা ব'লে আবার আপনার কাছে যাবে। এ হতভাগিনীর বুক পাষাণ, এ হ'তে আপনার বুক বড় কোমল, তা আমি কি দেখ্‌তে পাচ্ছিনে? পদ্মের উপর আমার গোরাকে বসিয়েছেন, দেখ্‌তে পাচ্ছিনে? দেন একবার আমার নিমাইকে দেন! (ক্ষণেক পরে) আমি কাকে কি ব'ল্‌ছি, নিমাই কই? আমার নিমাইকে কে নিলে? নিমাই আমার কোথা গেল?

নিমাই কি আমার নদেয় নাই? নদে ছাড়া! বাপ নিমাই! আর তোর দুঃখিনী মাকে কাঁদাস্‌নে, আর একবার দেখা দে, আমার মা বিষ্ণুপ্রিয়া যে কেঁদে মৃত প্রায় হ'য়েছে। দেখা দে, নিমাই! বাপ! না নিমাইকে এখনি কে নিয়ে গিয়েছে, নইলে সে ত বেশীক্ষণ যায়নি! বেশীক্ষণ গেলে কি আমি বেঁচে থাক্‌তাম? কে নিলে? কে নিলে? ওঃ—বুক যে ফেটে যায়, না—উহু—উহু—একি হ'লো! (বুকে হাত দিয়ে) ফাট্‌লো, ফাট্‌লো, ফাট্‌লো, বুক ফাট্‌লো, আর সয় না গো আর সয় না।

গীত।

দারুণ শেল হানিল কেরে জনম দুখিনী হৃদে।
জন্মে কি সে দয়া মায়ার ধারধারে নাই,
(তাইতে বুঝি সে নিষ্ঠুর)
শূন্য করি হৃদয় আমার হরিয়ে নিল গৌরচাঁদে॥
জানে না কি তারা, এ চক্ষের তারা, আমার প্রাণগোরা,
কেন দুখিনীরে সে ধন হারা, করে তারা সাধে সাধে॥
(আমার নিমাই বই আর কেউ নাই মা)
(এ তিন কুলে নিমাই বই আর কেউ নাই মা)
কেন দুখিনীরে—সে ধন হারা করে তারা সাধে সাধে।
আমি তার পায়ে ধরি, নিমাই বিনে মরি, এই ভিক্ষা করি,
এই মৃত্যু দেহ, প্রাণ দেহ, বন্ধু যে হও নিমাইকে দে॥
(ম'লাম কেঁদে নিমাইকে দে)
(সব আঁধার দেখে ম'লাম কেঁদে নিমাইকে দে)
এই মৃত্যু দেহ, প্রাণ দেহ, বন্ধু যে হও নিমাইকে দে॥
আমি চাইনে একেবারে, দেখাইয়ে মারে, নিয়ে যারে,

আমি জন্মের মত দেখ্‌বো বই আর রাখ্‌বোনারে তারে বেঁধে ॥
(মা কথাটী শুন্‌ব কেবল)
(নিমায়ের চাঁদমুখে মা কথাটী শুন্‌ব কেবল)
আমি জন্মের মত দেখ্‌বো বই আর রাখ্‌বোনারে তারে বেঁধে ॥

শচী। এত কেঁদে কেঁদে ব'ল্লেম, তবু কারু দয়া হ'লো না, তবে কি গোরাচোরা আমার গোরাকে দেবে না? কাজির কাছে যাব? যাব কি এই চ'ল্লেম, গিয়ে ব'ল্‌বো কাজি দাদা! দেখ, দেখ, দেখ, কাজি দাদা, আমার নিমাইকে চুরি ক'রে নিয়ে গেল (ক্ষণেক দৌড়িয়া) ধর—ধর—ধর! আ—হা পালালো, পালালো, হায়—হায়—হায় কাজি হ'য়েও ধর্‌তে পাল্লে না! তা ধ'র্‌বে কেন? কাজি মনে মনে ক'চ্ছে খুব হ'য়েছে! একদিন কাজিকে আমার নিমাই জব্দ ক'রেছিল কি না! আচ্ছা—থাক—থাক—(দন্তে দন্তে ঘর্ষণ) আবার আমার নিমাই এলে, তাকে ব'ল্‌বো কাজিকে খুব ক'রে জব্দ ক'রে এস। (রোদন করিতে করিতে) আবার কি নিমাই আমার আস্‌বে? আর কি চাঁদমুখে আমাকে মা ব'লে ডাক্‌বে? আমার নিমাই কি নেই? আমি কি নিমাই হারা হ'য়েছি? আমি কি নিমাই বিনে ক্ষেপেছি? তাই পথে পথে নিমাই নিমাই ব'লে কাঁদ্‌ছি? আমার কি কেউ নাইরে যে আমাকে মা ব'লে ঘরে নিয়ে যায়? এতলোক দেখ্‌ছি, এরা কি আমার কেউ নয়! (লোকের প্রতি) বাপ সব! তোমারা কি আমার কেউ নও? নিমায়ের বদলে তোমারাই নয় একবার আমাকে মা ব'লে ডাক, আমি যে অনেক দিন মা কথা শুনি নি, বল, মা বল, প্রাণ শীতল হ'ক্, বল।

(চন্দ্রশেখরের প্রবেশ)।

শচী। এই যে চন্দ্রশেখর আস্‌ছে। বাপ চন্দ্রশেখর! আমার নিমাইকে কোথা রেখে এলে? আমাকে নিতে এসেছ? চল, তোমার সঙ্গে

নিমাইয়ের কাছে যাই। চুপ ক'রে থাকলে যে? তুই নয় আমাকে একবার মা ব'লে ডাক্।

চন্দ্রশেখর। মা—ওমা—মাগো! আমি জীবিতকাল পর্য্যন্ত আপনাকেই মা ব'ল্‌বো। আপনাকে মা ব'ল্‌বোনা ত আর কাকে ব'ল্‌বো?

শচী। ওকি মা বলা, আমার নিমাইয়ের মত মিষ্টি ক'রে মা ব'লে ডাক। ও মা বলায় যে কাণ জুড়চ্ছে না, বল, নিমাইয়ের মত মা বল।

চন্দ্রশেখর। হাঁ মা! তেমন ক'রে আর কি কেউ মা ব'লে ডাকতে পার্‌বে? সে মা কথা শোনা তোমার ফুরিয়েছে, যে দিন এসেছি, সেই দিনই ব'লেছি।

শচী। কি! ফুরিয়েছে? ফুরিয়েছে? তবে আমার জীবনও ফুরিয়েছে? চ'ল্লেম, গঙ্গায় ডুবে মরিগে, যাই—যাই—(দ্রুতবেগে গমন)

চন্দ্রশেখর। (শচীকে ধরিয়া) মা! কোথায় যান? হাঁমা! কোথায় যান? ক্ষান্ত হউন।

শচী। কেরে তুই, আমার হাত ধ'র্‌লি? তোর একটু ভয় হ'চ্ছে না যে, পথের মাঝে স্ত্রীলোকের হাত ধ'র্‌ছিস্! আমার নিমাইকে ব'লে দিয়ে তোর যা কর্‌বার তাই ক'র্‌বো, এত বড় যোগ্যতা পাজি! ছুঁচো! পথের মাঝে আমাকে অসম্ভ্রম ক'র্‌ছিস্!

চন্দ্রশেখর। না—আর দুর্ব্বাক্য সয় না, ইনিই যেন পাগল হ'য়েছেন, আমি ত আর ক্ষেপিনি, ছেড়ে দিতে হ'লো। এঁর ভাগ্যে যা থাকে তাই হ'ক্! (শচীর কর পরিত্যাগ)।

শচী। হরি বল, হরি বল, গঙ্গায় চ'ল্লেম।
(করতালি দিতে দিতে) চ'ল্লেম, চ'ল্লেম, চ'ল্লেম।

[প্রস্থান।

চন্দ্রশেখর। সর্ব্বনাশ হ'লো দেখ্‌ছি, শচীমাতার আর কিছু মাত্র জ্ঞান নাই, একেবারে উন্মাদিনী হ'য়েছেন, উন্মাদের জলে অনলেই মৃত্যু। হায়! নিত্যানন্দ প্রভু যে আমাকে ব'লেছিলেন, আবার গৌরচন্দ্রকে

লয়ে গিয়ে যেখানে হ'ক নবদ্বীপের সমস্ত লোককে দেখাবো, কই! তা ত হ'লো না। মা যদি প্রাণত্যাগ করেন, তবে অন্যকে দেখানতেই বা ফল কি?

(শচীর হস্ত ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রবেশ।)

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা! অমন ক'রে পথে পথে বেড়ালে লোকে কি ব'ল্‌বে? আসুন এই পথ দিয়ে বাড়ী যাই, দেখুন দেখি আপনাকে খুঁজ্‌তে আমাকেও ঘরের বার হ'তে হ'লো। আসুন! (রোদন)

শচী। আমার মা! আমার সোয়াগের পুতুল! আমার হৃদয় খাঁচার পড়া-পাখি, মা! (বিষ্ণুপ্রিয়ার চিবুকে হস্তার্পণ) কাঁদ্‌ছো কেন মা? আমি ত তোমাকে মা'রনি, গালও দিইনি, আমার নিমাই কি তোমাকে গাল দিয়েছে? দিয়ে থাকে ত বল, সে পোড়াকপালীর ছেলে টোলে হ'তে এলেই যা বল্‌বার তাই ব'ল্‌বো। আমার বাছাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্যি ক'রে এমন ক'র্‌বে যদি, বিয়ে কর্‌'লে কেন? আসুক আগে, তুমি আর কেঁদো না। (অঞ্চল দ্বারা বদন মুছাইয়া দিয়া) চুপ কর, মা আমার, সোণার চাঁদ আমার, চুপ কর।

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা! আর কি তোমার ছেলে আস্‌বে, তাই আমাকে প্রবোধ দিচ্ছো? সে আশা জন্মের মত ফুরিয়েছে, মা! সে আশা জন্মের মত ফুরিয়েছে।

শচী। আবার তুই ব'ল্‌চিস্‌ ফুরিয়েছে, তবে ধ'রে নিয়ে এলি কেন? আমি ত গঙ্গায় ডুবে ম'র্‌তে যাচ্ছিলাম। থাক্‌, তোরা থাক্‌, আমি গঙ্গায় চ'ল্লেম, যাই। (গমনোদ্যত)

বিষ্ণুপ্রিয়া। আর আমার লজ্জা ক'র্‌লে চলে না। (সকলের প্রতি) ওগো তোমরা আমার মাকে ধরগো ধর। মা গেলে আমি কোথায় থাক্‌বো? (রোদন)

(নিত্যানন্দের প্রবেশ।)

শচী। পেয়েছি, আমার নিমাইকে পেয়েছি, যখন নিতাই এসেছে তখন আমার নিমাইও এসেছে। (নিতাইয়ের প্রতি) বাপ নিতাই! আমা

নিমাই কই ? হাঁরে ! আমার নিমাই কই ? দেখা, নিমাইকে দেখা। বাপ নিমাই। বাপ নিমাই ! দুঃখিনী মাকে ফেলে কোথা আছ বাপ ? (রোদন)।

নিত্যানন্দ। এ ভয়ঙ্কর ব্যাপার ! হাঁহে চন্দ্রশেখরাচার্য্য ! মার কি শোকে এরূপ অবস্থা ? না চিত্তের স্থিরতা নাই ? যেন পাগলিনীর মত দেখ্ছি ।

চন্দ্রশেখর। পাগলিনীর মত আর কেন ? সম্পূর্ণ পাগল। আপনার সম্মুখে যে কটী কথা ব'লেছেন তা সঙ্গত, আমাদের কাছে সব অনর্থক কথা ব'লেছেন, কোন কথার স্থিরতা নাই ।

শচী। (হাস্য ক'রে) হা—হা–হা, আমাকে দেখে এরা কি বলাবলি ক'চ্ছে, ভেবেছে আমি চাক্‌রী ক'রে বিদেশ থেকে আস্‌ছি, মার জন্যে বাতাসা পাটালী কিছু আনিনি, মা তাইতে কাঁদ্‌ছে। (নিতাইয়ের প্রতি) হাঁরে নিতে ! বোকা ছেলে ! আমি কি মিষ্টি খাবার জন্য কাঁদ্‌ছি, তোদের মুখে মা কথা আমার যত মিষ্টি, তত কি অন্য মিষ্টি ! বল্, মা বল্, নিমাইকে ডেকে এনে দুই ভায়ে এক হ'য়ে আমাকে মা বল্।

নিত্যানন্দ। সত্যই ত বটে, মার ত আর চিত্তের স্থিরতা নাই। (প্রকাশ্যে মার প্রতি) মা ! তোমার নিমাই তোমাকে মা ব'লে ডাক্‌বেন ব'লেই আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার সঙ্গে আসুন।

শচী। কোথা – কোথা—কোথা ? আমার নিমাই কোথা ? বাড়ীতে ? আমাদের বাড়ীতে ? নিমাই কি বাড়ীতে এসেছে ? আমাকে না দেখ্‌তে পেয়ে নিমাই কি আমার মা মা ব'লে কাঁদ্‌ছে ? চল্, তবে বাড়ী চল্।

নিত্যানন্দ। এ বাড়ীতে নয়, শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের বাটীতে তিনি আছেন, আপনাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে ব'লেছেন : আমি নবদ্বীপের সকলকেই ব'লেছি, আবার যাবার সময় ব'লে যাবো, এখন আপনি আসুন।

(গমনোদ্যত)

বিষ্ণুপ্রিয়া। মা ! আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই ?

নিত্যানন্দ। (স্বগত) এইবার ত সর্ব্বনাশ হয় দেখ্ছি; এই পতি-প্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া পতি দর্শনে গমন ক'র্তে ইচ্ছা ক'র্ছেন, আমি কেমন ক'রে ব'ল্বো যে, মা তোমার যাওয়া হবে না, তিনি সন্ন্যাসী হ'য়েছেন, স্ত্রীর মুখ দেখ্বেন না। কেমন ক'রে ব'লি? না ব'ল্লেও নয়, ব'ল্লেও সতীর প্রাণ থাক্বে না দেখ্ছি, এ যে আমার উভয় সঙ্কট হ'লো। যা করেন ভগবান্, ব'ল্তে হ'লো। কপোতে ভগবান্কে ডেকে উভয়-সঙ্কট হ'তে ত্রাণ পেয়েছে, আমি পাবো না? কোন কপোত বৃক্ষশাখায় ব'সেছিল, এমন সময়ে এক ব্যাধ তাকে লক্ষ্য ক'রে ধনুতে শর সংযোগ ক'রেছে, শূন্যপথে এক বাজপক্ষীও তাকে ধারণ জন্য উড্ডীয়-মান, সে তখন উড়্লেও বাজপক্ষী কর্ত্তৃক হত হয়, ব'সে থাক্লেও ব্যাধ কর্ত্তৃক শরবিদ্ধ হয়; এই উভয়সঙ্কটে প'ড়ে অন্য উপায় না দেখে, কেবল ভগবান্কে ডাক্তে লাগ্লো, হে ভগবন্! রক্ষা কর। এমন সময়ে দৈবের কার্য্য, এক বিষধর সর্পে ব্যাধকে দংশন ক'র্লে, অমনি ব্যাধ পতিত ও তৎকরস্থ শর সজোরে উর্দ্ধে উত্থিত হ'য়ে বাজপক্ষীর বক্ষ ভেদ ক'র্লে উভয়েই হত হ'লো, কপোত নিরাপদ্ লাভ ক'র্লো। আজ আমিও ভগবান্কে ডাক্ছি, তিনি আমাকে এ দায় হ'তে উদ্ধার করুন্। (প্রকাশ্যে) মা চৈতন্যপ্রিয়া! চৈতন্যরূপিণি! আপনার সেখানে যাওয়া হবে না, তিনি সন্ন্যাসী হ'য়েছেন, আর স্ত্রীর মুখ দেখ্বেন না।

বিষ্ণুপ্রিয়া। তিনি আর আমার মুখ দেখ্বেন না, আমি তাঁর স্ত্রী হ'য়েছি ব'লে! নবদ্বীপের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে তাঁকে দেখ্তে যাচ্ছে, কেবল আমিই দেখ্তে পেলেম না? হাঁরে নিদারুণ বিধি! তবে কেন আমাকে তাঁর পত্নী ক'রেছিলি? হায়! আমি যদি আগে জান্তেম যে আমার ভাগ্যে এমন হবে, তা হ'লে ত বিষ ছিল, আগুন ছিল, গঙ্গাও এ নিকটে ছিলেন, তাঁদেরি শরণ ল'য়ে এ সময়ে অদৃশ্য ভাবে গিয়েও তাঁর চরণ দর্শন ক'র্তেম। হায়! আমার ভাগ্যে শেষে এই হ'লো!

গীত।

অভাগিনী কেন আমি হ'য়েছিলাম তাঁর রমণী।
(আমি তাইতে তাঁরে দেখ্‌তে পেলেম নারে)
হায়রে ফণী কাঁদে নবদ্বীপে শান্তিপুরে মাথার মণি ॥
তাঁর নারী না হ'লে, যেতেম চ'লে,
(নয়ন ভোরে রূপ দেখে নিতাম)
যথা বিরাজ করেন সেই গুণমণি ॥
হারাইয়ে তেমন প্রিয়জন, প্রাণে আর কি প্রয়োজন,
করি বিসর্জ্জন যাই, যাই গঙ্গাজলে, অন্তর্জ্জলে,
(জ্বালা মা বিনে কে জুড়াইবে)
(দেহ ভেসে শান্তিপুরে যাবে)
মায়ের কোলে দেহ দোলে যদি, সবাই ক'র্‌বে হরিধ্বনি ॥

শচী। নিত্যানন্দ! তবে কি আমার বৌ-মাকে আর দেখ্‌তে পা'বা না? আমি ছেড়ে গেলে, মা যে আমার কিছুতেই স্থির হ'য়ে থাকতে পার্‌বেন না।

(ঠাকুরুণের প্রবেশ।)

শচী। এই যে আমার ঠাকুরুণ আস্‌ছেন, ওগো ঠাকুরুণ! আমি আমার নিমাইকে দেখ্‌তে যাচ্ছি, তুমি আমার বৌ-মাকে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাখগে। আমি শীঘ্র আস্‌বো। দেখো মা (বিষ্ণুপ্রিয়ার করে ধ'রে ঠাকুরুণের হস্তে অর্পণ) আমার নয়নতারা যেন গ'লে না যায়, তুমি আমার বড় বিশ্বাসের স্থল, তোমার করে আমার মান, কুল, প্রাণ অর্পণ ক'রে যাচ্ছি।

লোকের মুখে আগুন! এমন মধুমাখা কথা কি আরু কারু মুখে শুন্‌বো? (প্রকাশ্যে) মা! তুমি নিমাইকে দেখে এস, তোমার বৌমার জন্যে কোন চিন্তা নাই, আমি বুকে ক'রে রাখ্‌বো, ভয় কি মা! তুমি এস।

[নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর ও শচীর প্রস্থান।

বিষ্ণুপ্রিয়া। ঠান্‌দিদি! আমি কি অভাগিনী, সকলে আমার প্রাণনাথকে দেখ্‌তে গেল, আমি যেতে পেলাম না। আর কি আমার বাঁচায় সুখ আছে? (রোদন করিতে করিতে) ঠান্‌দিদি! তুমি আমাকে বড় ভাল বাস, আমাকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়ে এস।

ঠাকুরুণ। ষাট্‌ ষাট্‌ ওকি কথা? তুমি কুলের কুলবধূ, তোমার কি সে শান্তিপুরে যাওয়া সাজে? ঘরেই পাবে, আর কেঁদ না দিদি! চুপ কর। (অঞ্চলের দ্বারা নয়ন মার্জ্জন)

বিষ্ণুপ্রিয়া। দিদি গো! আমার সে আশায় ছাই প'ড়েছে, প্রাণনাথ যখন সেই সোণার অঙ্গে ছাই মেখে সন্ন্যাসী হ'য়েছেন, তখন আর তাঁর আসার আশায় ছাই প'ল্ল না? ঠান্‌দিদি! তিনি আর স্ত্রীর মুখ দেখ্‌বেন না, সন্ন্যাস ধর্ম্মে স্ত্রীর মুখ দর্শন নিষেধ; তাই ব'ল্‌ছি আর বেঁচে সুখ কি? এখন ম'লেই বাঁচি। (রোদন)।

ঠাকুরুণ। (অঞ্চলের দ্বারা নয়ন মার্জ্জন করিয়া) কাঁদিস্‌নে বোন্‌ কাঁদিস্‌নে, তুই দেখিস্‌ আমি বল্‌ছি ঘরে ব'সেই তাঁর সেবা ক'র্‌তে পাবি। আমাকে কে যেন ডেকে ব'ল্‌ছে, "বিষ্ণুপ্রিয়াকে কাঁদ্‌তে বারণ কর; ও ঘরে ব'সে পতির পদসেবা ক'র্‌তে পাবে," আমি ব'ল্‌ছি আর কাঁদিস্‌নে, আয় ঘরে আয়। (হাত ধরিয়া উভয়ের গমন)।

[প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

শান্তিপুর অদ্বৈতের গৃহে অদ্বৈত সহ নিমাইয়ের উপবেশন, গদাধরের প্রবেশ।

গদাধর। প্রভো! আমার বোধ হ'চ্ছে নবদ্বীপবাসী সকলেই এলেন।

গৌর। কই কই, কে এসেছে? কাকে কাকে দেখ্‌লে? দাদা নিতাইকে দেখ্‌লে কি? তাঁর সঙ্গে আমার মা আস্‌ছেন কি?

গদাধর। হে নারায়ণ! চক্ষে দেখ্‌তে পাইনি, কর্ণে একটী স্বর শুন্‌লাম, যেন শচী মার কণ্ঠ। দূর হ'তে কে ব'ল্‌ছে, নিমাইরে! বাপ্‌ নিমাইরে! একবার দেখা দে, মা ব'লে অভাগিনীর কোলে আয়! নিমাই নিমাই ব'লে কাঁদ্‌ছেন! জনসমারোহে এত যে কলরব হ'চ্ছে, তথাপি সে রব যেন গৌরব ক'রে গগন ভেদ ক'র্‌ছে, বোধ হ'চ্ছে আর ক্ষণেক পরেই মর্ম্মভেদ ক'রবে।

গৌর। প্রাণ গদাধর! তুমি আর একবার দেখ, মা আস্‌ছেন কি না; যদি নিকটে এসে থাকেন, শীঘ্র এসে আমাকে বল, নতুবা মার জীবন থাকৃবে না, আর যদি বিষ্ণুপ্রিয়া এসে থাকে, তাও বল, তা হ'লে আমাকে গোপন হ'তে হবে।

গদাধর। আচ্ছা চ'ল্লেম, দেখি তিনি কত দূরে (সম্মুখে নিত্যানন্দ সহ শচীকে দেখিয়া) দেব! আর যেতে হবে না, দেব নিত্যানন্দ সঙ্গে, ঐ দেখুন শচীমাতাই বোধ হ'চ্ছে, নিমাই-শোকে পাগলিনী প্রায় আস্‌ছেন।

(শচী ও নিত্যানন্দের প্রবেশ)

শচী। কই কই, আমার নিমাই কই? নিমাই কোথা? হাঁরে নিতাই! আমাকে নিমাই দিবি ব'লে নিয়ে এলি, আমার নিমাই কই? এই যে অদ্বৈত ব'সে আছেন! অদ্বৈতাচার্য্য! আপনার কাছে নাকি আমার

নিমাই এসেছে? কই, আমার নিমাই কই? দুঃখিনীর অঞ্চলের মাণিককে কোথায় লুকিয়ে রেখেছ? দেও দেও, আমার প্রাণধনে পেয়ে থাক ত দেও, আমার হৃদয় শূন্য আছে, নয়নে অন্ধকার দেখ্‌ছি। আমার নিমাইচাঁদের উদয় হ'লে তবে এ আঁধার যাবে। দেও, দেও। (সন্ন্যাসী নিমাইকে দেখে) এ দণ্ডীটি কে? হাঁ বাপ! তুমি কি আমার নিমাইকে চেন? তাকে দেখেছ কি? আমার প্রাণ নিমাই, সোণার নিমাই কোথা আছে ব'ল্‌তে পার? তুমি দণ্ডী, প্রতারণা ক'র্‌বে না, বল।

গৌর। মা! আমিই তোমার নিমাই।

শচী। কি, তুই আমার সেই সোণার গৌরাঙ্গ? হাঁরে! তোর সে চাঁচর চুল কি হ'লো? যে মুড়িয়ে দিয়েছে, সে নাপিতের একটু দয়া মায়া নাই? এ সোণার গায়ে ছাই কে মাখালে? তার কি নয়ন নাই? এ গেরুয়া বসন কেন? হাঁরে বাপ! এসব কি? নিমাই! সন্ন্যাসী হ'য়েছিস্? হাঁরে! মার প্রাণে কি এসব সয়? (নিতায়ের প্রতি) হাঁরে নিতাই! আমাকে কি নিমায়ের এই বেশ দেখাতে নিয়ে এলি? এ কি দেখ্‌লাম! আপনার ছেলেকে আপনি চিন্‌তে পার্‌লেম না, ধিক্! ধিক্! ধিক্! (মূর্চ্ছা)।

নিত্যানন্দ। হ'লো ত, নিমাইচাঁদ! সাধ পূর্ণ হ'লো! এখন আর কি ক'র্‌তে হবে বল; আমরা চিনির বলদের মত তোমার আজ্ঞা বহন ক'রেই বেড়াচ্ছি, স্বাদ পেলাম না। আমার দ্বারা স্ত্রী হত্যা করানই কি তোমার ইচ্ছা ছিল? এই জন্যেই কি আমাকে গোপনে ব'লেছিলে, মাকে শান্তিপুরে নিয়ে এস? বুঝ্‌লাম, আমরা আজ হ'ক্ কাল হ'ক শান্তিপুর হ'তে যাব, কিন্তু মাকে শান্তিপুরেই রাখ্‌লে। চিরকাল নিমাই নিমাই ব'লে কাঁদ্‌তেন, তাহ'তে এ বেশ হ'লো! চির দুঃখের শান্তি হ'লো! তবে এই মাত্র দুঃখ আমার মর্ম্মে গাঁথা থাক্‌লো যে, আমি যত্ন ক'রে শচী মাকে এনে নাশ ক'র্‌লেম।

গৌর। প্রভো নিত্যানন্দ! অনেক দিনের পর মা আমাকে দেখেছেন, একেবারে শোক উচ্ছ্বলিত হ'য়ে মাকে আচ্ছন্ন ক'রেছে, এখনি চেতন

প্রাপ্ত হবেন, আমি মাকে ডাক্‌ছি। (শচীর অঙ্গে হস্তার্পণ ক'রে) মা! গা তুলুন, আর ধরায় কেন? গা তুলে দাদা নিত্যানন্দের নামের অর্থ সার্থক করুন। মা! উঠে আমাকে কোলে করুন, আমি অনেক দিন আপনার কোলে উঠিনি।

শচী। বাপ নিমাই! নিমাইরে! নিমাইরে! (বলিতে বলিতে গাত্রোত্থান) কোন্ পাষাণ বুকো এমন কাজ ক'র্‌লে বল্? আমার দেখে যে বুক ফেটে যাচ্ছে। আহা! তেমন অঙ্গ এমন হ'য়েছে! আয় আমার কোলে আয়! যা হ'য়েছে বেশ হ'য়েছে; আমার এই সোণার চাঁদ, আমি আঁচল দিয়ে তোর অঙ্গের ছাই ঝেড়ে দিচ্ছি। (অঞ্চলের দ্বারা ছাই মোচন) আয়, অনেক দিনের পর দুঃখিনীকে মা ব'লে কোলে আয়। (হস্ত প্রসারণ করিয়া গৌরকে ক্রোড়ে ধারণ)।

সকলের হরিধ্বনি।

গদাধর। আহা! আর যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মাতার কোলে উঠে তাঁকে মা ব'লে ডাক্‌বেন, এ কার বিশ্বাস ছিল? হে নদেবাসি! হে শান্তিপুরবাসি! আজ তোমাদের সৌভাগ্যের সীমা নাই, সকলে শচীর কোলে সচ্চিদানন্দকে দেখ, আর বদন ভোরে হরিবোল হরিবোল বল।

গীত।

দেখ দেখ হেন অপরূপ কি আছে ভুবনে।
সোণার গাছে হীরার ফল অদ্বৈত ভবনে।
শচীর কোলে শ্রীচৈতন্য, মরি কি রূপ লাবণ্য,
ধন্য ধন্য শান্তিপুরবসীকে ধন্য,
সুখের দিনে হরিবোল ভাই বল বদনে॥